এ ব্রাইট সামার মর্নিং

জেমস হেডলি চেজ

সূচিপত্র

১-২. শারদ প্রভাতের পদধ্বনি 2

৩-৪. সকালে প্রাতঃরাশ 39

৫-৬. কুমারী জেলডা ভ্যান ওয়াইলি 81

৭-৮. ইজিচেয়ারে দাঁতের ফাঁকে 127

৯-১০. নষ্টনীড়ের লোহার গেট 171

১১-১২. মো এবং তার ভাই 213

১-২. শারদ প্রভাতের পদধ্বনি

০১.

এক অপরূপ সুন্দর শারদ প্রভাতের পদধ্বনি তখন আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে। হঠাৎভিক্টর ডারমটের ঘুম ভেঙে গেল। কোন এক অজানা আতংকে সারা গা ঘামে ভিজে উঠেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট।

বয়স সাঁইত্রিশ। উন্নত, বলিষ্ঠ, শ্যামলা চেহারা ভিক্টর ডারমটের। অতি-উৎসাহী স্বাক্ষর শিকারীরা প্রায়ই তাকে চিত্রতারকা গ্রেগরী পেক বলে ভুল করে। ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও সে এ জন্য বেশ বিরক্তি অনুভব করে। কারণ স্ব-পরিচয়েই সে যথেষ্ট খ্যাতি ও বিত্তের অধিকারী। গত দশ বছরে তার চারটি নাটক নিউইয়র্কের বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চগুলিতে মঞ্চস্থ হয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এখনও মধ্য ইউরোপের বড় বড় শহর থেকে এই কটি নাটকের অভিনয় বাবদ তাঁর মোটা টাকা উপার্জন হয়। ভিক্টর বিবাহিত জীবনেও সুখী। স্ত্রীর বয়স এখন আটাশ। দুজনের পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধন অটুট। তাদের দশ মাস বয়েসের একমাত্র সন্তান।

হঠাৎ দুমাস আগে ভিক্টর ডারমটের মাথায় এক দুর্ধর্ষ নাটকের আইডিয়া আসে–এক অসাধারণ প্লট, যা তক্ষুনি একটানা লিখে ফেলা দরকার।

ভেরা সিওর হলো ডারমটের সেক্রেটারী। পক্ককেশ এবং দক্ষ এক মহিলা। সে তাকে বুলল একটা নির্জন জায়গা খুঁজতে যেখানে সম্পূর্ণ নির্জনেমাস তিনেক ধরে লেখাটা শেষ

করতে পারবে। মাত্র দুদিনের মধ্যে ভদ্রমহিলা চমৎকার একটি বাড়ি খুঁজে বার করলেন। নেভাজ মরুভূমির সীমান্তে একটি ছোট্ট সর্বাধুনিক ধাঁচের র‍্যাঞ্চ হাউস। সেখান থেকে নিকটতম মনুষ্য আবাস হল বোস্টন ক্রীক, কুড়ি মাইল দুরে এবং পীট শহর পঞ্চাশ মাইল দূরে।

বেশ বড় শহর, পীট শহর, কিন্তু বোস্টন ক্রীকে একটা গাড়ী মেরামতের দোকান, গোটা কয়েক কফি হাউস ও একটি মুদির দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই।

নষ্টনীড় বাড়িটার নাম। এটির মালিক এক প্রবীণ দম্পতি, ইউরোপের নানান জায়গায় বেড়িয়ে তাদের অধিকাংশ সময় কেটে যায়।

একটি দীর্ঘ প্রাইভেট রাস্তা এসে মেঠো রাস্তায় মিলেছে বাড়িটি থেকে। সেই রাস্তা ধরে ঝোঁপঝাড় ও বালির ভেতর দিয়ে আরো পনেরো মাইল গেলে পীট শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে। সম্পূর্ণ নির্জনতা ও সর্বাধুনিক আরাম পেতে হলে নষ্টনীড়ের থেকে ভালো জায়গা পাওয়া মুস্কিল।

একদিন ভিক্টর ডারমট তার স্ত্রী ক্যারিকে নিয়ে গাড়ি চেপে বাড়িটাকে দেখতে এসেছিল। ঠিক এইরকম একটা বাড়িই সে চেয়েছিল। সুতরাং তিনমাসের জন্য ভাড়া নেওয়ার চুক্তিতে সে সই করে দিল।

নষ্টনীড়ে রয়েছে একটি বড় হলঘর, একটি খাবার ঘর, একটি পড়বার ও অস্ত্রশস্ত্র রাখবার ঘর, তিনটি শোবার ঘর, তিনটি বাথরুম, একটি সর্বাধুনিক সরঞ্জাম সমেত রান্নাঘর এবং একটি সুইমিং পুল। এছাড়া একটি বড় গ্যারেজ ও টেনিস কোর্টও আছে।

বাড়ি থেকে শদুয়েক গজ দূরে চাকরবাকরদের জন্য একটি পাঁচ কামরাওয়ালা কাঠের কেবিন।– একটু বেশী ভাড়া, কিন্তু ভিক্টর এখন প্রচুর রোজগার করছে এবং জায়গাটা তার মনে ধরেছিল।

সে ভাড়া নেওয়ার আগে ক্যারীর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিল,–ব্যাপারটা তোমার পক্ষে খুব ক্লান্তিকর হতে পারে। লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে না। তুমি বরং বাড়িতেই থাকো, আর আমি একলা গিয়ে কাজটা সেরে আসি।

কিন্তু ক্যারীর মতে তার হাতেও কিছু কম কাজ থাকবে না। বাচ্চার দেখাশুনা করতে হবে, ভিক্টর যা লিখবে সেগুলো টাইপ করতে হবে। রান্না করতে হবে। তাছাড়া তার অসমাপ্ত ছবিগুলোওঃ আঁকা শেষ করতে পারবে।

ডি-লং নামে এক ভিয়েতনামী চাকর নেবে বলে দুজনে ঠিক করল। ছেলেটি বছরখানেক তাদের কাছে কাজ করছে। সে যে কেবল গৃহস্থালী কাজকর্ম ভালো পারে তা নয়, মোটর সারানোরব্যাপারেও দক্ষ। ডারমট ভাবল, গাড়ি মেরামতের দোকান থেকে এতদূরে থাকতে হবে, সুতরাং ডিলং সঙ্গে থাকলে ভালই হবে।

দুমাসের কঠোর ও একাগ্র পরিশ্রমের পর নাটকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভিক্টর এখন সংলাপের ওপর শেষ পালিশ চড়াচ্ছে এবং দ্বিতীয় অংক নিয়ে ঈষৎ ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। কারণ এ অংকটি তার সম্পূর্ণমনোমত হয়নি। আর হপ্তা দুয়েকের মধ্যে যেনাটক মঞ্চস্থ হবার জন্য তৈরী হয়ে যাবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তার এই নাটকটিও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করবে নিশ্চিত।

নষ্টনীড়কে এই দুমাসে ভিক্টর ও ক্যারী ভালবেসে ফেলেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস-এর হট্টগোলের মধ্যে ফিরে যেতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে। মধুচন্দ্রিমার পর এই প্রথম তারা দুজনে মনের সুখে একান্তে বাস করবার সুযোগ পেল। এখন তারা অনুভব করছে যে, সামাজিক জীবনের গুরুভার ও অন্তহীন পার্টি আর টেলিফোনের আওয়াজ তাদের পরস্পরকে জানবার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে কতটা বঞ্চিত করছিল। এমনকি তাদের সন্তান যে কেমন আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে তা লক্ষ্য করবার সময়ও তারা এর আগে কখনও পায়নি।

ডারমট দম্পতির নষ্টনীড় যতই ভালো লাগুক না কেন, তাদের ভিয়েতনামী চাকরের এই ... নির্বাসন একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না। যত দিন যাচ্ছে, ক্রমশঃই সে আরো বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। সেই জন্যে কাজকর্মের চাড়ও কমে আসছে।

মাঝে মাঝে ভিক্টর ধৈর্যচ্যুত হয়, কারণ ডি-লং-কে একজন সাধারণ চাকরের থেকে তিনগুণ মাইনে বেশী দেওয়া হয়। ক্যারীর আবার দয়ামায়া একটু বেশী। সে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে যে, মাইনে যতই হোক না কেন, নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে অভিযোগ করার অধিকার তার আছে।

.

এক শারদ প্রভাতে আমাদের কাহিনী শুরু হচ্ছে। তখন ভিক্টর ডারমটের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যেতে দেখে তার সর্বাঙ্গ ভিজে চপচ করছে।

সে চুপ করে শুয়ে রইল। ঘড়ির টিক টিক শব্দ আর রান্নাঘরের রেফ্রিজারেটারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া বাড়িটাতে কোনো শব্দ নেই।

কোনো দুঃস্বপ্ন ও তো দেখেনি অথচ গভীর ঘুমটা ভেঙে যে এতটা ভয় পেয়েছে।

মাথা তুলে দেখল ক্যারী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ছোট্ট খাটের ওপর তাদের ছেলেও আরামে ঘুমোচ্ছে।

তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান দুই সম্পত্তি নিরাপদে আছে দেখে তার অদ্ভুত ভয়টা কমে এল। হৃদপিণ্ডের গতিও স্বাভাবিক হল।

মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য ভিক্টর স্বস্তি পেল না, বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে নিঃশব্দে যাতে ক্যারীর ঘুম না ভাঙে, ড্রেসিং গাউনটা পরে, চটিতে পা গলিয়ে আস্তে দরজা খুলে বড় চৌকো দালানটাতে বেরিয়ে এল।

বড় বসবার ঘরটায় ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, সবকিছু যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই আছে। বিরাট জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। উঠোনের মাঝখানে ফোয়ারা থেকে সজীব জলেব রাশি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, টেরাসের ওপর পড়ে আছে ক্যারীর ফেলে যাওয়া একটি পত্রিকা।

পড়বার ঘরে এবার ঢুকল সে। জানালা দিয়ে তাকাল শদুয়েক গজ দূরে চাকরদের ঘরটার দিকে, যেখানে ডি-লং ঘুমোয় সেখানে কোনো প্রাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য ডি-লং কস্মিনকালেও সাড়ে সাতটার আগে ওঠে না।

ভিক্টর বিরক্তবোধ করে অথচ কারণ খুঁজে পায় না। রান্নাঘরের দিকে গেল। সে জানত এখন বিছানায় গেলেও ঘুম আসবে না। বরং একটু কফি খেয়ে কাজ শুরু করা যাক।

সে রান্নাঘরে ঢুকে ঘরের অন্য দিকের একটা দরজা খুলে দিল। এ দরজার বাইরে আরেকটা ছোট উঠোন। এই উঠোনের ছোট গেটটি সর্বদা খোলা থাকে। যাতে তাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর ব্রুনো বাড়ি পাহারা দিতে পারে আর ঘুম পেলে উঠোনে রাখা খাঁচায় এসে ঘুমোতে পারে।

কুকুরের উদ্দেশ্যে ভিক্টর একবার শিস্ দিয়ে কফির পারকোলেটার চালিয়ে দিল। ব্রুনোর খাবার বাটিতে ঢেলে মেঝেতে নামিয়ে রেখে বাথরুমে গেল।

দশ মিনিট পরে দাড়ি কামিয়ে শাওয়ারে স্নান সেরে সাদা শার্ট, নীলরঙের সুতীর প্যান্ট ও সাদা জুতো পরে সে রান্নাঘরে রেগুলেটার বন্ধ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে দেখে ব্রুনোর খাবার তেমনি পড়ে রয়েছে। কুকুরটার পাত্তা নেই। আবার কেন যেন মনটা ভয়ে আঁতকে উঠল। এ বাড়িতে এসে অবধি কখনো এরকম ঘটেনি। প্রতিদিন শিস শোনামাত্র ব্রুনো রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে।

ভিক্টর খাঁচায় ওকে দেখতে পেল না। আবার শিস দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গেটের কাছে গিয়ে বাইরের ঝোঁপঝাড়ে কোথাও কুকুরটাকে দেখতে পেল না।

সে ভাবল এখনোও তো সকাল হয়নি। কুকুরটা বোধহয় ইঁদুর টিদুর কিছু তাড়া করে দূরে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু আজকে সব কিছুই কেমন বিশ্রীরকম অস্বাভাবিক।

সে রান্নাঘরে এসে কফি ঢেলে নিয়ে তার মধ্যে ক্রীম মেশাল। তারপর পড়বার ঘরে ডেস্কের সামনে বসে কয়েক চুমুক-কফি খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সমাপ্ত প্রায় পাণ্ডুলিপিটা হাতে তুলে নিয়ে শেষ কপাতায় চোখ বোলাল। কিন্তু তার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছেব্রুনোর অন্তর্ধান রহস্য। পাণ্ডুলিপিসরিয়ে রেখে কফি শেষ করে আবার রান্নাঘরে গেল।

একইভাবে ব্রুনোর খাবার পড়ে রয়েছে।

ভিক্টর আবার গেটের কাছে গিয়ে শি দিল। নিজেকে হঠাৎ বড় একা মনে হল। ক্যারীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল কিন্তু তাকে না জাগানোই ভাল। সে পড়বার ঘরে গিয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল।

সেখান থেকেই বড় জানলাটা দিয়ে দেখতে পেল টকটকে লাল বর্ণের গোলাটা আকাশে উঠল। প্রতিদিন তাকে এই দৃশ্য মুগ্ধ করে। কিন্তু আজ তাদের চারিদিকে বিশাল জনশূন্য মরুভূমির নিঃসঙ্গতার কথা অনুভব করল।

হঠাৎ তার কানে তার ছেলের ফেঁপানো কান্নার শব্দ এল। দ্রুত সে শোবার ঘরে ঢুকল।

তখন খাবারের জন্য খোকা প্রাতঃকালীন চিৎকার শুরু করেছে। বিছানায় বসে ক্যারী আড়মোড়া ভাঙছিল, ভিক্টরকে দেখে হাসল।

আজ তুমি সকাল সকাল উঠে পড়েছ। কটা বাজে?

ভিক্টর ছেলের কাছে যেতে যেতে বলল, সাড়ে ছটা। বাবার কোলে উঠেই ছেলের কান্না থেমে গেল।

ক্যারী বলল, তোমার ঘুম হল না?

না, কিছুতেই আর ঘুম এল না।

ছেলে কোলে নিয়ে ভিক্টর খাটে বসল আর তার স্ত্রী বাথরুমে ঢুকল। পনেরো মিনিট পরে ক্যারী খোকাকে খাওয়াচ্ছিল আর ভিক্টর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে তাই দেখছিল। দৃশ্যটা তার খুব ভাল লাগে।

ক্যারী বলল, কাল রাতে সেই মোটর সাইকেলটার আওয়াজ পেয়েছিলে?

ক্যারীর কথায় সে আবার সজাগ হয়ে বলল, মোটর সাইকেল? কই আমি তো শুনিনি।

কাল রাতে কেউ একজন মোটর সাইকেলে এখানে এসেছিল। তখন দুটো হবে। কিন্তু চলে যাওয়ার শব্দ আর পেলাম না।

পুলিশ-টুলিশ কেউ হবে হয়ত। টহলদারী পুলিশদের একজন মাঝে মাঝে এখানে আসে- মনে পড়েছে তোমার?

কিন্তু লোকটা যে আর ফিরল না।

তুমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে তাই আর চলে যাওয়ার আওয়াজটা শুনতে পাওনি। চলে না গেলে সে এখানেই থাকত। কিন্তু আমি কাউকে দেখতে পাইনি।

ক্যারী বলে, কি করে জানলে যে সে এখানে নেই?

দেখ ডার্লিং লোকটা এখানে থাকবে কি জন্যে? তাছাড়া ব্রুনো তো চিৎকার–ও, হ্যাঁ মনে। পড়ল ব্রুনোকে সকাল থেকে দেখছি না। শিস্‌ দিলাম কিন্তু সে এল না। ক্যারী দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে দেখে খাবার তেমনি রয়েছে।

ক্যারী এসে বলল, কোথায় গিয়ে থাকতে পারে?

কিছু তাড়া করেছে বোধ হয়। আমি একটু খুঁজে দেখি।

ওদিকে খোকার কান্না শুনে ক্যারী শোবার ঘরে ফিরে গেল। ভিক্টর বড় গেটের দিকে শিস দিতে দিতে হেঁটে চলল।

বড় গেটের কাছে এসে সরু মেঠো রাস্তাটার চারপাশে তাকাল। কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই।

বালু ঢাকা রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখল তার নিজের গাড়ির চাকার দাগের ফাঁকে এক জোড়া মোটর সাইকেলের চাকার দাগ। সেই চাকার দাগ তার গেটে এসে থেমে গেছে। সে বাঁদিকে তাকাল, সেখানে চাকার দাগ নেই। মনে হয় কেউ একজন মোটর সাইকেলে চেপে পীট শহরের বড় রাস্তা থেকে মেঠো পথ ধরে তার বাড়ির গেট পর্যন্ত এসেছে।

তারপর আরোহী শুদ্ধ মোটর সাইকেলটি স্রেফ হাওয়ায় মিশে গেছে। চাকার দাগ দেখে বোঝা যায় যে, গাড়িটা গেট থেকে তার বাড়ির দিকেও যায়নি। অথবা বোষ্টন ক্রীকের রাস্তাও ধরেনি। গেটের কাছে। এসে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে।

সেই আশ্চর্য চাকার দাগের দিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্গতার বিচিত্র অস্বস্তিকর অনুভূতি আবার তাকে ঘিরে ধরল। সে বাড়ীর দিকে জোরে পা চালাল।

ক্যারী দরজায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবেতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে। ভিক্টর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে?

ভিক্! বন্দুকগুলো নেই।

ক্যারী ভয় পেয়েছে। আশংকায় তার নীল দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

বন্দুকগুলো! নেই।

তোমার ঘরে গিয়েছিলাম–তাকে একটাও বন্দুক নেই।

সে অস্ত্রশস্ত্রের ঘরের দিকে চলল। বন্দুকের তাকগুলো তাঁর ডেস্কের আড়ালে একটি ছোট ঘরের মধ্যে ছিল। প্রতিটি তাক খালি পড়ে রয়েছে। এখানে চারটি বন্দুক ছিল, আর ৪৫ ও ১২ ক্যালিবারের দুটি রাইফেল। তাদের একটাও নেই।

মৃদু, ভয়ার্ত স্বরে ক্যারী বলল, কাল রাতেও তো বন্দুকগুলো ছিল।

ছিল বৈকি। ভিক্টর তার ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটি খুলল। এই ড্রয়ারে একটি ৩৮ পুলিশ .. স্পেশাল অটোমেটিক রিভলবার থাকে। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের বড়কর্তা তাকে এটি উপহার। দিয়েছিলেন। ড্রয়ারটা একেবারে ফাঁকা।

ক্যারী এগিয়ে এসে বলল, তোমার রিভলভারও নেই?

মনে হচ্ছে গত রাত্রে কেউ একজন এখানে ঢুকে বন্দুকগুলো নিয়ে সরে পড়েছে। আমি বরং পুলিশকে একটা খবর দিই।

আমি যে মোটর সাইকেলের আওয়াজটা পেয়েছিলাম।

হতে পারে। দেখা যাক, পুলিশ কি করতে পারে।

টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই ক্যারীবলল, সেই লোকটা হয়তো এখনও এখানেই আছে। আমি তো তোমায় বললাম–ওর চলে যাওয়ার আওয়াজ আমি শুনিনি।

রিসিভার কানে লাগিয়ে ডায়াল করতেই সে বুঝল ফোন কেটে দেওয়া হয়েছে।

ভিক্টর শান্ত গলায় বলল, মনে হচ্ছে টেলিফোনটাও কেটে গেছে।

দমবন্ধ গলায় ক্যারী বলল, গতরাত্রেও তো ঠিক ছিল। সেই যে আমাদের একটা ফোন এল।

জানি, জানি, কিন্তু আপাততঃ আর এটা কাজ করছে না।

পরস্পরের দিকে তাকাল তারা। চোখ বড় বড় করে ক্যারী বলল, ব্রুনোর কী হয়েছে? তোমার কী মনে হয়?

তুমি আবার বাড়াবাড়ি কোরো না। কেউ একজন কাল রাতে এ বাড়িতে ঢুকে সেই বন্দুকগুলো হাতিয়েছে আর টেলিফোনের তার কেটেছে। ব্রুনো হয়তো তার হাতে ঘায়েল হয়েছে।

তুমি বলতে চাও ব্রুনো মারা গেছে?

জানি না ডার্লিং। হয়তো কিছু ওষুধ টযুধ খাইয়ে দিয়েছে জানি না।

ক্যারী ভিক্টরকে জড়িয়ে ধরল। ভিক্টর তাকে ধরে থাকল। ক্যারীর শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। ভি এসব কি হচ্ছে? আমরা এখন কী করব?

ভিক্টর বুঝতে পারল যে সে নিজেও কেশ ভয় পেয়েছে, সচেতন হয়েছে চারিদিকের বিশাল নির্জনতার বিষয়ে। ডি-লং-এর কথা তার মনে পড়ল।

শোনো, তুমি খোকার কাছে থাকো। আমি বরং ডি-লংকে ডেকে তুলি। তাকে তোমার কাছে রেখে আমি চারিদিকটা ঘুরে দেখবো। আর তুমি অত ভয় পেয়ো না।

ভিক্টর তাকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। থোকা তখন হাত পা ছুঁড়ে খেলছে।

তুমি এখানে থাকো, আমি দুমিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।

ক্যারী তার হাত চেপে ধরে, না, ভিক, তুমি আমায় একলা রেখে কখনো যাবে না।

কিন্তু, ডার্লিং

দোহাই তোমার। আমায় ছেড়ে যেও না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি না। তুমি ঘাবড়ানো বন্ধ কর।

সে জানালার সামনে গিয়ে হাঁক দিল, ডি-লং! ডি-লং।

প্রত্যুত্তরে শুধু প্রতিধ্বনি ভেসে এলো। নিস্তব্ধতা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল।

ক্যারী তখন অগোছাল ও ব্যস্ত ভঙ্গিতে একজোড়া স্ন্যাকস্ ও হালকা সোয়েটার পরে নিচ্ছে।

ভিক্টর বলে, ব্যাটা একেবারে মড়ার মত ঘুমোয়। চল ক্যারী লোকটাকে ডেকে তুলতে হবে। খোকাকে তুলে নাও।

দুজনে কেবিনের দিকে হেঁটে চলল। ক্যারীর কোলে ছেলে।

ভিক্টর কেবিনের দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করল।

ভিক্টর অসহিষ্ণু গলায় বলে, আমি ভেতরে ঢুকছি, তুমি এখানে দাঁড়াও।

হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ভিক্টর ঢুকে–ডিং!

কোনো সাড়া নেই।রান্নঘরেরকল থেকেজলপড়ারটটআওয়াজ।আর কোনো শব্দ নেই।

ভিক্টর বসবার ঘর পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। অন্ধকার ঘর, বাতাসে একটা কটুগন্ধ ভেসে আসছে। হাতড়ে হাতড়ে আলো জ্বালাল।

ঘরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। বালিশের গায়ে ডি-লং-এর মাথার খাঁজ। সে যে এখানে শুয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গায়ের চাদর একদিকে সরানো। সেখানে ডিলংকে না পেয়ে একবার রান্নাঘরটা দেখে, ক্যারীর কাছে ফিরে এসে, ভিক্টর বলল

লোকটা নেই।

তার মানে সে-ই বন্দুকগুলো–আর ব্রুনোকে নিয়ে পালিয়েছে? তোমার কি মনে হয়?

ভিক্টর দ্বিধাগ্রস্ত মনে বলে, হতে পারে। এ জায়গাটা ওর ভাল লাগছিল না। সে ব্রুনোকে খুব ভালবাসতো। হয়তো তার এক বন্ধুকে দিয়ে একটা মোটর সাইকেল আনিয়েছিল।

কিন্তু বন্দুকগুলো?

একটু ভেবে ভিক্টর বলল, হুম, এই ভিয়েতনামীগুলোকে বোঝা বড় মুস্কিল। হয়তো সে কোনো এক গুপ্ত সমিতির সভ্য যাদের বন্দুকের প্রয়োজন রয়েছে। মনে হচ্ছে, নিশ্চিন্তে পালাবার জন্যে টেলিফোনের তারও কেটে দিয়েছে।

ক্যারী বলে, কিন্তু অতগুলো বন্দুক আর ব্রুনোকে নিয়ে কি করে একটা মোটর সাইকেলে চাপতে পারে?

হয়ত একটা গাড়ীও নিয়ে গেছে। আমি একবার দেখে আসি। আমরা গাড়ীতে করে পীট শহরে গিয়ে এখানে পুলিস পাঠাব। এসব ব্যাপার তারাই ভাল সামলাতে পারবে।

ক্যারী সম্মতি জানিয়ে, বলল আমি তাহলে খোকার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিই। তুমি গাড়ী নিয়ে এসো।

বাড়ির দিকে ক্যারী চলে গেল। ভিক্টর গ্যারেজের দিকে যেতে যেতে কি মনে হল ডি-লংরে শাবার ঘরে গিয়ে বিছানার বাঁদিকের ছোট আলমারীটা খুলল। সামনেই রয়েছেতকতকে পরিস্কার তিনটি স্যুট ও কয়েকটি উর্দি। অন্য তাকে ডি-লং-এর ইলেকট্রিক সেভার পড়ে আছে। গত বড়দিনে ভিক্টর তাকে এটা উপহার দিয়েছিল। সেভারের পাশে একটা কোডাক ক্যামেরা। নতুন লাইকা ক্যামেরা কেনার পর সে এটা ডি-লং-কে দিয়েছিল। ডি-লং-এর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ এ-দুটি।

অসাধারণ কোনো বিপদ না ঘটলে ডি-লং কখনো এ দুটো জিনিষ ফেলে যেত না। কিন্তু কি হতে পারে?

তারপর ভিক্টর গ্যারেজে গিয়ে বিরাট দরজাদুটো খুলল।নীল-সাদা ক্যাডিলাকও মার্কারী এস্টেট ওয়াগন পাশাপাশি রয়েছে দেখে সে যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। ক্যাডিলাকে চড়ে বসল। চাবি লাগানোই ছিল। চাবি ঘুরিয়ে পায়ের চাপ দিতেই ঘড় ঘড় করে শব্দ হল। কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট নিল না। পর পর তিনবার চেষ্টার পর সে গাড়ী থেকে বেরিয়ে মার্কারী

এস্টেট ওয়াগনটাতে গিয়ে বসল। এটাকে চালাবার চেষ্টা করতে সেই একই ব্যাপার হল। ঘড় ঘড় শব্দ হল কিন্তু গাড়ী চলল না।

ভিক্টর ওয়াগন থেকে বেরিয়ে ক্যাডিলাকের বনেট খুলল। গাড়ী সম্বন্ধে তার জ্ঞান অল্প হলেও সে দেখেই বুঝল যে পার্কিং প্লাগদুটো লাগানো নেই। দুটোতে একই ব্যাপার।

কেউ একজন পার্কিং প্লাগ কটা খুলে নিয়ে দুটো গাড়ীকেই সম্পূর্ণ অচল করেছে।

এক জোড়া অচল গাড়ীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবল, একলা থাকলে সে পুরো অবস্থাটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করত কিন্তু ক্যারী আর বাচ্চার কথা ভেবে সে ভীত হয়ে উঠল। ব্রুনো নেই। ডি-লং নেই। অস্ত্র নেই, টেলিফোন নেই, এখন দেখা যাচ্ছে গাড়ীও নেই।

ক্যারী আর খোকা একলা রয়েছে মনে হতেই সে বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

শোবার ঘরে ক্যারী একটা স্যুটকেশে বাচ্চার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। ভিক্টর ঘরে ঢুকতেই ক্যারী বুতে পারল কিছু একটা ঘটেছে। সে তীক্ষ্ণ–গলায় বলে, কি হয়েছে?

ব্যাপার খুব গোলমেলে, গাড়ী দুটোকে অচল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখান থেকে পালাবার উপায় নেই। কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যারী বসে পড়ল, কী হয়েছে গাড়ীর?

প্লাগগুলো কেউ খুলে নিয়েছে। ডি-লং তার ক্যামেরা আর সেভার ফেলে গেছে। সে কখনন ও দুটো ফেলে চলে যাবে না, যদিনা।

ভিক্টর ক্যারীর পাশে বসে বলে, তোমায় ভয় পাওয়াতে চাই না, কিন্তু ব্যাপারটা বড় ঘোরালো হচ্ছে। কেউ একজন এখানে এসেছে–একজন তোক যে।

ক্যারী তার দিকে ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে, তুমি বলছ ডি-লং বন্দুকগুলো চুরি করেনি?

না। চলে গেলে সে কখনো তার ক্যামেরা আর সেভার ফেলে যেত না।

তাহলে সে কোথায় গেল? আর ব্রুনোরই বা কী হল?

জানি না।

ক্যারী উঠে দাঁড়িয়ে, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই ভিক। এক্ষুনি! আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।

এখান থেকে যাবার উপায় নেই। বড় রাস্তা এখান থেকে পনোর মাইল দূরে। রোঙ্গুরের। তাপ বাড়ছে। খোকাকে কোলে নিয়ে এতটা পথ হাঁটতে পারবে না।

আমি হাঁটতে রাজি আছি। এখানে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। তুমি খোকাকে নাও। আমি জিনিষপত্র নিচ্ছি। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, চল হাঁটাই যাক। কিছু পানীয় নিতে হবে। আমি একটা ফ্লাক্স ভরে নিচ্ছি। সূর্য একটু বাদে ভীষণ তেতে উঠবে।

তাতে আমার কিছু হবে না–তাড়াতাড়ি করো ভিক।

ভিক্টর রান্নাঘরে গিয়ে একটা ফ্লাস্কে হিমশীতল কোকাকোলা ভরল। দুপ্যাকেট সিগারেট পকেটে নিল। চেকবই আর হঠাৎ দরকারের জন্য রাখা একশো ডলারের তিনটে নোট পকেটে পুরল।

তোমার টুপিটা পরে নিও। আমি একটা ছাতা নিয়ে খোকাকে আড়াল করে রাখব। তোমার গয়নাগাটি নিয়ে নাও ক্যারী। আমরা–

সে থমকে গেল ক্যারীর অস্ফুট চীৎকারে। রক্তহীন মুখে ক্যারী তার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাকে অনুসরণ করে ভিক্টর নিজের পায়ের দিকে তাকাল। তার জুতোর ধার বরাবর একটা গাঢ় লাল রঙের দাগ–লাল দাগটা যে কিসের, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ভিক্টর বাড়ির চারপাশ ঘুরে দেখবার সময় কোনো এক জায়গায় একরাশ রক্তের মধ্যে নিশ্চয়ই পা ফেলেছে।

.

০২.

মাস তিনেক আগের সেই দিনটিতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে নষ্টনীড়-এর বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের কারণ বুঝতে হলে। যেদিন লস্ অ্যাঞ্জেলস শহরে সলি লুকাস নামক একজন অ্যাটনী মুখের মধ্যে একটি অটোমেটিক পিস্তলেরনল পুরে তার বিরলকেশ মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছিল।

চিরকাল সলি লুকাস কুখ্যাত সব অপরাধীদের হয়ে ওকালতি করে এসেছে। কিন্তু তবু সুচতুর উকিল ও শেয়ার মার্কেটের যাদুকর হিসেবে তার প্রতিপত্তি কম ছিল না। আত্মহত্যার সময় তার বয়েস ছিল পঁয়ষট্টি বছর। গত তিরিশ বছর ধরে সে জিম ক্র্যামারের অধীনে কাজ করেছে–আন ক্যাপোনের পর আমেরিকার সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধীদের অন্যতম। লুকাসের কাজ ছিল বহির্জগতে ক্র্যামারের প্রতিনিধিত্ব করা এবং তার উপার্জিত টাকা ঠিক মত খাটানো।

প্রায় ষাট বছর বয়েস ক্র্যামারের অপরাধ জীবন শুরু হয় কুখ্যাত–দ রোজার টুহির দেহরক্ষী হিসেবে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন তিনি নিজে দস্যসর্দারের পদ দখল করলেন এবং আমেরিকার সবচেয়ে ভয়াবহ গুপ্তসংস্থা মার্ডার ইনকরপোরেটেড-এর সদস্য নির্বাচিত হলেন। শেষে দেশের কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা এসে পড়ল তার লৌহমুষ্ঠির মধ্যে।

তিনি সমগ্র অপরাধী জীবনে ষাট লক্ষ ডলার অর্থ জমাতে পেরেছিলেন।

আমেরিকান পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন (এফ.বি.আই.) ভালভাবেই জানত যেক্র্যামার খুব বড় জাতের অপরাধী,দস্যু সম্রাট এবং দেশের বৃহত্তম কয়েকটি ব্যাংক ডাকাতির পেছনেও তার হাত আছে।তবু তারা কিছুতেই তার কোনো অপরাধ প্রমাণ করতে পারেনি। ফ্র্যামারের আশ্চর্য চাতুরী ও লুকাসের অসাধারণ আইনের প্যাঁচের সামনে তারা দাঁড়াতে পারেনি।

ক্র্যামার পঞ্চান্ন বছর পূর্ণ হবার পর অবসর নিতে হবে ভাবলেন। দস্যুদলের নায়কের পক্ষে অবসর গ্রহণ করা সহজ কাজ নয়। সাধারণতঃ দলপতির দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলেই দলের আরেকজন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায় আর সেখানেই দলপতির শেষ। কিন্তু ক্র্যামার বুদ্ধি করে ষাট লক্ষ ডলার আগেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলেছিলেন। তার থেকে কুড়ি লক্ষ ডলার ভবিষ্যত জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে খরচ করতে হল। এই কুড়ি লক্ষ ডলার তার দলত্যাগের পথ এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করল যে, তিনি সত্যিই শেষ পর্যন্ত আরামে ও নিরাপদে লোকচক্ষুর আড়ালে সরে যেতে পারলেন। খুব কম দস্যসম্রাটই একাজে সফল হয়েছেন।

লুকাসের হাতে বাকী চল্লিশ লক্ষ ডলার ঠিকমত খাটাবার জন্য দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন। লস্ অ্যাঞ্জেলস থেকে অল্পদূরে প্যারাডাইস শহরে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনে ক্র্যামার অবসর জীবন শুরু করলেন।

হেলেন ডোর্সকে তিনি দস্যুবৃত্তি করবার সময়েই বিয়ে করেছিলেন। সে তখন একটি নাইট ক্লাবে গান গাইতো।–সোনালী চুল। বড় বড় চোখ। বয়সের চেয়ে একটু বেশী বড় দেখাত। ক্র্যামারকে ভালবেসে সে তার সব কিছু মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু দস্যুবৃত্তি থেকে বেরিয়ে ক্র্যামার নিজেকে একজন অতি অমায়িক ভদ্রলোক হিসেবে প্রমাণিত করলেন। চমৎকার গল খেলতে পারতেন। ব্রিজ খেলার হাতও ভাল, মদও খেতেন। প্যারাডাইস শহরের উচ্চবিত্ত সমাজ তাকে সহজে মেনে নিল। তারা অবশ্য জানত তিনি একজন পয়সাওয়ালা-অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী। হেলেনও এ সমাজে সহজেই মিশে গেল। একটু মোটা হয়েছে এবং রংটা ফ্যাকাশে হয়েছে কিন্তু সেই উচ্ছল–সুরেলা গলার কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও সে পিয়ানোর সামনে বসে মুখে মুখে মজার মজার গান তৈরী করে গাইতে পারে। ক্লাবের আসর যখন এক একদিন ঝিমিয়ে আসে সে সময়ে হেলেনের গান কৌতুকের সৃষ্টি করত।

হেলেন যখন লস্ অ্যাঞ্জেলসে বাজার করতে যেত, বৃষ্টির জন্য গল খেলা বন্ধ। সেই সময় ক্র্যামার বাড়িতে একলা পড়ে যেতেন। তখন তার মন পুরনো দিনের তীব্র উত্তেজনায় ভরা দিনগুলোর জন্য আনচান করত। তখন ছেড়ে আসা বিশাল ক্ষমতার জন্য তার আপসোস হত। কিন্তু তিনি সেই চিন্তাকে আমল দিতেন না। অপরাধ জীবন থেকে কোনো কলংকের ছাপনা নিয়ে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। এফ. বি. আই. (ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) তাকে ছুঁতে পারেনি। সলি লুকাস তার টাকা খাঁটিয়ে নিয়মিত মোটা টাকা এনে দিচ্ছে। ক্র্যামার দস্যুজীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান ভাবেন।

ক্র্যামার মনে মনে অনেক সময় দুর্দান্ত সব ডাকাতি অপহরণ বা ব্যাংক লুঠের কথা ভাবতেন। এতে যে শুধু সময় কাটত তা নয় এগুলো তার কাছে দাবার ধাঁধার মতোই আকর্ষণীয় ছিল। তিনি কল্পনার চোখে দেখতেন মাত্র পাঁচজন তোক কী করে লস্

এ্যাঞ্জেলসের চেস্ ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতর ঢুকে দশ লক্ষ ডলার নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। হয়তো এক বর্ষণ ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে হেলেন একটি গানের সুর ভাজছে আর ক্র্যামার বসে বসে ভাবছেন কী করে টেক্সাস প্রদেশের এক কোটীপতির কন্যাকে অপহরণ করে কয়েক লক্ষ ডলার মুক্তিপণ রাখা যায়। এই সমস্ত ভাবনাগুলি তার ভাল লাগত। একবারও তিনি হেলেনকে এই সব ষড়যন্ত্রের কথা কিছু বলেন নি।

যেদিন সকালবেলা সলি লুকাস আত্মহত্যা করল, সেই সকালেই ক্র্যামার চমৎকার একদান গলফ খেলা শেষ করে তার পার্টনারের সঙ্গে ক্লাবের বারে ঢুকছিলেন। তাঁরা দুগেলাস জিন্ এর অর্ডার দিলেন।

ক্র্যামার পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানীয়ের গেলাসটি শেষ করে নামিয়ে রাখলেন। এমন সময় বার ম্যান তাকে বলল, আপনার একটা ফোন আছে, মিঃ ক্র্যামার, লস্ অ্যাঞ্জেলস্ থেকে।

ক্র্যামার টেলিফোন বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সলি লুকাসের বড় কেরানী এবং বন্ধু জ্যাকবস তাকে কর্কশ গলায় খবরটা জানাল।

আত্মহত্যা করেছে?

তিনি গত তিরিশ বছর ধরে সলি লুকাসকে চেনেন। তাকে তিনি এক সুচতুর আইনজীবি বলে জানতেন। জানতেন যে টাকা রোজগারের তার এক সহজাত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এও ঠিক যে মেয়েদের ব্যাপারে লুকাস কোনদিন মাথা ঠিক রাখতে পারত না। আর ফাটকা বাজীতে সে ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া। শেষ কপর্দকটি শেষ না হয়ে গেলে

লুকাস কখনো আত্মহত্যা করত না। ক্র্যামারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঠাণ্ডা ঘাম ফুটে উঠল। তার চল্লিশ লক্ষ ডলারের পরিণাম সম্পর্কে আতংকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

এক নাগাড়ে দুহপ্তা ঘোরাঘুরি করে তিনি সলি লুকাসের আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বার করলেন। বোঝা গেল সলির চারজন বড় মক্কেল ছিল-ক্র্যামার তাদের একজন। এরা প্রত্যেকেই তার কাছে বিরাট অংকের টাকা জমা রেখেছিলেন। সমস্ত টাকা লুকাস নিজের কাজে লাগিয়েছিল। হয়ত তাঁর ভাগ্য খারাপ ছিল কিংবা হয়ত ঠিকমত ফাটকাবাজি করবার বয়স তার চলে গিয়েছিল। যে কারণেই হোক, তার প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল। সুতরাং আরো বেশী করে টাকা ঢেলে অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করল। জমি, বাড়ি ও শেয়ারের ফাটকাবাজী ক্রমশঃ তাকে এক অন্তহীন খাদের গভীরে টেনে নিয়ে গেল। শেষ আশাটুকু যখন ধ্বসে গেল, তখন তার মক্কেলদের জমা দেয়া পুরো নব্বই লক্ষ ডলার অদৃশ্য হয়েছে। ক্র্যামারের চল্লিশ লক্ষ ডলারও তার মধ্যে ছিল। লুকাস ক্র্যামারকে চিনত, সে কখনো তাকে ক্ষমা করবে না। তাই নিজেকেই শেষ করে দিল সে।

তিরিশ বছরের বিশ্বস্ত সহচর ও বন্ধু লুকাস যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে চরম দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়ে গেছে এটা উপলব্ধি করতে তার কিছু সময় লাগল। ব্যাংকের পাঁচ হাজার ডলার বাদে তার সমস্ত শেয়ার, সমস্ত বণ্ড, এমন কি সেফ ডিপোজিটে রাখা টাকাটাও লুকাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লুকাসের বিশাল বিলাসবহুল অফিসের ভেতর এবং জ্যাকবসের সামনে তিনি বসেছিলেন? জ্যাকবসলম্বা, রোগা চেহারার,শান্তভঙ্গিতে জ্যাকবসবলছিল,এই হল ব্যাপার। মিঃ ক্র্যামার।আমি দুঃখিত।কর্তা যেকীকরছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল

না। ক্ষতি আপনার একলার হয়নি, প্রায় নব্বই লক্ষ ডলার হারিয়ে ভদ্রলোকের মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়।

ক্র্যামার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন, জীবনে প্রথম নিজেকে বৃদ্ধ বলে মনে হল।

তিনি বললেন, আমার নাম যেন না বেরোয়, এবং কেউ যেন জানতে না পারে যে আমার একটি পয়সাও গেছে বুঝতে পেরেছ? খবরের কাগজের লোকেরা যদি আমায় এসে ধরে, আমি তোমায় ধরব!

ক্র্যামার এসে গাড়ীতে বসে চুপচাপকিছুক্ষণ ভাবলেন, চোখের ওপর ভাসছে কেবল অন্ধকার। দারিদ্রে ভরা ভবিষ্যত। হেলেনকে এক্ষুনি খবরটা জানাবেন না। কিন্তু এবার তিনি কি করবেন? সংসার চলবে কি করে? অর্ডার দেওয়া নতুন ক্যাডিলাক গাড়ীটার কথা মনে পড়ল। হেলেনকে জন্মদিনে একটা ফারের স্টোল উপহার দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। দূরপ্রাচ্য সফরের জন্য এক বিলাসবহুল জাহাজের একটি কামরা রিজার্ভ করা আছে। তার টাকা দেওয়া হয়নি। এই সব খরচ মেটাতে গেলে ব্যাংকের সামান্য পাঁচ হাজার ডলার এক হপ্তার মধ্যে উড়ে যাবে।

ক্র্যামার সিগার ধরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ধীর গতিতে প্যারাডাইসে চললেন। যেতে যেতে ভাবলেন–কিছু একটা করতে হবে।

ঠিক আছে, সজোরে মুখের সিগারটাকে চিবোতে চিবোতে তিনি মনে মনে বললেন, নতুন করে টাকা রোজগারের বয়েস তো এখনও যায়নি। কিন্তু কী করে? ষাট বছর বয়সে চল্লিশ লক্ষ ডলার উপার্জন করা তো মুখের কথা নয়–যদি

তিনি বাড়িতে পৌঁছে দেখেন হেলেন বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ক্র্যামার ঢুকতেই সে বলল, জানতে পারলে কিছু? সে কেন আত্মহত্যা করল?

দেনার দায়ে, ওপর চালাকি করতে গিয়েছিল-সবাই যে ভুলটা করে। তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমার কিছু ভাববার আছে।

টাকা রোজগারের ব্যাপারে হেলেন সলি লুকাসকে যাদুকর বলে জানত, তুমি বলতে চাও সলি শেষে ফতুর হয়ে গিয়েছিল?

ঠিক তাই, স্রেফ ফতুর।

হেলেন বলল, তা আমাদের কাছে এল না কেন? আমরা তাকে সাহায্য করতে পারতাম। বেচারা সলি! কেন এল না আমাদের কাছে?

ক্র্যামার মুখ কালো করে বললেন, বেরোবে তুমি? আমার কাজকর্ম আছে।

ভাবছি শহরের দিকে যাব–সেই ফারের স্টোলটাকে পছন্দ করে আসব।

দামী স্টোল কেনবার সময় এটা নয়। কিন্তু তিনি হেলেনকে কথা দিয়েছেন। পরে অবস্থা বুঝে অর্ডারটা না হয় বাতিল করা যাবে। হেলেনের হাতে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, বেরিয়ে পড়ো। তাড়াতাড়ি ফিরবে। তারপর পড়বার ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরে অজস্র বই। একটা ডেস্ক ও কয়েকটা বড় চেয়ার। জানালার ওপারে গোলাপের বাগান।

ক্র্যামার দরজা বন্ধ করে একটা সিগার ধরিয়ে ডেস্কের সামনে বসলেন। টু-সীটার জাগুয়ার চড়ে হেলেনের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পেলেন। হেলেনের ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক দেরী।এর মধ্যেই কিছু একটা করতে হবে। বাড়িতে দুজন নিগ্রো চাকর আছে কিন্তু তারা বিরক্ত করতে আসবে না। ক্র্যামার স্থির হয়ে বসে, ঘড়ির কাঁটা দুরে চলল। তার অসামান্য অপরাধ প্রতিভা তন্ন তন্ন করে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিভাবে তিনি তার হারানো সম্পদ ফিরে পাবেন।

প্রায় একঘণ্টা ভাবার পরে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের ছাঁটা লন ও গোলাপের ঝাড়ের দিকে তাকালেন। ফিরে এসে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা সভা ফাইল বার করলেন। ফাইল খুলে কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং-এর ওপর চোখ বোলালেন। তার মুখ গভীর চিন্তায় থমথমে হয়ে উঠল। শেষে ফাইল বন্ধ করে দুয়ারে রেখে দিলেন।

তিনি নিঃশব্দে গিয়ে দরজা ফাঁক করে কান পাতলেন। রান্নাঘর থেকে দুই চাকরের মৃদু কণ্ঠস্বর। দরজা বন্ধ করে এসে ওপরের ডানদিকের ড্রয়ার হাতড়িয়ে একটা ছোেট, কোঁচকানো ঠিকানার বই বার করলেন। বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত যে টেলিফোন নাম্বারটা খুঁজছিলেন সেটা পেয়ে গেলেন। ফোনে তুলে অপারেটরকে বললেন স্যানফ্রান্সিসকোতে একটা ফোন করতে চান। ঠিকানা বই থেকে নম্বরটা পড়ে শোনালেন। অপারেটর মেয়েটি বলল ক্ষিণের মধ্যেই জানাব।

অনেকক্ষণ বাদে সেই নম্বরটা অপারেটর ধরে দিলেন; নম্বর পাওয়া গেছে। তবে বদলে গিয়েছিল নম্বরটা। ক্র্যামার ধরলেন।

হ্যালো? কে কথা বলছেন?

আমি মো জেগেটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লোকটি বলল, কথা বলছি। আপনি কে? ক্র্যামার বললেন, তোমার গলা চিনতে পারিনি। মো, অনেকদিন হল-সাত বছর তাই না?

কে আপনি?

কে বলে মনে হয় তোমার? অনেকদিন দেখা হয়নি মো। কেমন আছ?

জিম? হে ঈশ্বর! জিম তুমি?

মো জেগেটি বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, বিগ জিম ক্র্যামার তার সঙ্গে কথা বলছে। স্বয়ং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফোন করলেও সে এতটা অবাক হোত না।

মো দীর্ঘ পনেরো বছর ক্র্যামারের ডানহাত হিসেবে কাজ করেছে। ক্র্যামার পরিচালিত অন্ততঃ বিশটি বড় ব্যাংক লুঠের নায়ক ছিল সে। সেই পনের বছর পুলিশ এবং অপরাধী মহলা মো-কে দস্যুবৃত্তির সবচেয়ে দক্ষ শিল্পী বলে জানত। জটিলতম লোহার সিন্দুক সে চোখের পলকে খুলতে পারত। পাকা হাতে পকেট মারতে পারত। টাকা জাল করত। চোর ধরার সবচেয়ে নিখুঁত ফাঁদ তছনছ করে দিতে পারত, ডাকাতির পর ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে উধাও হোত। কিন্তু এত দক্ষতা সত্ত্বেও পরিচালনার ক্ষমতা একেবারে ছিল না। একটা ডাকাতির প্ল্যান পুরো ছক কেটে সাজিয়ে দিলে সে অনায়াসে কাজ সেরে

আসতে পারত। কিন্তু তার নিজের ওপর প্ল্যান করবার দায়িত্ব এলেই সে একেবারে জলে পড়ত।

ক্র্যামার অবসর নেবার পর সে এই তথ্যটা আবিষ্কার করলা। মো নিজে মতলব এঁটে একটা ছোটখাট ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে স্যান কোয়েন্টিন-এর জেলে দীর্ঘ ছটি বছর কাটাতে হল। পুলিশ ভাল করেই জানত যে অনেকগুলি অসাধারণ ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে সে জড়িত ছিল। কারারক্ষীরাও সে খবর পেয়েছিল। ফলে তারা মোর ওপর জঘন্য অত্যাচার চালাল।

মো জেল থেকে বেরিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে। তখন তার বয়েস আটচল্লিশ। জেলের অমানুষিক প্রহারে একটা কিডনি একেবারে জখম হয়ে গেছে। ছবছর আগে যে দক্ষতম দস্যু বলে পরিচিত ছিল, আজ তার ছায়ামাত্র নেই।

সে দস্যু জীবনে প্রচুর রোজগার করেছিল। কিন্তু দুহাতে খরচ করে আর বেপরোয়া জুয়া খেলে কাটিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে তার হাতে একটি পয়সাও নেই। কিন্তু আশ্রয় পাবার মত একটা জায়গা ছিল–তার মা।

বিশালকায়া একদা সুন্দরী ডল জেগেটির বয়স এখন বাহাত্তর। স্যানফ্রান্সিসকোর দুটি উঁচুদরের গনিকালয়ের মালিক তিনি। ছেলে তাকে যতটা ভালবাসত তার কাছে ছেলেও ততটা প্রিয় ছিল। জেল থেকে বেরিয়ে মো যখন তার কাছে এল, ছেলের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। বুঝতে পারলেন যে তার সমস্ত কর্মক্ষমতা ও স্নায়ু

ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আবার নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হলে সেবা শুশ্রূষা করা দরকার।

তিনি বসবাসের জন্য একটা তিন-ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। সে আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার পাশে একটি চেয়ারে বসে থাকত আর বন্দরে জাহাজদের যাওয়া আসা দেখত। আবার ডাকাতি করবার চিন্তা পর্যন্ত তার মাথায় এলে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

আঠারো মাস তার এভাবে কেটে গেল। প্রায়ই ক্র্যামারের কথা মনে পড়ে। ক্র্যামার তার উপাস্য দেবতা ছিলেন। তিনি যে সময় মত দস্যুবৃত্তি ছেড়ে চল্লিশ লাখ ডলার নিয়ে সরে পড়েছেন এজন্য সে তাকে প্রশংসার চোখে দেখত। তার প্রাক্তন দলপতি যে কিছু করে তার সহায়তা করতে পারেন, এ চিন্তাই তার মাথায় আসেনি।

ডলের ভাগ্যে তারপর বিপর্যয় নেমে এল। আঞ্চলিক পুলিশের অপরাধ বিভাগীয় প্রধান ক্যাপ্টেন ও-হার্ডি অবসর নিলেন।ক্যাপটেনক্যাপশ এলেন তার জায়গায়।রোগা,কড়া মেজাজের মানুষ এবং এক গোঁড়া ধর্মসম্প্রদায়ের সভ্য। গণিকা বৃত্তিকে তিনি ঘৃণা করেন আর কখনো তিনি ঘুষ নিতেননা। কাজে লাগবার তিন সপ্তার মধ্যে তিনি ডলের দুটি গণিকালয়ই বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানকার অধিকাংশ গণিকাকে গ্রেপ্তার করলেন। রাতারাতি ডলের সমস্ত উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল, তার ওপর এসে জুটল অজস্র দেনার দায়। এই বিরাট আঘাত তাকে পঙ্গু করে দিল। এখন তিনি হাসপাতালে। কী সব বিচিত্র চিকিৎসা চলছে তার উপর। মোর কাছে সবই এক রহস্যময় প্রহেলিকা।

ডলের মাসোহারা বন্ধ হয়ে যেতে মো বিপদে পড়ল। সে ফ্ল্যাট ছেড়ে বন্দরের কাছে এক নোংরা বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে চাকরী খুঁজল। অধিকাংশ জামাকাপড় ও জিনিষপত্র বেচে ফেলল। তারপর খাবার জোটা মুশকিল হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত একইটালীয়ান রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ পেল। একটা মাত্র সে কাজের কাজ করেছিল–স্যানফ্রান্সিসকোর টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে তার ফোন নম্বর পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। এই জন্যেই সেদিন ক্র্যামার তাকে ধরতে পেরেছিল।

অতিকষ্টে উত্তেজনা চেপে সে বলল, বিগ জিম! আবার যে তোমার গলা শুনতে পাব এ আমি ভাবতেও পারিনি।

ক্র্যামারের পরিচিত সেই উদাত্ত হাসি, কেমন আছ, মো? কাজকর্ম কেমন চলছে-ভালো

মো তাকাল তেল চটচটে টেবিলে ঠাসা রেস্তোরাঁটার দিকে পড়ে, থাকা রাশিকৃত এঁটো । বাসনগুলোর দিকে, যেগুলো তাকে ধুতে হবে।

সে মিথ্যে কথা বলল, ভালই আছি। জিমকে সে জানে, একবার যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে তিনি কখনও বিশ্বাস করেন না। সে রেস্তোরাঁর মালিক ফ্রান্সিওলির দিকে তাকাল, লোকটা একমনে টাকা গুণছে। তারপর নীচু গলায় বলল, এখন আমি নিজে ব্যবসা আরম্ভ করেছি...ভালই চলছে।

ক্র্যামার বললেন, খুব ভাল, শোনো মো, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। একটা কাজ হাতে এসেছে–তোমার আগ্রহ থাকতে পারে। প্রচুর টাকার ব্যাপার। তোমার ভাগে আড়াই লাখ ডলারের মত পড়তে পারে। আসবে নাকি তুমি?

মো বলে, ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। লাইনে কিছু গোলমাল আছে বোধহয়। কি বললে যেন তুমি?

আমি বললাম যে বড় একটা কাজ হাতে এসেছে। তোমার ভাগে আড়াই লাখ পড়তে পারে।

মো চোখ বুজতেই জেলখানার সেই ভয়ংকর মারের স্মৃতি মনে পড়ল, তার সর্বাঙ্গ ভয়ে কেঁপে উঠল।

হ্যালো? শুনতে পাচ্ছে না মো?

নিশ্চয়–শুনে তো ভালই লাগলো। কিন্তু কাজটা ঠিক কি, জিম?

সে সব কথা তো আর টেলিফোনে বলা যায় না।

ক্র্যামারের গলা ধারালো শোনাল। তোমার এখানে আসতে হবে। তখন কথা হবে। আমি প্যারাডাইস শহরে আছি। কবে তুমি আসতে পারবে?

করুণ দৃষ্টিতে নিজের পোশাকের দিকে তাকাল, অন্য স্যুটটারও একই অবস্থা। প্যারাডাইস শহরে যাবার ভাড়া কুড়ি ডলার তার কাছে নেই। রেস্তোরাঁর কাজে কোন ছুটি নেই। কিন্তু তবুও রোমাঞ্চ, বিগ, জিম–আড়াই লক্ষ ডলার। বিগ জিম কখনও তাকে ভুল রাস্তা দেখান নি।

মো গলা নীচু করে বলল, শনিবার নাগাদ যেতে পারি। এখন কাজের চাপ বড় বেশী।

আজ কি বার। মঙ্গলবার? কাজটা জরুরী মো, আরো আগে আসা চাই। তুমি বৃহস্পতিবার এসো। পারবে বৃহস্পতিবার আসতে?

তা তুমি যখন বলছ। ঠিক আছে জিম। বৃহস্পতিবারেই পৌঁছব।

সে বুঝতে পারল ফ্রাঙ্গিওলি তাঁর কথা শুনে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ক্র্যামার বললেন, প্লেনে করে চলে এসো। আমি এয়ার পোর্টে থাকব। পৌনে বারটায় একটা প্লেন আছে। তোমায় গাড়ীতে করে আমি বাড়ি নিয়ে আসব। এখানেই লাঞ্চ সারা যাবে। ঠিক আছে?

তাহলে চাকরীটা ছাড়তে হবে। কিন্তু আবার বিগ জিমের সঙ্গে সে কাজ করতে পারবে।

আসবো আমি।

চমৎকার–আবার দেখা হবে মো বলে ক্র্যামার ফোন ছেড়ে দিলেন।

ফ্রাঙ্গিওলি তার সামনে এসে বলল, ব্যাপারটা কি? কোথাও যাবার মতলব করছ নাকি?

নোংরা অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে মো বলে, কিছু না এক মাতাল ব্যাটা ফোন করছিল। অনেকদিন আগে একবার আলাপ হয়েছিল। লোকটার মাথায় ছিট আছে।

ফ্রান্সিওলি সন্দিগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকাল। সে গেলাস ধুতে চলে গেল।

মোর কাছে বাকী দিনটুকু খুব দীর্ঘ বলে মনে হল। আড়াই লক্ষ ডলার কথাটায় যাদু আছে।

মো চারটে নাগাদ নিজের ঘরে ফিরে এল। দুঘণ্টার মধ্যে আর রেস্তোরাঁয় যেতে হবে না। চটচটে জামাকাপড়গুলো খুলে স্নান করে নিল। মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর ইলেকট্রিক রেজার বুলিয়ে নিল। তারপর একটা পরিষ্কার শার্ট ও সুট পরে এক দৌড়ে চারসিঁড়ি পেরিয়ে রাজপথে নেমে এল। বাসস্টপে এসে থামল। পথে ঘোট একগোছা ভায়োলেট ফুল নিয়েছিল। রোজ সে এই ফুল কেনে ডলের জন্য। এটা মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ফুল।

সে হাসপাতালে এসে সেই দীর্ঘ বিষণ্ণ ঘরটিতে উপস্থিত হল। ঘরভর্তি অজস্র বৃদ্ধা–কেউ অসুস্থ, কেউ বা মৃত্যুপথযাত্রী। মায়ের বিছানায় পৌঁছনো অবধি প্রতিটি বৃদ্ধার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ রইল।

মো যতবার এখানে আসে মাকে দেখে চমকে উঠে, কেমন যেন কুঁকড়ে ঘোট হয়ে যাচ্ছেন। বিবর্ণ সাদা মুখ, ঠোঁটের দুপাশে যন্ত্রণার গভীর রেখা। আর এই প্রথম তার চোখে যেন ফুটে উঠছে পরাজয়ের পূর্বাভাস।

মার পাশে বসে হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে। ডল বললেন, তিনি বেশ ভালো আছেন। ভাববার কিছু নেই। হপ্তাদুয়েকের মধ্যে তিনি হাঁটা চলা করতে পারবেন তখন দেখা যাবে ক্যাপ্টেন ক্যাপশকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায়।

সে আস্তে আস্তে মাকে বলল, ক্র্যামারের টেলিফোনের কথা। ব্যাপারটা কি আমি জানি না। তবে বিগ জিমকে তো তুমি জানোতার কথা শুনে কোনদিন আমি ঠকিনি।

খবরটা শোনামাত্র তার বাম অঙ্গের তীব্র যন্ত্রণাটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিগ জিমকে তিনি চিরকাল সম্ভ্রমের চোখে দেখেছেন। অনেকবার তিনি ডলের বাড়িতে এসেছেন। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এক তুমুল সন্ধ্যা কাটিয়ে যাবার আগে ডলের সঙ্গে বসে আধ বোতল স্কচ হুইস্কি শেষ করে বিদায় নিতেন। পুরুষ বটে একজন। ধূর্ত, বুদ্ধিমান ও চটপটে। আজ তার দরকার ডলের ছেলেকে।

তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো মো। বিগ জিম কখনও ভুল করে না। আড়াই লাখ ডলার। একবার ভেবে দ্যাখো।

হ্যাঁ, বিগ জিম নিজে যখন বলেছে, তখন কথাটা ভাওতা নয়। কিন্তু মা, এই চেহারা নিয়ে তো আর যেতে পারি না। জিম বলল প্লেনে করে চলে আসতে। আমার কাছে একদম টাকা নেই। আমি তাকে বললাম যে ভালই রোজগার করছি। আমার নিজের একটা রেস্তোরাঁ আছে। তুমি তো জানো জিমের মতিগতি। আমাদের দুরবস্থার কথা তাকে বলা সম্ভব ছিল না।

মো ঠিকই করেছে বুঝে বললেন, আমার কাছে টাকা আছে মো। তুমি যখন যাচ্ছ, তখন বেশ স্টাইলের সঙ্গেই যাওয়া দরকার। বিছানার পাশে ছোট আলমারী থেকে একটা কালো কুমীরের চামড়ার ব্যাগ বের করে তার থেকে একটা খাম বের করে মো কে দিলেন। টাকাটা নাও, মো। ভালো একটা সেট কিনো। পায়জামা শার্ট আর টুকিটাকি

অনেক জিনিষপত্র লাগবে। ভাল চেহারার একটা সুটকেসও নিও। বিগ জিম এসব খুঁটিনাটি খুব লক্ষ্য করে।

দশখানা একশো ডলারের নোট দেখে, বিস্ফারিত চোখে সে বলল, একী কাণ্ড, মা! এত টাকা কোত্থেকে এলো?

হেসে ডল বললেন, টাকাটা আমার কাছেই ছিল। এটা আমার জরুরী দরকারের জন্য জমিয়ে রেখেছিলাম, মো। এ টাকা এখন তোমার। সাবধানে খরচ কোরো। আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই।

কিন্তু এ টাকা তোমার লাগবে মা! এ আমি নিতে পারব না। সেরে উঠতে হলে তোমার এখন শেষ পয়সাটা পর্যন্ত দরকার।

হাতটা চেপে ধরে ডল বললেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তুই আড়াই লাখ ডলার পাবি, বোকা। জিমের সঙ্গে একবার দেখা করলে আমাদের আর কোনদিন অভাব থাকবে না। নিয়ে নে টাকাটা।

টাকার খামটা নিয়ে মো গেল রেস্তোরাঁয়। ফ্রাঙ্গিওলিকে বলল যে সে আর চাকরী করবে না। ফ্রাঙ্গিওলি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল যে, ওয়েটার আজকাল পয়সায় এক ডজন করে পাওয়া যায়। মো যাবার সময় সে করমর্দন করল না বলে মোর মনটা একটু খারাপ হল।

বুধবারটা কেটে গেল জিনিষপত্র কিনতে। তারপর ঘরে ফিরে নতুন সুটকেশে সবকিছু গুছিয়ে রাখল। ইতিমধ্যেই চুল কাটা ও নখের পরিচর্যা সেরে নিয়েছিল। নতুন সুট পরে সে আয়নায় নিজেকে প্রায় চিনতেই পারছিল না।

সে সুটকেশ হাতে নিয়ে হাসপাতালে গেল। কিন্তু ওয়ার্ডের নার্সটি জানাল যে আজ তার মায়ের সঙ্গে দেখা করা বারণ। তিনি একটু কষ্ট পাচ্ছেন, তাকে বিরক্ত না করাই ভাল।

অসহায় ভাবে সুঠাম, স্বর্ণকেশী নার্সটির দিকে তাকিয়ে এক তীব্র নিঃসঙ্গতা আর ভয় হৃদপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরল।

বোধ হয় খারাপ কিছু হয়নি, না? ভীতু গলায় প্রশ্ন করল সে।

অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীমায় বসে, বেল্টটা ঠিক করতে করতে মেয়েটি চলে গেল। যেন কিছুই নয় ব্যাপারটা।

মো ইতস্তুতঃকরে বাইরের দিকে পা বাড়াল। রাস্তায় এসে খেয়াল হল ভায়োলেটের গোছাটা। আবার ফিরে গেল ফুলওয়ালীর কাছে। ফুলগুলো দিল। বলল, মা ভালো নেই। কাল আবার নেব না হয়। তোমাকে দিয়েছি জানলে মা খুশী হবেন।

মোরে গিয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। একটু পরে অন্ধকার নেমে এল। কী করে প্রার্থনা করবে ভুলে গেল। শুধু, প্রিয় যীশু আমার মাকে দেখো, যত্ন নিও-সঙ্গে থেকো। মাকে আমার বড় দরকার।

বলতে পারল না সে এর চেয়ে বেশী কিছু। মো নীচে নেমে টেলিফোন ধরে হাসপাতালে ফোন করল।

এক মহিলা তাকে জানালেন যে, ডল একটু অস্বস্তিতে আছেন। মো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, কিন্তু জানতে পারল তাকে পাওয়া যাবে না।

সারা রাত্রিটা মো এক মদের আয় কাটাল। দুবোতল শেষ করে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সে মাতাল।

৩-৪. সকালে প্রাতঃরাশ

০৩.

ক্র্যামার বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃরাশ খাচ্ছিলেন। হেলেন সকালে কিছু খায় না। সে দ্বিতীয়বার ক্র্যামারের কফির পেয়ালা ভর্তি করে দিচ্ছিল। এমন সময় তিনি সহজ ভঙ্গিতে বললেন। আজ সকালের প্লেনে মো জেগেটি আসছে, ডার্লিং। এখানেই লাঞ্চ খাবে।

চমকে বলল, কে?

মো জেগেটি। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?

মানে সেই বদমাশটা? সবে জেল থেকে বেরিয়েছে, তাই না?

প্রায় দুবছর হলো বেরিয়েছে। বড় ভালো লোকটা। তুমি তো তাকে পছন্দ করতে হেলেন।

একটু বিবর্ণ হয়ে হেলেন বলল, কী চায় সে?

কিছুই না। সে এখন নিজের ব্যবসা চালাচ্ছে। গতকাল আমায় ফোন করেছিল। একটা কাজে প্যারাডইসশহরে আসছে। আমি এখানে আছি জেনে ভেবেছে একবার দেখা করে যাবে। অনেকদিন পরে আবার দেখা হবে। চমৎকার লোক।

তীব্র রাগে হেলেন বলল, ও স্রেফ একটা ডাকাত। জিম তুমি কথা দিয়েছিলে ঐ ডাকাতগুলোর আর ছায়া মাড়াবে না। আমাদের সামাজিক মর্যাদার কথা ভুললে চলবে না। কেউ যদি জানতে পারে যে একটা জেল ফেরৎ আসামী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

হয়েছে, হয়েছে, হেলেন, ঠাণ্ডা হও। মো আমাদের পুরোনো বন্ধু। একবার জেলে গিয়েছিল তো আমাদের কি? এখন সে ভদ্র জীবন-যাপন করছে আর নিজে ব্যবসা করছে।

হেলেন অনেকক্ষণ ধরে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কিসের ব্যবসা?

জানি না। দেখা হলে না হয় তুমিই জেনে নিও।

আমি ওকে দেখতে চাই না, আর ও এ বাড়িতে পা দিক তা-ও আমি চাই না। দেখ, জিম, পাঁচ বছর হল তুমি অপরাধী মহল থেকে সরে এসেছ, আর ফিরে যেতে চেষ্টা করো না।

ক্র্যামার মাংসের শেষ টুকরোটি মুখে পুরে প্লেট সরিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ধারালো স্বরে বললেন, আমি কী করব না করব সে বিষয়ে কারো উপদেশ শোনা আমার পছন্দ নয় হেলেন, তোমার উপদেশও না। তুমি তা জান, মাথা গরম কোরো না। জো এখানেই লাঞ্চ .. খাবে পুরনো বন্ধু হিসেবে। সে আমার বাড়ি আসছে সুতরাং শান্ত হও।

স্বামীর গম্ভীর-ধূসর চোখে আগুনের ঝলক হেলেন চিরকাল ভয় করে চলে। সে জানে তার বয়স কিছু কমছে না, রূপে ক্রমশঃ ভাটার টান ধরছে। ষাটের কোঠায় গিয়েও ক্র্যামার এ পর্যন্ত অন্য কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি দেননি। হেলেন উঠে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে জিম। আমি বরং ওর জন্য ভাল কিছু বেঁধে রাখব। আমার শুধু ভয় হয়েছিল যে সেই বিশ্রী পুরনো জীবনটা থেকে হঠাৎ একজন এখানে এসে পড়লে

ভয় পাবার কিছুই নেই। যাকগে, আমি এয়ারপোর্টে চললাম। আমরা দুজনে সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরব, তৈরী থেকো। হেলেনের গালে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে ক্র্যামার বেরিয়ে গেলেন।

হেলেন বসে পড়ল, মো জেগেটি। মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার কথা যখন মো জিমের ডানহাত ছিল। মানুষ হিসেবে মো কে খারাপ লাগত না। কিন্তু তার পরিচয়টা আজ ভয়াবহ, জেল ফেরৎ ডাকাত। তারা আজ প্যারাডাইস শহরে উচ্চবিত্ত মহলে জায়গা করে নিয়েছে। আর এখন কেউ যদি জানতে পারে যে মো তাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে! উঁহু, জিমের মাথায় কি অন্য কোন মতলব এসেছে?

.

এফ. বি. আই.-এর ইন্সপেক্টর জে ডেনিসন এবং স্পেশাল এজেন্ট টম হার্পার এয়ারপোর্টের লবিতে তাদের ওয়াশিংটন গামী প্লেনটির খবরের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এক বিশাল পেশীবহুল মানুষ ডেনিসন, মুখে বড় একজোড়া গোঁফ। মোটা নাকের পাশে তামাটে দাগ, বয়েস প্রায় আটচল্লিশ একজন সুদক্ষ, পরিশ্রমী পুলিশ অফিসার। প্যারাডাই শহরেই তার সদর দপ্তর। তার পাশে হার্পারকে বাচ্চা বলে মনে হচ্ছিল। ইন্সপেক্টরের চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট সে। রোগা, লম্বা চেহারার উন্নতিশীল যুবক। ডেনিসনের মত কড়া শিক্ষক পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, ছোকরা কাজকর্ম ভালই শিখছে। দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ইদানীং আবার হার্পার ডেনিসনের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য ঝুঁকেছে।

ডেনিসন হঠাৎ হার্পারের বাহুতে চাপ দিয়ে, কে এলো দ্যাখো একবার। ঐ যে ব্যাটা মোটকু এইমাত্র গেট দিয়ে ঢুকল।

হার্পার বেঁটে-মোটা মানুষটিকে দেখতে পেল। প্লেন থেকে নেমে লবিতে এসে ঢুকল। হার্পার চিনতে না পেরে সপ্রশ্ন চোখে কর্তার দিকে তাকাল।

ততক্ষণে ডেনিসন উঠে, তাড়াহুড়ো কোরো না। লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে।

তারা লোকটার পিছু নিল। গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল।

ডেনিসন বললেন, ঐ হল মো জেগেটি। মনে পড়ছে? ওর সঙ্গে মোলাকাত অবশ্য তোমার হয়নি–ওর সময়ে তুমি কাজে ঢোকনি। তবে ওর কীর্তিকলাপ নিশ্চয় শুনে থাকবে।

এই সেই জেগেটি! খুব শুনেছি ওর কথা। ক্র্যামারের স্যাঙাৎ। সে সময়ে গুণ্ডামহলের সবচেয়ে উঁদে ওস্তাদদের একজন ছিল। তারপর দুবছরের জন্যে জেলে গিয়ে আবার দুবছর হলো বেরিয়েছে। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ টাকাপয়সা করেছে। সুটটা চমৎকার।

এই সেই লোক। কিন্তু ব্যাটা এখানে কী মতলবে এসেছে?

ঐ দেখুন বাঁদিকে। ঐ যে ক্র্যামার স্বয়ং।

লাউড স্পীকারে শোনা গেল–ওয়াশিংটনের যাত্রীরা সকলে যেন এক্ষুনি পাঁচ নম্বর গেটে চলে আসেন।

পুলিশ অফিসার দুজন দেখল,ক্র্যামার হাত নেড়ে ইসারা করলেন এবং মো জেগেটি সেদিকে পা চালাল। তারপর অফিসার দুজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৫ নম্বর গেটের দিকে চলল।

চিন্তিতভাবে ডেনিসন বললেন, ক্র্যামার এবং জেগেটি–সেই অপরাজেয় জুটি। বিপদ বাঁধতে পারে।

হার্পার বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন ক্র্যামার আবার দস্যজীবনে ফিরে যাবে! ওর হাতে তো অঢেল টাকা আছে। এমন পাগলামি ও করবে না।

জানি না। অনেকবার ভেবেছি সলি লুকাস কেন আত্মহত্যা করল। সেই-ই ক্র্যামারের টাকাপয়সার দেখাশুনা করত। যাই হোক ওদের ওপর নজর রাখতে হবে। প্লেনে উঠেই এখানকার পুলিশদের সতর্ক করতে হবে। দীর্ঘ একুশ বছর আমি ক্র্যামারকে বাগে পাবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। যদি ও পুরনো জীবনে ফিরে আসে–সে সুযোগ আমি হাতছাড়া করবো না।

.

কেউ তাকে লক্ষ্য করছে সেটা মোবুঝতে পারেনি। দুজনে কাছাকাছি আসতেই দুজনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল, গত সাত বছরে অন্যজনের কতটুকু পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্র্যামারের তামাটে চেহারা এখনও তাজা আছে তবে সেই চঞ্চল তরতরে হাঁটার ভঙ্গীটা হারিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য জিমের বয়স এখন ষাট। ক্র্যামারের গায়ে কুচকুচে কালো সোয়েডের জ্যাকেট, বাদামী গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর মাথায় সাদা টুপি। দেখে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

মোর চেহারা আগের চেয়ে অনেক মোটা ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর ও শিথিল ভাব। আর ক্র্যামার লক্ষ্য করলেন তার চোখের অস্বচ্ছন্দ, ভীতু চাহনী এবং ঠোঁট জোড়ার নার্ভাস কাঁপুনি। তবে মো-র চোহারা যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। রোজগার ভালো না হলে, এমন উঁচুদরের পোশাক পরা যায় না।

মোর হাতে হাত মিলিয়ে ক্র্যামার বললেন, অনেকদিন পরে দেখা হল, কেমন আছ?

মো জানাল যে সে ভালই আছে এবং তার সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব খুশী হয়েছে। তারপর দুজনে ক্যাডিলাক গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেল।

মো মুগ্ধকণ্ঠে বলে, তোমার গাড়ী নাকি, জিম?

হ্যাঁ, তবে এবার এটা বেচে নতুন মডেল কিনছি। ঢোকো, হেলেন তোমার জন্যে স্পেশাল খাবার তৈরী করছে, দেরী হলে মজা দেখিয়ে দেবে।

যেতে যেতে মোর কাছে ডলের সব খবর জানলেন।

ক্র্যামার খুব বিচলিত হলেন। ডলকে তার খুব ভালো লাগতো। তিনি বললেন, ভালো হয়ে যাবেন। উনি যথেষ্ট শক্ত ধাতের মানুষ। অসুস্থতা সকলের জীবনেই আসে আবার ভাল হয়ে ওঠে। উনিও সেরে উঠবেন।

তিনি স্যান কোয়েন্টিনের সম্বন্ধে জানতে চাইলে মো দুই হাতে সজোরে মুষ্ঠিবদ্ধ করে, শক্ত, বোঁজা গলায় বলল,-অতি জঘন্য জায়গা–সে সময়টা খারাপ কেটেছে।

ক্র্যামার অতি অল্পের জন্য এই স্যান কোয়েন্টিন এর গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। এই জেলটা একটা দুঃস্বপ্নের রাজত্ব। তিনি বললেন, আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম। যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে ভেবো না। ব্যাপারটা চুকে গেছে।

নানান গল্পের মধ্যে কুড়ি মাইল রাস্তা কেটে গেল। কিন্তু ক্র্যামার যে কেন মো-কে ডেকেছেন, সে বিষয়ে কোন কথা হল না।

নির্বিঘ্নেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেল। খাওয়াটা বেশ ভারী হয়েছিল কিন্তু মো বুঝতে পারল, তার আসাটা হেলেনের ঠিক পছন্দ নয়। তার মন একটু খারাপ হয়ে গেল।

হেলেন সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করল এখন কি করছো।

মো বলল, তার একটা রেস্তোরাঁ আছে। রোজগার পত্র ভালই হচ্ছে।

তাহলে প্যারাডাইস শহরে এসেছ কি জন্যে?

ইতস্ততঃ করে মো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ক্র্যামার বললেন, ও আরো একটা • রেস্তোরাঁ খুঁজছে। চমৎকার মতলব। প্যারাডাইস শহরে একটা ভালো ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ হলে আমাদের সুবিধা হবে।

লাঞ্চ শেষ হলে হেলেন বলল যে সে শহরে যাচ্ছে আর সেখান থেকে ব্রির্জ ক্লাবে।

হেলেন চলে যাওয়ার পর ক্র্যামার বললেন, চলো মো, আমার পড়বার ঘরে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দুজনে পড়বার ঘরে ঢুকল। ক্র্যামারের বিরাট বাড়ি, বাগান, অজস্র দামী দামী আসবাব পত্র ও জাকজমক দেখে মোর মাথা ঘুরে গেল। এ ঘরে এসে বড় জানালা দিয়ে গোলাপের বাগিচা দেখতে দেখতে বলল, চমৎকার বাড়ি পেয়েছ জিম।

ক্র্যামার বসে এক বাক্স সিগার মোনর দিকে দিয়ে নিজেও একটি তুলে বললেন, মন্দ নয়। আচ্ছা সলি লুকাসকে তোমার মনে আছে?

নিশ্চয়। সে এখন কি করছে? এখনও কি তোমার হয়ে কাজ করছে?

হপ্তা দুয়েক আগে সে নিজেকে গুলি করেছে। কাজটা আমারই করবার কথা, কিন্তু তার আগেই নিজে সেরে ফেলেছে।

মো শিউরে তার দিকে তাকাল।

ক্র্যামার বলে চললেন, হ্যাঁ, আমার চল্লিশ লাখ ডলার উড়িয়ে দিয়েছে। এ কথা কিন্তু তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। হেলেনকেও আমি জানাতে চাই না। আমার কাছে এখন যে কটা পয়সা আছে, তোমার হাতে ডলারের সংখ্যা তার চেয়ে বেশিই হবে।

স্বয়ং বিগ জিমের কাছ থেকে চল্লিশ লাখ ডলার মারা! অবিশ্বাস্য, মো স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

ক্র্যামার বললেন, সুতরাং এখন আমার বেশ থোকে টাকা দরকার, কাজটা শক্ত নয়, কিন্তু তোমার সাহায্য চাই। আমরা দুজনে জুটি চিরকাল, কাজ করে এসেছি তাই প্রথমে তোমার কথাই মনে হলো। এখনও আমরা অনায়াসে বড় একটা কাজ হাসিল করতে পারি। আমার মাথায় একটা মতলব আছে.কাজটা ঠিকমত সারতে পারি টাকা আসতে পারে। পরিকল্পনা ও পরিচালনা সব আমিই করবো, তোমাকে দরকার, পাবার কিছু নেই, মো। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি একেবারে বিপদের সম্ভাবনা নেইবুঝতে পেরেছ? যদি

কোন গোলমালের আশংকা থাকতো আমি তোমাকে ডেকে পাঠাতাম না। স্যান কোয়েন্টিনে তোমার দিনগুলি যে কেমন কেটেছে সে আমি বুঝতে পারি। শোন–আমার সঙ্গে কাজ করলে ঐ জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। থাকলে, এই বয়সে আমি কখনও এ ব্যাপারে মাথা গলাতাম না আর তোমাকেও টেনে আনতাম না।

মো-র মন থেকে এবার ভয় সরে গেল। বিগ জিম যখন নিজে মুখে বলছেন যে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই তিনি আড়াই লক্ষ ডলার তার হাতে তুলে দেবেন তবে সত্যিই হবে। ক্র্যামারের ওপর অটল বিশ্বাস আছে তার। চোখে ঐ দৃষ্টি নিয়ে ক্র্যামার যদি কোনো কিছু করবার প্রতিজ্ঞা করেন সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করবেনই।

উৎসাহভরে মো প্রশ্ন করল, কাজটা কী বলল দেখি? ক্র্যা

মার বললেন, জন ভ্যান ওয়াইলির নাম শুনেছ কখনো?

মো হতভম্ব মুখে ঘাড় নাড়ল।

ভদ্রলোক একজন তৈলব্যবসায়ী। নিবাস টেক্রাস প্রদেশ। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবেনা কিন্তু সত্যি সত্যিই নাকি ভদ্রলোক একশ কোটি ডলারের বেশি সম্পত্তির মালিক।

একটা লোকের অত টাকা থাকতেই পারে না। একশ কোটি ডলার। কোত্থেকে পাবে অত টাকা?

গত শতাব্দীর শেষে ওঁর বাবা তেলের খনি আবিষ্কার করেছিলেন। টেক্রাসে তখন সবে লোকবসতি আরম্ভ হয়েছে। সে ভদ্রলোক জলের দরে একের পর এক জমি কিনেছিলেন। সে জমির যেখানেই গর্ত করেন, সেখানেই দেখেন তেল। জীবনে তিনি একটা শুকনো গর্ত খোড়েন নি–ভাবতে পারো। তিনি মারা যাবার পর তার ছেলে ব্যবসা নিল। বাবা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন জন ভ্যান ওয়াইলি নিপুণ হাতে তাকে দশগুণ করে ফেললেন। বিশ্বাস করো। আজ তার হাতে একশ কোটি ডলারের বেশি বৈ কম হবে না।

মো মুখের ঘাম মুছে বলল, এসব শোনা কথা, কোনদিন সত্যি বলে বিশ্বাস করিনি।

ক্র্যামার বললেন, বেশ কয়েক বছর যাবত আমি ভ্যানওয়াইলির ওপর নজর রাখছি। ভদ্রলোকের ব্যাপার-স্যাপার বড় অদ্ভুত। তিনি ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বারকরলেন, তার মধ্যে অজস্র খবরের কাগজের কাটিং আটকানো। এই প্রত্যেকটি কাটিং ভ্যান ওয়াইলির পরিবার সম্পর্কে। ওরা নিজেদের সম্বন্ধে যতটা জানেন আমি তার চেয়ে কিছু কম জানি না। মাঝে মাঝে আমি নিছক মজার জন্যেই নানান চুরি ডাকাতির প্ল্যান ভেবে ভেবে খাড়া করতাম। তখন জানতামনা যে একদিন সত্যি সত্যি এ পথে ফিরতে হবে। আমায় যখন ফিরেই আসতে হচ্ছে তখন সেই প্ল্যানগুলো যথেষ্ট কাজে লাগবে। ভ্যান ওয়াইলির স্ত্রী ক্যানসারে মারা গেছেন। একটি মাত্র মেয়ে, তার চেহারা ঠিক মায়ের মত। ভ্যান ওয়াইলির কাছে তার মেয়ের মত মূল্যবান কিছুই নেই।

ক্র্যামার কিছুক্ষণ তার জ্বলন্ত সিগারের দিকে তাকিয়ে বললেন, একজন মানুষ যা কিছু চাইতে পারে তার সবটুকু ভ্যান ওয়াইলির আছে। তার এত বেশি টাকা যে সবটা খরচ

করা অসম্ভব। তিনি যে কোনো জিনিষ যে কোনো দামে কিনতে পারেন কিন্তু নিজের মেয়ে এমন একটা জিনিষ যা কেনা যায় না।

মো পুরোটা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ক্র্যামারের মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠল, চোখ দুটো জ্বলছে। সুতরাং আমরা তার মেয়েকে চুরি করে এনে তার পকেট থেকে সুন্দর ও নিরাপদভাবে চল্লিশ লাখ ডলার নিতে পারি।

সর্বাঙ্গ শক্ত হল মোর। দুচোখ বিস্ফারিত করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, জিম! তুমি জানো আমাদের দেশে অপহরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড। শেষে কি গ্যাস চেম্বারে প্রাণ দিতে চাও?

তুমি কি ভেবেছ কথাটা আমি ভাবিনি? আমি তো বললাম, পুরো ব্যাপারটা সহজ, নিরাপদ আর সম্পূর্ণ-গোপন। ধরো ভ্যান ওয়াইলি তার মেয়েকে হারালেন, দুনিয়ায় একমাত্র যার জন্য তিনি পরোয়া করেন। চল্লিশ লাখ ডলার তার মত লোকের কাছে মুড়ি-মুড়কী। তোমার মেয়েকে কেউ যদি নিয়ে জানায় যে কুড়ি ডলার মুক্তিপণ দিলেই তুমি তাকে ফেরৎ পাবে, তুমি কি সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা দেবে না? তুমি কি পুলিশ ডাকতে যাবে? না, বরং টাকাটা দিয়ে দেবে। তিনি বিনা ঝামেলায় মেয়েকে ফেরত পাচ্ছেন। তার জন্য যে টাকা খরচ হচ্ছে তার মূল্য তার কাছে যতটুকু আমাদের কাছে কুড়িটা ডলারের দাম তার চেয়ে বেশি।

কিন্তু একবার মেয়েকে ফেরত পেলেই তিনি আমাদের পেছনে পুলিশ লাগাবেন। ওরকম লোক কখনও মুখ বুজে অতগুলো টাকার শোক হজম করবে না।

আমি তাকে পরিষ্কার সমঝিয়ে দেব যে কোনরকম শয়তানি করলে সুবিধে হবে না। মেয়ের ওপর যতই পাহারা বসান না কেন, একদিন না একদিন আমার দলের একজন বন্দুক হাতে তার কাছে পৌঁছবেই এবং সেইদিনই সব শেষ। আমি তাঁর মনে ভয় ঢুকিয়ে দেব, গণ্ডগোল করলেই মেয়েকে খতমকরবই। সেআজ হোক,কাল হোক,আরদুবছর পর হোক। তিনিও বুঝবেন যে একটা মেয়েকে সারাজীবনকড়া পাহারায়রাখা অসম্ভব। সুতরাং তিনিশ্চুপচাপ থাকবেন।

বেশ, চিরকাল তোমার কথায় বিশ্বাস করেছি। তুমি যখন বলছ, তাই হবে। আমায় কী করতে হবে?

তোমার ওপর সহজ কাজটার ভার দিচ্ছি। তুমি অপহরণ টুকুর ব্যবস্থা করবে–অবশ্য একলা নয়। আমাদের আরো দুজন লাগবে। দুজন কম বয়েসী, শক্ত সমর্থ, ডাকাবুকা ছোঁড়া আমাদের চাই। তাদের ভাগে পড়বে পাঁচ হাজার ডলার। তুমি নিশ্চয়ই দুয়েকটা ভালো ছোকরা যোগাড় করতে পারবে।

ক্র্যামারের মত মোরও বহুদিন অপরাধী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ নেই কিন্তু সে কথা বললে মহাবিপদ হবে। বিগ জিমকে মো চেনে। তার মুখ দেখে আড়াই লাখ ডলার দেবেন না। যতক্ষণ ঠিকঠাক কাজ হবে, ততক্ষণ তিনি কিছু বলবেন না। কিন্তু একটু অক্ষমতা দেখলেই পত্রপাঠ বিদায়।

হঠাৎ মোর মাথায় একটা কথা এলো, আমি দুজনকে চিনি, যারা এ কাজ করতে পারে। দুই ভাইবোন তাঁরা। নাম-ক্রেন। এ ব্যাপারে ওদের চেয়ে মানানসই বদমাশ পাওয়া মুস্কিল।

ক্র্যামার বললেন, কেন? কে তারা?

আমার নীচের ফ্ল্যাটে থাকে। ভীষণ বেপরোয়া। যমজ ভাইবোন। ভাইটা হল বীটনিক–নিজের দল আছে। ওদের বশে আনা শক্ত। কিন্তু প্রচুর সাহস আছে।

হেসে ক্র্যামার বললেন, ভেবো না, আমি ওদের ঠিক ম্যানেজ করে নেব। ওদের সম্বন্ধে আর কি জানো? কী করে ওরা?

কিছুই না। কোন দিন রোজগারের চেষ্টাও করেনি। বললাম যে–ভীষণ বেপরোয়া। ওদের বাবা ছিল এক বন্দুকবাজ। ছোটখাট দোকান আর নির্জন পেট্রল পাম্প লুঠ করে বেড়াত। একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে দেখে, তার বৌ অন্য লোকের সঙ্গে শুয়ে আছে। দুজনকেই গুলি করে শেষ করে। পনেরো বছরের জন্য তার জেল হল, কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতেই জেলের মধ্যে সে আত্মহতা করল।

ছোটবেলা থেকেই এই ভাইবোন চুরি করা শিখেছিল। ওদের মা ছিল দোকান বাজার থেকে জিনিষপত্র সরাতে সিদ্ধহস্ত। মাকে দেখতে দেখতে এরা দুজনে মায়ের চেয়েও পাকা চোর হয়ে উঠল। তারা দশ বছর বয়সে বাবা মাকে হারিয়ে অতি বন্য জীবন যাপন করছে। চুরি চামারি করে খাবার দাবার জোগাড় করে। পুলিশ এবং উপদেশদাতাদের সব সময় এড়িয়ে চলে। দুজনেই খুব চালাক-চতুর। সারাক্ষণ ব্ল্যাকমেলের ছুতো খোঁজে,

সুযোগ পেলেই কামড় বসায়। বোনটা সারাক্ষণ রূপ দেখিয়ে বেড়ায় আর কোনো বুদু ফাঁদে পা দিলেই ভাই এসে টুটি ধরে শেষ কানাকড়িটুকু কেড়ে নেয়। ছোঁড়াটা মহা-পোক্ত। আর একটা মেয়েকে দলে নেওয়ার মতলবটাও মন্দ নয়, অনেক কাজে লাগতে পারে।

কিছুক্ষণ ভেবে ক্র্যামার বললেন, আমি স্যানফ্রান্সিসকো গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে যদি ভাল লাগে তাহলে ওদের দলে নিয়ে নেব। ঠিক আছে?

আমি কথা বলে রাখব। এর পেছনে তুমি আছ শুনলেই ওরা ছুটে আসবে।

সে তো আসবেই। তবে কাজটা এখুনি ওদের কাছে ফাস কোরো না, মো। আমি আগে ওদের দেখতে চাই। জানিও যে, বিগ জিম ক্র্যামারের অধীনে কাজ করার একটা সুযোগ পেতে পারে।

.

একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে চিতা ক্রেন দাঁড়িয়েছিল। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে। সে লাল রং করা পুরুষ্ঠ ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে রাস্তার ওপারে গিজা ক্লাবের গেটের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে।

রাত তিনটে, এক্ষুনি খদ্দেররা বেরোবে তাদের একজন না একজন তাকে দেখে এ ফুটপাতে চলে আসবে।

মেয়েদের তুলনায় চিতা একটু লম্বা, চওড়া কাঁধ, উন্মুক্ত বক্ষদেশ পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, নিটোল নিতম্ব ও দীর্ঘ পা। তার পরনের কালো চামড়ার টাউজার্স তেলে চকচকে দেখাচ্ছে। গায়ে কালো চামড়ার সোয়েটার, তার পিঠের দিকে সাদা রঙের একটি ক্রেন মাছির ছবি আঁকা, যার প্রচলিত নাম হল ড্যাডী লংলেগস। ভাইবোনে সর্বদা এই ছবি আঁকা পোষাক পরে। এ এলাকার গুণ্ডাদের কাছে তাঁরা এজন্য লেদার জ্যাকেটস নামে পরিচিত–লেদার জ্যাকেট হল শস্যবিধ্বংসী ক্রেন মাছির বিষাক্ত লালার নাম।

চিতা তার খেয়ালমত তার কালো চুলকে সোনালী রঙে রাঙিয়ে নিত। চোয়ালের হাড় উঁচু, বড় বড় কালচে নীল চোখ আর সুঠাম নাক। তাকে সুন্দরী বলা যায় না কিন্তু তার সর্বাঙ্গে রয়েছে সুতীব্র–যৌন আবেদন। তার নষ্টামীও আদিম আকর্ষণে ভরা। দুই চোখ চুম্বকের মত মানুষকে টেনে আনে। সে তাঁর ভাইয়ের মতই নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী ও হিংস্র। দুই ক্রেন ভাইবোনের মধ্যে কোনো ভালো জিনিস পাওয়া দুঃসাধ্য। এরা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী, অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক, চরম স্বার্থপর। পরস্পরের প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা, তারা দুজনে এক চেহারার যমজ, তাদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি বাঁধত কিন্তু কেউ অসুস্থ বা বিপদগ্রস্ত হলে তখন অন্যজন সর্বদা এগিয়ে আসত। পরস্পরকে তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত। তারা একসঙ্গে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উপভোগ করত। তাদের মধ্যে একজন একটা টাকা রোজগার করলে স্বভাবতঃই অন্যজন তার আট আনার মালিক-এর ব্যতিক্রম কল্পনাতীত।

একটা অন্ধকার গলিতে রাস্তার ওপারে তার ভাই রিফ ক্রেন গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোনের চেয়ে সে কয়েক ইঞ্চি লম্বা। বোনেরই মত তার চওড়া–চোয়াল আর উজ্জ্বল কালো চোখ, ছছটেবেলায় মারামারি করতে গিয়ে একবার তার নাক ভেঙেছিল।

কয়েক মাস আগে জনৈক শত্রু বাগে পেয়ে তার ডানদিকের চোখ থেকে চোয়ালের নীচ পর্যন্ত ধারালো ক্ষুর দিয়ে চিরে দিয়েছিল। মুখের এই দুটি ক্ষতের জন্য তাকে আরও হিংস্র ও ভয়াবহ দেখায়। ক্ষুরধারীশত্রুটির তারাযথাসময়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। আজ স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া লোকটির এক পা চলবার সামর্থ্য নেই–মাথায় অজস্র বুটের আঘাত পেয়ে তার মস্তিষ্ক চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে, দৃষ্টিশক্তিও নেই বললেই চলে। রিফ আর চিতা দুজনেই সর্বদা স্কীবুট পরে থাকে। এ জুতো তাদের পোশাকের সঙ্গে বেশ মানায়। আর রাস্তার লড়াইয়ের সময় অস্ত্র হিসেবেও মারাত্মক কাজ দেয়।

নাইট ক্লাবের দরজা দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে চিতাকে দেখল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে উল্টোদিকে রওনা হল।

লোক বেরোতে শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা না একটা লোক তার দিকে এগিয়ে আসবে। দূরে তাই ভাই জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে আরো অন্ধকারে সরে গেল।

নাইট ক্লাব থেকে স্ত্রী পুরুষেরা বেরিয়ে অনেকে গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করল। তারপর বেরিয়ে এলেন একটি ছোটখাট লোক। পরনে বর্ষাতি মাথায় গোল টুপি। ভদ্রলোক রাস্তার ওপার থেকে চিতার দিকে তাকালেন, একবার দ্বিধা করে এপারে চলে এলেন। চিতার অভিজ্ঞ চোখ লক্ষ্য করল ভদ্রলোকের দামীবর্ষাতিহাতে তৈরী জুতো আর ঝকঝকে স্ট্রাপওয়ালা সোনার হাতঘড়ি। লোকটা শিকার হিসেবে মন্দ হবে না।

লোকটির সর্বাঙ্গে কেমন যেন এক বেপরোয়া সবজান্তা ভাব। হাল্কা পায়ে হাঁটছেন। রোগা ধূর্ত মুখের তামাটে রং দেখে বোঝা যায় ভদ্রলোককে প্রচুর ঘোরাঘুরি করতে হয়।

ভদ্রলোক এসে বললেন, সখি, কারো জন্যে পথ চেয়ে আছে নাকি?

নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বার করে একটুকরো পেশাদারী হাসি হেসে বলল, হয়ত ছিলাম কারো পথ চেয়ে। কিন্তু এতক্ষণে বোধহয় তার দেখা পেয়েছি। কি বল?

চিতাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে, চলো বৃষ্টি থেকে বেরোনো যাক। আমার গাড়ীটা ঐখানে আছে। একটা নির্জন, নিরিবিলি জায়গায় গেলে কেমন হয়? অনেক গল্প করা যাবে।

হেসে চিতা বলল, মন্দ মতলব নয়। জায়গাটা কোথায়, আর ঠিক কতটা নির্জন?

তিনি চোখ টিপে বললেন, একটা হোটেলে গেলে কেমন হয় সখি? ওড়াবার মত কিছু টাকা আমার পকেটে আছে। ছোট্ট কোনো নিরিবিলি জায়গা তোমার জানা আছে?

নিতান্ত সহজ হয়ে আসছে কাজটা। চিতা একটু চিন্তা করে বলল, বেশ তো, আমার আপত্তি নেই। আমার একটা ভালো জায়গা জানা আছে। চলো সেখানে যাই।

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে আঙুলের টোকায় শূন্যে ছুঁড়ে দিল চিতা। এটা একটা সংকেত। যাতে রিফ বুঝতে পারে সে লোকটাকে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের বুইক কর্টিল গাড়ীতে দুজনে উঠল। চিতা পাশে বসতেই তিনি বললেন। তোমার পোশাকটা তত বড় অদ্ভুত। তোমায় বেশ মানিয়েছে। ড্যাডী লংলেগের ছবিটা লাগিয়েছ কেন?

বিরক্ত ভরে চিতা বলল, ওটা আমার পরিচয় চিহ্ন। সোনার হাতঘড়িটার দিকে চিতা একবার তাকাল। অন্ততঃ এটা বাগাতে পারলেও খাটুনি পুষিয়ে যাবে।

তারা হোটেলে পৌঁছে একটা ঘরে ব্যবস্থা করে ফেলল। রিসেপশন ডেস্কের বয়স্ক, নোংরা কেরানীটি চিতার দিকে চোখ টিপল। চিতাও চোখ টিপল। দুজনেই জানে যে রিফ কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসবে।

তারা মাঝারী সাইজের একটা ঘরে এল। ভেতরে একটা জোড়া বিছানা। গোটা দুয়েক চেয়ার একটা ওয়াশ বেসিন আর একটা রোঁয়াওঠা কার্পেট।

বিছানায় বসে চিতা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাসল। তিনি ততক্ষণে বর্ষাতি আর টুপি খুলে ফেলেছেন। এখনতার গায়ে একটা তৈরীকরাকালোসুট। চেহারা দেখে বেশ পয়সাওয়ালামনেহয়।

চিতা বলল, আমার টাকাটা দাও দেখি, তিরিশ ডলার।

কৌতুকের হাসি হেসে ভদ্রলোক জানালার দিকে গেলেন। নোংরা পর্দাটা সরিয়ে বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় চোখ রাখলেন। দেখতে পেলেন রিফ মোটর সাইকেল থেকে নামলো।

চিতা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কী দেখছ ওখানে? এখানে এসো–আমার টাকাটা চাই।

ভদ্রলোক বললেন, টাকা পাবে না সখি। তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমার ভাই? কী আজেবাজে বকছো?

গত হপ্তায় আমার এক বন্ধুকে তোমরা ফাঁদে ফেলেছিলে। তাকে তুমি এখানেই টেনে এনেছিলে। তার সব টাকাকড়ি নেবার পর তোমার হতচ্ছাড়া ভাই তাকে প্রচণ্ড মার দিয়েছিল। এবার আমার পালা।

চিতা লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল, নিতান্ত নিরীহ চেহারা। ছোট দেহ, ওজনেও কম, রিফ এক ঘুষিতে একে সাবাড় করতে পারবে।

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ছেলেমানুষি করতে যেও না বীরপুরুষ। আমরা গোলমাল চাই না। কিন্তু সামলে না চললে বিপদে পড়বে। তোমার মত দশটাকে রিফ একা খতম করতে পারে। যদি হাসপাতালে যেতে না চাও তোমার মানিব্যাগ আর রিস্টওয়াচ দিয়ে দাও। আমি রিফকে বলব যেন তোমার গায়ে হাত না দেয়।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, লেদার জ্যাকেট তাইনা!দুই ধূর্ত, হিংস্র তরুণ তরুণী-যাদের গায়ের জোর ছাড়া একটি পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই। সখি, আজ আমি তোমাদের পাওনা মিটিয়ে দিতে এসেছি।

রিফ ঘরের দরজাটা সজোরে খুলে ঘরে ঢুকল। সাধারণতঃ সে ঘরে ঢোকার আগেই চিতা সব জামাকাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে থাকে। যাতে রিফ এসেই রেগে আগুন হয়ে যাওয়া ভাইয়ের ভূমিকা করতে পারে। আজ তাকে সমস্ত পোশাকশুদ্ধ বসে ছোট্ট মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রিফ থমকে দাঁড়াল।

হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, এসো, খোকা, এসো। তোমার জন্য আমি বসে আছি।

রিফ চিতার দিকে তাকাতে সে একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বলল, আমি জানি না বাপু। লোকটার মাথা খারাপ আছে মনে হয়।

দরজা বন্ধ করে রিফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বলল, ঠিক আছে। দোস্ত, হাতঘড়ি আর মানিব্যাগটা বার করো। অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোবার সময় হল।

চাপা হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন, ঘুমের জন্য আমার তেমন তাড়া নেই।

ভদ্রলোকটির দুঃসাহস দেখে এবার রিফ ক্ষেপে গেল,দুপা এগিয়ে,দাঁত খিঁচিয়ে বলল, চটপট করো।

ভদ্রলোক একটু পিছিয়ে, মানিব্যাগ চাই? বলেই পকেটে হাত ঢোকালেন।

চিতা ধারালো গলায় বলল সাবধান। একটি কালো পিস্তল বার করে ভদ্রলোক সেটা রিফের দিকে উঁচিয়ে ধরে বলেন, কীরে শয়তান! এরকম প্যাঁচে পড়বি বলে ভাবিস নি, তাই না?

রিফ ভয়ংকর মুখভঙ্গি করে বলল, ওটা ফেলে দে, নইলে মহা বিপদে পড়বি।

ডানদিকে একটু ভড়কি দিয়েই সহসা বাঁদিক দিয়ে সে আক্রমণ করল। চিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। একী পাগলামি!

রিফ পাক খেয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে পিছু হটে এল। অ্যামোনিয়া গ্যাসের তীব্র গন্ধ বেরোল। ততক্ষণে রিফ মাটিতে বসে দুহাতে চোখ ঘষতে ঘষতে আহত জন্তুর মত আর্তনাদ করছে। চিতা ওঠবার চেষ্টা করতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে গ্যাসপিস্তলটা তুলে ধরল। দুহাতে চোখ ঢাকতে গিয়ে একরাশ অ্যামেনিয়া মুখে এসে লাগল। চোখ বাঁচল বটে। কিন্তু নিশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা জ্বলন্ত গ্যাস ফুসফুসে ঢুকে গেল। চীৎকার করতে করতে সে মাটিতে পড়ে গেল।

সন্তুষ্ট চিত্তে ছোট মানুষটি বর্ষাতিটা নিয়ে পরলেন, বেশ কায়দা করে হেলিয়ে টুপিটা মাথায় দিলেন। একবার ভূপতিত ক্রেন ভাইবোন দুজন কেমন কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে দেখে বেরিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

ভদ্রলোক যে কে ছিলেন, ক্রেনেরা জানতেও পারল না। কিন্তু তাদের শাস্তির খবর ছড়িয়ে পড়তে যারা এর আগে তাদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে, তারা তাকে সুবিচারের দূত হিসেবে মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল।

.

০৪.

গাড়ীতে স্পেশাল এজেন্ট এর ম্যাসন বসেছিল। রেজিস কোর্ট হোটেলের প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। স্যান ফ্রান্সিসকোর ভ্যান নোল অ্যাভিনিউয়ের পাশের এক গলিতে এটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল।

ক্র্যামার যে এই হোটেলে এসে উঠেছেন গত সন্ধ্যায় স্পেশাল এজেন্ট হ্যারী গার্সন স্থানীয় পুলিশ অফিসে এই খবর পাঠায়, সেই থেকে গার্সন এবং ম্যাসন পালা করে হোটেলটির ওপর নজর রাখছে।

সকাল এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। ম্যাসন সকাল থেকে বসে কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়েনি। তবে ম্যাসন ধৈর্য হারাবার পাত্র নয়। সে অনেকবার নানান আজেবাজে হোটেলের সামনে দিনের পর দিন পাহারা দিয়েছে। সে জানে, সে যদি অপেক্ষা করে, তবে আজ হোক কাল হোক, একটা না একটা কিছু ঘটবেই।

ঠিক সাড়ে এগারোটায় একটা ট্যাক্সী এল, আর তা থেকে নামল স্বয়ং মো জেগেটি। সে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে ঝটপট ভেতরে ঢুকে গেল। ম্যাসন তার রেডিও- টেলিফোনের মাইকে ডেনিসনকে খবর দিল।

ডেনিসন বললেন, ওদের ওপর নজর রাখো, এবং আমি টমকে পাঠাচ্ছি। জেগেটি বেরোলেই টম তার পিছু নেবে। আর তুমি সামলাবে ক্র্যামারকে।

দুজন বয়স্কা মহিলা হোটেলে ঢুকলেন। তার কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সী করে একটি মেয়ে এল। সঙ্গে একটি ছোট ছেলে। তারাও হোটেলে ঢুকল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসে ম্যাসন ভাবল, ওদের সঙ্গে ক্র্যামারের নিশ্চয় কোনো সম্পর্ক নেই।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে মনে হয় যমজ ভাইবোন, তারা বারোটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে এল। মেয়েটির চুল সোনালী রঙের। পরনে সস্তা সুতির পোষাক, পায়ে কোঁচকান সাদা জুতো আর চোখে সানগ্লাস। ছেলেটির গায়ের রং তামাটে, পরনে গাঢ় সবুজ রঙের প্যান্ট ও খোলা গলার সাদা শার্ট। কাঁধের ওপর বাদামী রঙের হালকা জ্যাকেট ঝোলান। তার চোখেও কালো চশমা। যেন কমবয়সী ছাত্রছাত্রী, ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়েছে। ম্যাসন একবার নিরুৎসাহ ভাবে তাদের দেখল। মো বুদ্ধি করে বলে দিয়েছিল যে ক্র্যামারের সঙ্গে দেখা করবার সময় তারা যেন তাদের চিরাচরিত পোশাক না পরে। এটুকুর জন্যেই তারা পুলিশ অফিসারাটির মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়েই হোটেলে ঢুকে পড়ল।

চিতা চাপা গলায় ভাইকে বলল, রাস্তার ওদিকে গাড়ীর ভেতর লোকটাকে দেখেছিস? টিকটিকি হতে পারে।

রিফ বলল হুম দেখেছি। জেগেটিকে বলতে হবে। কিছুই নয় হয়ত এই ব্যাটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কোনো এক ডাইভোর্স কেসের মাল-মশলা জোগাড় করছে।

মো তাদের বলে দিয়েছিল দোতলায় ১৪৯নং ঘরে গিয়ে দুবার টোকা দিয়ে অপেক্ষা করতে।

লাউঞ্জে কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি বসেছিলেন। তারা দুজনে সিঁড়ির দিকে এগোতে তারা সবাই তাকিয়ে দেখলেন।

একজন বেয়ারা তাদেরকে দেখে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। ভেবে দেখল এরা দুজনে রাস্তা চেনে নিশ্চয়।

১৪৯ নং ঘরের সামনে চিতা আর রিফ পৌঁছল। দুবার টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। মো ইঙ্গিতে তাদের ভেতরে ঢুকতে বলল।

বিগ জিম ক্র্যামার জানালার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে, ঠোঁটের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট। ভাইবোনে ঢুকতেই তাদের ওপর কড়া নজর বুলিয়ে নিলেন। তারা দুজন এমন ভঙ্গীতে ঢুকল যেন নতুন পরিবেশে অনভ্যস্ত দুই জন্তু। মোসত্যিই বলেছে পাকা শয়তান। চিতার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে, দারুন মেয়েটা কী বুক একখানা।

ক্র্যামারের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রিফ মো-কে বলল, হোটেলের বাইরে গাড়ীতে একটা ডিটেকটিভ বসে আছে–প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা পুলিশও হতে পারে।

মো ফ্যাকাশে মুখে ক্র্যামারের দিকে তাকাতেই তিনি শান্তভাবে বললেন, চুলোয় যাক। আমি লোকটাকে দেখেছি। ওরা নিশ্চয়ই দেখতে চায় জেগেটি কখন এসে আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করে–কিছুই দেখছি ওদের চোখ এড়ায় না। তেমন দরকার হলে আমি ওর চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যাব। গত চলিশ বছর ধরে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আসছি।

ক্রেন ভাইবোনও ক্র্যামারকে খুটিয়ে দেখতে কসুর করলনা। ছোটবেলায় তার সম্বন্ধে খবরের কাগজে অনেক কিছু পড়েছিল। জানত একদা কুখ্যাত দস্যসম্রাট ছিলেন, পাপের পথে প্রচুর রোজগারও ছিল–প্রায় ষাট লক্ষ ডলার, আজ ক্র্যামার জরাগ্রস্ত, দেখে হতাশ হল তারা। সিগার মুখে বসা ষাট বছরের এক মোটা লোককে কল্পনাও করতে পারেনি, ভেবেছিল সাংঘাতিক চেহারার এক মানুষ দেখতে পাবে।

তোমরা বোসো, ক্র্যামার বললেন, দু-হপ্তা আগে যে অ্যামোনিয়া গ্যাসে রিফের মুখ ঝলসে দিয়েছিল। পরে দেখা হতে ক্র্যামার জিজ্ঞেস করলেন। তোমার মুখে আবার কি হল?

কামড়ে দিয়েছিল একটা মাগী, রিফ বলল। ক্র্যামারের মুখ ও চোখের দৃষ্টি জ্বলে উঠল।

তিনি গর্জে উঠলেন, আমি প্রশ্ন করলে ভদ্রভাবে জবার দিবি-বুঝেছিস?

নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, হা, রিফ বলল, আমার মুখে কী হয়েছে তাতে আপনার কিছু এসে যায় না।

ক্র্যামারের দিকে তাকাল জেগেটি। আগেকার দিন হলে একটি ঘুষিতে মুখ ভেঙ্গে দিতেন। এসব বাদ দিয়ে বললেন, এবার তোমরা শোন, আমি একটা ডাকাতির প্ল্যান করেছি। ইচ্ছে হলে আসতে পার। কোনো ঝুঁকি নেই, আর মজুরি পাঁচ হাজার ডলার। রাজী আছে?

বুঝতে পেরেছিল চিতা ক্র্যামার ঘায়েল হয়েছেন। সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই বুঝে নিল পুরুষের মনে লালসা জাগাতে পেরেছে সে। ক্র্যামারের বেলাতেও ভুল হয়নি।

ঝুঁকি নেই কোন? সে জানতে চাইল, তাহলে ঐ পুলিশটা পিছু নিয়েছে কী জন্যে?

ওসব কথা ছাড়, তোমরা আসতে চাও? পাঁচটি হাজার ডলার পাবে। মনস্থির কর।

কাজটা কী রিফ বলল?

ক্র্যামার বললেন, যতক্ষণ না দলে আসছ, কিছুই জানানো যাবে না, আর দলে যদি একবার ঢোকো, আর বেরোতে পারবে না।

পরস্পরের দিকে ভাইবোন তাকাল, বলল দুহপ্তা খারাপ কেটেছে। এক ভদ্রলোক তাদের অ্যামোনিয়া দিয়ে শায়েস্তা করেছে। এটা ছড়িয়ে পড়ায় মাথা হেট হয়েছে, বিদ্রূপ করছে। আর চিতাকে জ্বালাতন করে মারছে, কিছু দিন আগেও তাকে ছোবার সাহসটুকু ছিল না। পাঁচ হাজার অংকটা শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তাদের। একসঙ্গে এত টাকা স্বপ্নেও ভাবেনি। এতদিন গা বাঁচিয়ে খুশীতে থেকেছে। আজ ক্র্যামারের পাল্লায় পরে বিপদের গ্রাসে পড়তে হবে।

এতগুলো টাকার লোভ সামলানো সহজ নয়। রিফ চিতার দিকে তাকালে চিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রিফ বলল, ঠিক আছে আমরা দলে আসছি, কাজটা কী?

ক্র্যামার মো কে যা বলেছিলেন, এদেরকেও তাই বললেন। কেবল নামগুলো বললেন না, বললেন যে, মেয়েটির বাবার প্রচুর টাকা আছে এবং পুলিশের ঝামেলা না করে মুক্তিপণ মেটাতে দ্বিধা করবেন না।

ভাইবোনে আরেকবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রিফ বলল, এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে আমাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। পাঁচ হাজারে হবে না, প্রাণ হারাবার ঝুঁকি যখন নিতে হচ্ছে, আমাদের এক একজনের পাঁচ হাজার ডলার চাই।

ক্র্যামারের মুখ লাল হয়ে গেল। আমার কথা কানে গেল না? বললাম না বিপদের সম্ভাবনা নেই?

রিফ বলল, কাজটা মেয়ে চুরির। হাজারটা গণ্ডগোল বাঁধতে পারে। কোনো কিছু করেই পুলিশের ঝামেলা এড়ানো যাবে না। দশ হাজার না পেলে আমরা এ কাজ ছোব না।

ক্র্যামার চেঁচিয়ে উঠলেন, বেরিয়ে যাও তাহলে, দুজনেই এক্ষুনি বেরোও। তোমাদের মত ঢের ঢের গুণ্ডা আছে যারা পাঁচ হাজারেই করবে।

রিফ শান্ত গলায় বলল, দশ হাজার ডলার পেলে আমরা পরিপাটিভাবে কাজটা সেরে দিতে পারি। কোনোরম খুঁত থাকবে না।

গর্জে উঠলেন ক্র্যামার, বেরিয়ে যাও। শুনতে পাচ্ছে। বেরিয়ে যাও!

টাকাটা তো আপনার পকেট থেকে যাচ্ছে না, অত চটবার কি আছে? আপনি মেয়েটার বাবার কাছে আরো কয়েক হাজার না হয় বাড়িয়ে দিন। তাহলেই তো আমরা খুশী মনে কাজটা সেরে দিই।

পাঁচ হাজার ডলার নেবে তো নাও, নইলে একটি পয়সাও পাবে না। ক্র্যামারের ডান হাত কোটের কাছাকাছি সরে এল। ওখানে যে একটি আগ্নেয়াস্ত্র আছে বুঝতে অসুবিধে হল না।

রিফ উঠে বলল, চল্ চিতা, কাজকর্ম পড়ে রয়েছে।

দাঁড়াও একটু, মো বলে উঠল। ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। জিম, বলে সে শোবার ঘরে গেল।

রিফের দিকে অগ্নিদৃষ্টি রেখে ক্র্যামার ঝড়ের বেগে পাশের ঘরে গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, কী হয়েছে?

মো শান্তভাবে বলল, ঠাণ্ডা হও জিম, পরে আমায় দোষ দিও না। এরা অতি ধূর্ত। এদের এভাবে তাড়িয়ে দিলে তুমি কিন্তু ভুল করবে। এ কাজ করার ক্ষমতা এদের আছে, দশ হাজার ডলার দেওয়া যায়। তাছাড়া এখন আর এদের টাকা না দিয়ে আমাদের উপায় নেই। ওরা জেনে গেছে আমরা এক মেয়ে চুরির মতলব আঁটছি। ওরা সাপের মত খল। ওরা যা চায় দিয়ে দাও–ওরা মুখ বুজে কাজ তুলে দেবে। কিন্তু এখন যদি বার করে দাও

ওরা রাস্তার ওপারে পুলিশের টিকটিকিটার কাছে সব ফাঁস করে দেবে। পুলিশ ওদের চেনে না-কিন্তু আমাদের খুব চেনে। ওরা আমাদের অনায়াসে বিপদে ফেলতে পারে।

ক্র্যামারের মুখ টকটকে লাল। বিশাল দুহাত একবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। রাগে কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কী বলতে চাও ঐরকম একটা হতচ্ছাড়ার মুখে মুখে তর্ক করা আমি সয়ে যাব? আমি তোক লাগিয়ে ওকে খুন করাবো। আমি

তুমি কাকে লাগাবে? আজ তো আর আমাদের দলের সেই সব খুনেদের কেউ কাছে নেই। অন্য কাউকে দিয়ে করালে তাকেও তোমার টাকা দিতে হবে কিন্তু ততক্ষণ কিছু করার থাকবে না। পুলিশ একবার কোনক্রমে জানতে পারলে সব শেষ।

ক্র্যামার জানালার দিকে গিয়ে মোর দিকে পেছন ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হৃদপিণ্ডের নীচে। তিনি গত কয়েক বছরে এতটা উত্তেজিত হননি। জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। ক্রমশঃ মুখ থেকে বাড়তি রক্ত নেমে গেল, হৃদস্পন্দনও স্বাভাবিক হয়ে এল।

মো অস্বস্তির সঙ্গে তাকিয়ে থাকে।

ক্র্যামার ঘুরে দাঁড়িয়ে, তোমার কি সত্যি মনে হয় ওরা কাজটা তুলে দিতে পারবে?

মো বলল, আমি জানি ওরা পারবে।

ক্র্যামার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ ঠিক আছে। কিন্তু আবার যদি কোনো গণ্ডগোল করে। আমি নিজের হাতে ওদেরকে গুলি করে মারব।

মো মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, তাই কোরো, জিম। কিন্তু এখন চলল। ওদের সঙ্গে আবার কথা বলা যাক।

তারা বসবার ঘরে ফিরে গেল। রিফ নির্বিকার মুখে সিগারেট ধরাচ্ছে। চিতা চেয়ারে চোখ বন্ধ করে গা এলিয়েছিল। দুজনে ঘরে ঢুকতে সে সোজা হয়ে কাপড় ঠিক করল, কিন্তু তার আগেই ক্র্যামার তার নিটোল অপরূপ সুন্দর পায়ের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেছে।

মো বলল, আমরা কথা বলে দেখলাম। তোমরা দুজনেই পাঁচ হাজার ডলার করে পাবে। অতগুলো টাকা যখন নিচ্ছ, কাজটা কিন্তু ঠিকমত তুলে দেওয়া চাই।

কাজ আমরা ঠিকই তুলে দেব। ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে রিফ বলল। সে বুঝেছিল যে ক্র্যামারের প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখান করাটা চিতারকাছে পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। একবার তারও খটকা লেগেছিল যে সে ভুল করল কিনা। কিন্তু এই বুড়ো ঘাঘুটাকে সত্যিই সে ধাপ্পা দিতে পেরেছে। বলুন কি করতে হবে–আমরা করে দেব।

ক্র্যামার বসলেন, তার বুকের বাঁদিকে মোড়ানো ব্যথাটাও ছাড়েনি। চিতার ধবধবে সাদা উরুর কথা ভেবে বার বার চিতার ওপর নজর যাচ্ছিল।

তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এখন থেকে আমি যা বলব, সেইমত কাজ চাই। তোমাদের কোনোরকম ঝামেলা আমি বরদাস্ত করব না। বুঝেছ?

আমাদের কাজে কোনো খুঁত থাকবে না। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

রিফের নির্বিকার ক্ষতচিহ্নে ভরা মুখ আর সাপের মত নিষ্প্রাণ চোখদুটো তাকে বিচলিত করল।

ঠিক আছে। বলে একটা সিগার ধরিয়ে আবার শুরু করলেন, শোনো এবার প্ল্যানটা। মেয়েটাকে চুরি করা নিতান্তই সহজ কাজ। অনেকদিন যাবৎ ওর ওপর আমার নজর আছে। প্রতি শুক্রবার মেয়েটি গাড়ী চালিয়ে স্যান বার্নাডিনো শহরে চুল বাঁধতে যায়। তারপর শহরেই কাট্রি ক্লাবে লাঞ্চ সেরে বাড়ি ফেরে। গত দুবছর ধরে ও একই রুটিন মানছে। আবোহেড হ্রদের কাছে এক বিরাট এস্টেটে ও বাবার সঙ্গে থাকে। এস্টেটের মাঝখানে তাদের প্রাসাদ থেকে একটা তিন মাইল লম্বা প্রাইভেট রাস্তা চলে গেছে স্যান বার্নাডিনো গামী রাজপথ পর্যন্ত। এই প্রাইভেট রাস্তার শেষে একটি লোহার গেট আছে। বাইরে থেকে কেউ দেখা করতে এলে এই গেট থেকে টেলিফোনে খবর দিতে হয়। তখন প্রাসাদ থেকেই একজন কর্মচারী গেটের বৈদ্যুতিক তালা খুলে দেয় এবং গেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত মারাত্মক বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।

মেয়েটি সকাল নটায় বাড়ী থেকে বেরোয়। গেটে পৌঁছয় নটা দশ। চিতার দিকে তাকিয়ে ক্র্যামার বললেন, এ কাজটা তোমার, মন দিয়ে শোনো। তুমি নটার সময় গেটের বাইরে থাকবে। তোমার সঙ্গে একটা গাড়ী থাকবে। গাড়ির ব্যবস্থা আমি করব। নটা দশ বাজলেই তুমি তোমার গাড়ির বনেট খুলে ফেলবেঠিক যেন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো কোরো না। মো তোমার আড়ালে থাকবে যেখানে একটা বড় ঝোঁপ আছে। গেট খোলবার জন্য মেয়েটাকে গাড়ি থেকে। নামতে হবে। তখন তুমি গিয়ে তাকে বলবে যে, তোমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, সে যদি তার গাড়ি করে তোমায় কাছাকাছি কোনো

গাড়ি মেরামতের দোকানে পৌঁছে দিতে পারে তো বড় ভাল হয়। তুমি একলা মেয়ে–সে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে না বলবে না। তুমি তার গাড়ি চড়বার পর সে তোমাকে স্যান বার্নাডিনোর দিকে নিয়ে যাবে। মো তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে তোমার সেই গাড়িটায় চড়ে তোমাদের পিছু নেবে।

ক্র্যামার একটু থেমে চিতার দিকে চেয়ে আবার বললেন, এইবারে তোমার আসল কাজ শুরু হবে। রাস্তার মাঝখানে মেয়েটাকে সমঝিয়ে দিতে হবে যে তোমার কথামত কাজ না করলে সে মহাবিপদে পড়বে। সে জন্য তুমি এই জিনিসটা ব্যবহার করবে। ক্র্যামার কোটের পকেট থেকে একটি ছোট বোতল বার করে বললেন, এর ভেতরেসালফিউরিক অ্যাসিড আছে। বোতলের মাথায়। এই ঢাকনির কাছে চাপ দিলেই পিচকিরির মত অ্যাসিড বেরিয়ে আসবে। তুমি তাকে বলবে যে তোমার কথা না শুনলে অ্যাসিড ছুঁড়ে তার মুখের বারোটা বাজিয়ে দেবে। গাড়ির ভেতর চামড়ার আচ্ছাদনের ওপর খানিকটা অ্যাসিড স্প্রে করে একটু নমুনা দেখিয়ে দেবে। সে নিজের চোখে অ্যাসিডের কার্যকারিতা দেখলে আর ঝামেলা করবে না।

চিতা সম্মতি জানিয়ে বোতলের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে। নেহাৎ সোজা ব্যাপার। এ যন্ত্রটা আমি আগেও ব্যবহার করেছি।

মো ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে, কেমন? বলেছিলাম না।

তুমি তাকে ম্যাকলীন স্কোয়ারে গাড়ি পার্ক করবার জায়গাটিতে নিয়ে যেতে বলবে। গাড়ি ঢোকাতে কোন অসুবিধে হবেনা। মো তোমাদের পেছনে থাকবে। তুমি আর মেয়েটি

গাড়ি থেকে বেরিয়ে মোর গাড়ির পেছনের সীটেবসবে। মেয়েটা যেন পালাবার চেষ্টা না করে দেখবে,বুঝেছ?

ক্র্যামার এবার মোর দিকে তাকিয়ে, তুমি ওদের নিয়ে সোজা নষ্টনীড়েচলে যাবে। তোমাকে ম্যাপে দেখিয়েছি, তুমি জানো ঠিক জায়গাটা কোথায়। দুপুর নাগাদ তোমরা ওখানে পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে?

হ্যাঁ।

চিতা বলল, নষ্টনীড়? সেটা আবার কী?

ক্র্যামার রিফের দিকে ফিরে বললেন, কান পেতে শোনো। এবার তোমার ভূমিকা। একাজটার একমাত্র কায়দা হল এমন এক জায়গায় মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখা, যেখানে কেউ তাকে খোঁজবার কথা ভাববে না। আর এমন একজনকে জোগাড় করা যে আমাদের হয়ে মুক্তিপণ সংগ্রহ করে আনবে।কারণ আমাদের মধ্যে কেউ ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবেনা। তোমরা কখনও ভিক্টর ডারমটের নাম শুনেছ?

চিতা বলল, ঐ নামের একজন নাট্যকার আছে। তার কথা বলছেন না নিশ্চয়?

ক্র্যামার বললেন, তার কথাই বলছি। লোকটার ভালোনাম আছে। ওকে সবাই চেনে। ওকেই পাঠাব মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে। সে ভদ্রলোককে রাজী করাবে টাকাটা দিতে আর, পুলিশের ঝামেলা না করতে।

রিফ মুখ বেঁকিয়ে বলল, কী দরকার পড়েছে তার?

ক্র্যামার বললেন, কারণ তার একটি সুন্দরী স্ত্রী ও একটি ছোট বাচ্চা আছে। তুমি, মো আর চিতা, তিনজনে ডারমটের বাড়িতে জুড়ে বসবে। তোমাদের কাজ হবে ভদ্রলোককে এমন ভয় পাওয়ানো যাতে ও আমাদের অবাধ্য হবার সাহস না পায়। ক্র্যামার রিফের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, মো একাজের জন্য উপযুক্ত লোকই ঠিক করেছে সন্দেহ নেই। এই চেহারা নিয়েও যদি স্ত্রী ও শিশু শুদ্ধ একজন মানুষের ভয় ধরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয় তাহলে আর কিছু বলবার নেই।

রিফ বলল, ঠিক বুঝলাম না। এ লোকটা এর মধ্যে আসছে কি করে?

ক্র্যামার বুঝিয়ে বললেন, লোকটি একটি নাটক লিখতে বসেছে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ওকে একটি র‍্যাঞ্চ হাউস ভাড়া দিয়েছেন। সে বাড়ি আমি দেখেছি। ওরকম একটা যাচ্ছেতাই, নির্জন সৃষ্টিছাড়া বাড়ির কথা ভাবাই যায় না। তবে শান্তিতে, নির্জনে বসে নাটক লেখার পক্ষে আদর্শ জায়গা। বাড়িটার নাম নষ্টনীড়। ডারমট এখন ওখানেই আছে। আর তার স্ত্রী, সন্তান, একজন ভিয়েতনামী চাকর আর একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে।ক্র্যামার রিফের দিকে আঙুল তুলে ধরলেন।তোমার কাজ হবে কুকুর এবং চাকরটার ব্যবস্থা করা, আর তারপর ডারমটদের মনে যথাসম্ভব ভয় ধরিয়ে দেওয়া। বুঝেছ?

রিফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কুকুরটার ব্যবস্থা আমি করতে পারি কিন্তুচাকরটার ব্যবস্থা করব মানে কী?

ক্র্যামার বললেন, এই চাকরবাকরগুলো নানান ঝামেলা বাধাতে পারে। তোমাকে সারাক্ষণ ডারমটদের পাহারা দিতে হবে, সুতরাং চাকরটাকে তার ঘরের ভেতর বন্ধ রাখাই নিরাপদ। নইলে সে বিপদ বাধাতে পারে।

রিফ সম্মতি জানাল।

তুমি টেলিফোনের তার কেটে দেবে আর গাড়িগুলোকে অচল করে দেবে। ওদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকবে সেগুলো সরিয়ে দেবে। তারপর মো পৌঁছনো পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থেকো। মেয়ে চুরির আগের দিন মাঝরাতে তুমি নষ্টনীড়ে পৌঁছবে।

জানালার কাছে গিয়ে রিফ প্রশ্ন করল, নীচের ঐ টিকটিকির ব্যাপারে কী করা যায়?

কিছু না। তোমরা দুজন নীচের বার-এ গিয়ে দুপাত্র পানীয় নিয়ে বসো। আধঘণ্টা ওখানে কাটিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। নীচের লোকটা তোমায় চেনে না। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন পিছু না নেয়। মো এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা পিছু নেবে। এবং এর আগেও অনেক পুলিশ মোর পিছু নিয়েছে। লাঞ্চ শেষ করে আমি বেরোব। আমারও পিছু নেবে ওরা। কিছু করতে পারবে না।

ক্র্যামার ব্রিফকেস খুলে একটা মোটাসোটা খাম খুলেরিফের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এরমধ্যে সব আছে-ম্যাপ, সময়ের খুটিনাটি, আর সমস্ত প্ল্যানের বিবরণ। মুখস্ত করা হয়ে গেলে সব পুড়িয়ে ফেলবে।কাজটা পরের হপ্তায়। ইতিমধ্যে মো গা ঢাকা দেবে।কাজের আগের দিন বিকেল পাঁচটায় তোমরা টুইন ক্রীক ট্যাভানে পৌঁছে যাবে। মো সেখানে

থাকবে। সে তোমাদের শেষ নির্দেশ দেবে আর দেখে নেবে যে কখন কী করতে হবে তা তোমাদের রপ্ত আছে কিনা। ঠিক আছে?

রিফ বলল, আজ কিছু টাকা দিন না। পকেট একদম ফাঁকা।

ক্র্যামার খামের দিকে ইঙ্গিত করে।ওর ভেতর একশো ডলার পাবে। আপাততঃচালিয়ে নাও। পরের দিন মো আরো কিছু দেবে। সে তোমার গাড়িটাও নিয়ে যাবে।তিনি চিতার দিকে তাকিয়ে, এবার সোজা বারে গিয়ে বোসো। আর কোনরকম ঝামেলা করলে শুধু পুলিশ নয়, আমিও তোমাদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেব।

.

পরের বৃহস্পতিবার রাত্রে রিফ ক্রেন তার মোটর সাইকেলে চড়ে পীট শহর থেকে বোস্টন ক্রীকের দিকে যাচ্ছিল। রাজপথ বেয়ে মাইল পনেরো যাবার পর বাঁদিকে এক কাঁচা রাস্তা দেখা গেল। সেই রাস্তা দিয়ে আরো পনের মাইল গিয়ে সে নষ্টনীড়ের লোহার গেটের সামনে পৌঁছল।

গেটের বাইরে গাড়ি থামিয়ে রিফ র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে তাকালো।

চিরাচরিত কালো চামড়ার পোশাক রিফের পরনে। চোখের বিশাল গগলস্ মুখের অর্ধেক ঢেকে রেখেছে। অস্বস্তি হচ্ছে, এই তার প্রথম বড় অপরাধ, আর সে জানে এ কাজে কোনো গণ্ডগোল বাধলে কতবড় বিপদ আসবে।

চিতা আর সে গত সাতদিন ধরে এই কাজ নিয়ে কত পরামর্শ করেছে। কিন্তু দশ হাজার ডলার পাবার স্বপ্ন তাদের সম্মোহিত করেছিল। এ তাদের ছোট খাটো ছিঁচকে চুরির ব্যাপার নয়। সহসা তাদের হাতে এসেছে এই বিরাট ডাকাতির কাজ। এবং মতলব ফাস হলেই একমাত্র পুরস্কার মৃত্যু। ক্র্যামারের মত এক পাকা বদমাশ সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে এ ব্যাপারে তারা নাক গলাত না।

এখন, রিফ এই অপহরণের কাজে জড়িয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিতাও জড়িয়ে পড়বে। আর তাদের ফেরবার উপায় নেই। সুতরাং কাজটা ঠিকমত শেষ করতেই হবে।

রিফ গেট খুলে মোটর সাইকেল ঠেলে ঘাসের ওপর নিয়ে গেল। রিফ সামনের দিকে কড়া নজর রেখে সাবধানে এগোলো। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লে সে সামলাতে পারবে না। মো তাকে একটুকরো বিষ মাখানো মাংস দিয়ে দিয়েছে।

এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগল র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে পৌঁছতে। তার ভাগ্য ভাল যে কুকুরটা তাকে দেখবার আগেই সে কুকুরটাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে সে শুয়ে পড়ল। বাড়িটা তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে।কুকুরটা এমনভাবে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে যে খুব সম্ভবতঃ সে বিপদের-সংকেত পেয়েছে।

সে মাংসের টুকরোটা বার করে চট করে কুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিল। ছোঁড়াটা নিখুঁত হয়েছিল। কুকুরটা ঘুরে গেল রিফের দিকে। কিন্তু অন্ধকারে রিফের কালো পোশাক তাকে একেবারে অদৃশ্য করে রেখেছে।

তার গা দিয়ে দরদরিয়ে ঘাম পড়ছে, সে চুপচাপ শুয়ে, বুকের মধ্যে দুরু দুরু করছে। পাঁচ মিনিট পরে আস্তে মাথা তুলল। দেখল কুকুরটা একপাশ ফিরে মাটিতে পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে সাবধানে সামনে এগিয়ে গেল।

রিফ সঙ্গে আনা কোদালের সাহায্যে নিহত কুকুরটাকে কবর দিয়ে বালিগুলো সমান করল। এবার সে মোটর সাইকেলের কাছে এসে সেটা ঠেলে নিয়ে চললবাড়ির বাইরের দিকে। গ্যারেজের পেছনে সেটা রেখে একবার তাকিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভালভাবে দেখে নিল।

এই বাড়ি এবং আশেপাশের বিস্তৃত বিবরণ মো তাকে আগেই দিয়েছিল। তাই চাকরদের কেবিন চিনতে তার দেরী হল না। ঐ কেবিনেই ভিয়েতনামী চাকরটা থাকেন, অনেকক্ষণ চিন্তা করে সে আগে বাড়ির দিকে গেল।কালো ছায়ার মত সেবাড়ির চারপাশ ঘুরে টেলিফোনের তার বের করল। এগুলো কেটে কালো সুতো দিয়ে বেধে রাখল যাতে বোঝা না যায়।

বাড়ির বাঁদিকে কাঁচের জানলা। তারপরেই বন্দুকের ঘর। নিঃশব্দে তালা ভেঙে বড় ঘটাতে ঢুকল। অন্যের বাড়িতে গোপনে তালা ভেঙ্গে ঢোকা তার এই প্রথম। ফলে বেশ নার্ভাস হাতে একটা জ্বলন্ত শক্তিশালী টর্চ ধরল। টর্চের আলো গিয়ে পড়ল বন্দুকের তাকের ওপর। বন্দুকগুলো মাটিতে নামিয়ে মোর নির্দেশ অনুযায়ী সবকটা ড্রয়ার খুঁজে একটা ০.৩৮ বোরের অটোমেটিক রিভলবার পেয়ে পকেটে পুরল। তারপর বন্দুকগুলো তুলে নিয়ে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল। বাড়ি থেকে বেশ কয়েকশ গজ দুরে এক বালিয়াড়ির মধ্যে সেগুলো পুঁতে দিল।

এসব সেরে রাত দুটোয় সে বাড়িতে ফিরে কাঁচের জানালাগুলো বন্ধ করে একটা লিকলিকে ছুরির সাহায্যে সুকৌশলে ভেতরের ছিটকিনিটা ফেলে দিল।

তারপর রিফ গ্যারেজে গিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা নামিয়ে দিল। বাতি জ্বালিয়ে চটপট দুটো গাড়ি থেকেই স্পার্কিং প্লাগ খুলে নিল। রুমালে জড়িয়ে বন্দুকের জায়গায় প্লাগকটা পুঁতে ফেলল।

মো যেমন যেমন বলে দিয়েছে ঠিক তেমনি কাজ হয়ে চলেছে। কুকুরটা খতম, বন্দুকগুলোর ব্যবস্থা, গাড়িদুটো অচল এবং টেলিফোন অকেজো। এবার ভিয়েতনামী চাকরটা। অবশ্য রিফের ভয় অনেকটা কেটে গেছে।

পকেট থেকে একটা বাইসাইকেলের চেন বার করল। লড়াইয়ের সময় এটাই তার সবচেয়ে প্রিয় হাতিয়ার। লোহার চেনটা ডানহাতের মুঠোর ওপর ব্যান্ডেজের মত জড়িয়ে চাকরদের কেবিনের দিকে রওনা হল।

ডি-লং মানুষটি নিতান্তই ক্ষুদ্র। ছোট্ট, রোগা চেহারা, তার ওপরে মহা ভীতু। রাত দুটোর কয়েক মিনিট পরে, অস্বস্তির সঙ্গে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ভাবল তার তো এমন হয় না তবে কেন তার ঘুম ভাঙ্গল। খাটের পাশের বাতিটা জ্বালিয়ে উঠে তেষ্টা পেয়েছে দেখে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। রেফ্রিজারেটার থেকে এক বোতল কোকাকোলা বার করে কেবিনের তালা খুলে বাইরে এসে র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে তাকাল। আর ঠিক তক্ষুনি কেবিনের ওধার থেকে রিফ এসে তার সামনে দাঁড়াল।

স্তম্ভিত–বিস্ময়ে উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় ডিলং-এর মুখ স্পষ্ট হল কিন্তু রিফ ছিল ছায়ার ভেতরে। কালো ছায়ামূর্তি ছাড়া ডি-লং কিছুই দেখতে পেল না। তীব্র আতংকে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কোকাকোলার বোতলটা হাত থেকে খসে পড়ল। ততক্ষণে রিফ এগিয়ে এল। দেখল ডি-লং চীৎকার করবার জন্য মুখ খুলছে। তার চেন জড়ানো ডান হাতের মুঠো হঠাৎ ভয় পাওয়া ক্ষিপ্রতায় কেউটের ছোবলের মত সামনের দিকে ছুটে গেল।

তার ঘুসি সজোরে আঘাত নিয়ে পড়ল ডি-লংয়ের মুখের একপাশে। সারা হাত ঝনঝনিয়ে উঠল। লোকটা ছিটকে একেবারে কেবিনের ভেতর মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

রিফ মনে মনে ভাবল–এত জোরে মারা মোটেই উচিত হয়নি। ঘুষিটাঅতিরিক্ত জোরেবসেছে, আর এই সাইজের একটা লোকের পক্ষে এরকম মোক্ষম আঘাতের পর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে একবার সে তাকাল। মনে মনে ভাবল, কী কপাল! ব্যাটা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিল? মাইরি! ভয়ে আমি–আরেকটু হলেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠত। ঘুষি না চালিয়ে উপায় ছিল না।

লোহার চেনটা হাত থেকে খুলতে গিয়ে রিফের খেয়াল হল চেনটা কেমন যেন ভেজা ভেজা আর চটচটে লাগছে। মুখ বিকৃত করে সে কেবিনের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল।

চাঁদের আলোর নীচে চেনের বারো আনা জুড়ে লেগে থাকা গাঢ়, চকচকে দাগটার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝল এ রক্ত।রাগের চোটে বালির ওপর ঘষে ঘষে চেন থেকে রক্ত মুছে ফেলল। তারপর পকেটে চেনটা রেখে সিগারেট ধরিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে তাকাল পড়ে থাকা রোগা দুই পায়ের দিকে। যদি সে এ ব্যাটাকে মেরে ফেলে থাকে তাহলে সমস্ত প্ল্যানের বারোটা বেজে যাবে। ক্র্যামার বলেছিলেন যে এ কাজে ঝুঁকি নেই। কিন্তু এ হতভাগ্য যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে ক্র্যামার পুলিশের ঝামেলা এড়াতে পারবে না।

দুরু দুরু বক্ষে গালাগাল দিতে দিতে টর্চের আলো ফেলল, ডিলং-এর বিধ্বস্ত মৃত মুখের ওপর।

৫-৬. কুমারী জেলডা ভ্যান ওয়াইলি

০৫.

কুমারী জেলডা ভ্যান ওয়াইলি যদি একশ কোটি ডলারের উত্তরাধিকারিনী না হতো তাহলে যে তার ভাগ্যে কি ছিল তা বলা মুশকিল। এক দ্বিতীয় শ্রেণীর দোকানের সেলস গার্ল কিংবা বড়জোর সাদামাটা এক টাইপিস্টহওয়া। কারণ তার পড়াশুনোর যা অবস্থা তাতে এর বেশী কিছু হওয়া তার স্বপ্নেও আসত না।

সৌভাগ্যবশতঃ সে একজন টেক্সান কোটিপতির একমাত্র প্রিয় সন্তান হয়ে জন্মেছে। সেহেতু প্রকৃতির তরফ থেকে পাওয়া বঞ্চনার অনেকটাই সে ঢেকে রাখতে পেরেছিল।

এমন কিছু সুন্দর নয় তার চেহারা। যেটুকু সৌন্দর্য আছে, তাও কেমন যেন নিষ্প্রাণ ও বর্ণহীন। বড় বড় বাদামী চোখদুটো প্রায় সারাক্ষণই বিষয় দেখায়। নাক ও ঠোঁটজোড়া বেশ সুন্দর, কিন্তু চিবুকের গড়ন বেমানান হওয়ায় মুখের সামগ্রিক সৌন্দর্যের অনেকটা নষ্ট হয়েছে। বুকের গড়নও মোটেই উঁচু নয়। এজন্য তার যথেষ্ট দুঃখ কারণ অত্যুন্নত বক্ষ চিত্রাভিনেত্রীদের সে খুব ভক্ত।

অতিরিক্ত আদরে সে আঠারো বছর বয়সে আজ এক বিষণ্ণ মেজাজের অবদমিত কাম, খিটখিটে ও অলস প্রকৃতির কুমারী মেয়ে। যে সব যুবক তার চারপাশে থাকে, তাদের আসলনজর তার বাবার ঐশ্বর্যের ওপর, সুতরাং পুরুষ জাতটার ওপরেই তার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিল।

টাকা দিয়ে যা কেনা যায়, তার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও জেলডার দৈনন্দিন জীবন ছিল নিতান্ত একঘেয়ে। হপ্তায় সে কম করে চারটে সিনেমা দেখত, আর হপ্তায় অন্ততঃ দুবার তাদের বাড়িতে পাটি বসত। এসব পার্টি চটুলতা আর জাঁকজমক ছাড়া কিছুই না, তবে নিমন্ত্রিত যুবক যুবতীরা রাশি রাশি উপাদেয় খাদ্য ও পানীয় ধ্বংস করে উল্লসিত হত কারণ বিনা পয়সায় ভোজের সম্ভার ছাড়া যায় না। অথচ এরাই আড়ালে মুখ ভ্যাংচায় আর প্রতিদান দেবার কোন চেষ্টাও করে না।

জেলডার কয়েকজন অন্তরঙ্গ জানত যে সে মনে মনে তার সব অসুবিধে আর অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাবাকে দায়ী করে। সে বিশ্বাস করত বাবার অত টাকাপয়সা না থাকলে এতদিনে তার ভালো বিয়ে হয়ে যেত। তার ধারণা বিয়ে হলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে। কিন্তু তার বাবার ভালবাসা যেন তার বুকে ভারী পাথরের মত, তার সব ব্যাপারে বাবার আকুল–আগ্রহ দেখে জেলডার সর্বাঙ্গ জ্বলত। আজ যে পুরুষমানুষের ওপর জেলডার অনাগ্রহ তার পেছনেও রয়েছে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা আর ফুর্তি করবার জন্য বাবার সারাক্ষণের উপদেশ।

সকাল সাতটায় জেলডার ঘুম ভেঙেছে। তারপর একজন মহিলা মালিশ বিশেষজ্ঞ এক ঘণ্টা ধরে তার ওপর যন্ত্রণাদায়ক মালিশ চালিয়ে গেছেন। একে আপাততঃ এই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য জেলডার নিতম্বের ঘের ছোট করে আনা। তারপর বাবার সঙ্গে বিরক্তিকর প্রাতঃরাশ সেরে নটার কয়েক মিনিট আগে বাড়ি থেকে বেরোল। তার জাগুয়ার গাড়িতে গিয়ে উঠল।

একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্য সে ঠিক করেছিল আজ তার চুল তাজা অ্যাপ্রিকটের রঙে রাঙিয়ে নেবে। কয়েকটি মেয়েদের পত্রিকায় সে পড়েছে, চুল রাঙানোর ব্যাপারে এটি যে কেবল আধুনিকতম রঙ তাই নয়, এ এটি খুব মিষ্টি ও সম্ভ্রান্তও বটে। জেলডার চিরদিনের বাসনা নিজেকে মিষ্টি ও সম্ভ্রান্ত করে রাখা।

সে লম্বা-রাস্তা বেয়ে জাগুয়ার চালালো। রেসিং ড্রাইভারের মত দক্ষতার সঙ্গে যে কোনো গাড়ি চালানোর ক্ষমতা তার আছে।

চিতা বিদ্যুৎবাহী গেটের কাছে তার জন্য অপেক্ষা করছে পাশেনীল রঙের ফোর্ড লিংকনগাড়ি।

মো জেগেটি প্রায় বিশ গজ দূরে এক ঘন ঝোঁপের আড়ালে ছিল। সে জানত একবার মেয়েটাকে দখলেআনতে পারলে আর তাদের ফেরবার উপায় থাকবেনা।রিফ ক্রেনেরমত সেও জানত–তার জীবন বিপন্ন। যদিও ক্র্যামার কখনও ভুল করেননি। তবুতার মনবলছিল যে ক্র্যামার একদাচরম সাহস ও সাফল্য অর্জন করেছেন। সেই মানুষের আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

সে বেরোবার আগে হাসপাতাল থেকে এক টেলিফোন আসে। একজন নার্স জানাল তার মা খুব অসুস্থ। তিনি মো-কে দেখতে চাইছেন।

মোর এখন আর উপায় নেই, সে কাজটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সে নার্সটিকে বলল, যত শীঘ্র সম্ভব সে হাসপাতালে আসবে।

তার বিষয় চিন্তায় ছেদ পড়ল গাড়ির আওয়াজে। তীরবেগে গাড়িটা গেটের দিকে আসছে। মো মাথা নীচু করে বসে রইল। চিতা গাড়ির বনেট খুলে ফেলেছে। তার পরনে নতুন নীল সাদা পোশাক। মাথার সোনালীচুলনীল রিবন দিয়ে পরিপাটি করে বাঁধা। তাকে আর পাঁচটা আমেরিকান মেয়ের মতই দেখাচ্ছিল।

মো আর রিফের মনে যতই ভয় থাকুক, চিতা কিন্তু পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজে নেমেছে। প্রাপ্য দশ হাজার ডলার তারা কিভাবে খরচ করবে, এখন থেকেই প্ল্যান করছে। রিফের অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও একবারও মনে হয়নি যে ব্যাপারটা ফেঁসে যেতে পারে।

জেলডা গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে খুলতে ঈর্ষান্বিত চোখে চিতার দিকে তাকায়। চিতার দুই সুকঠিনস্তনবৃন্ত যেনতার সস্তা পোশাকফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। জেলডাবুঝল, যেসবযাচ্ছেতাইরকম অস্বস্তিকর নকল কাঁচুলি তাকে পরে থাকতে হয়, সে সব পরবার মেয়েটার দরকার হয় না।

প্রশস্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে চিতা বলল, আমার একটু উপকার করবেন? গাড়ির ইগনিশন্টা খারাপ হয়ে গেছে। কাছাকাছি কোনো গ্যারেজ আছে কি?

জেলডার মেয়েটাকে ভাল লাগল। মেয়েটা এমন এক জগৎ থেকে আসছে, যার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ তার আজ পর্যন্ত হয়নি। তার বেশ কৌতূহল হলো।

বড় রাস্তার ওপর একটা গ্যারেজ আছে। চল তোমায় পৌঁছে দিই।...উঠে এসো।

চিতা গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, বাঃ! কী দারুণ গাড়িটা! আপনার নিজের?

হা-তোমার পছন্দ হয়েছে?

একশ মাইলের চেয়েও, জোরে যায় নিশ্চয়ই?

একথাটা বলা খুব ভুল হল, কারণ জেলডা চাল মারতে ওস্তাদ। পায়ের চাপ বাড়িয়ে জেলড়া গীয়ার বদলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি সামনের দিকে ছিটকে গেল। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্পীডোমিটারের কাটা উঠে গেল ঘণ্টায় একশ পঁয়ত্রিশ মাইলে।

লিংকন গাড়িটার ভেতর মো সবেঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় জাগুয়ার গাড়িটা উধাও হয়ে গেল। মো গালাগালি দিতে দিতে লিংকনটা স্টার্ট দিয়ে রাজপথের ওপর নিয়ে এল।

এত জোরে চললে মো তাদের ধরতে পারবে না চিতা বুঝল। দুহাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করল, বড় জোরে যাচ্ছেন। দোহাই আপনার, এত জোরে নয়।

জেলডা তৃপ্তির হাসি হাসল, এই ভেবে যে সে জোরে গাড়ি চালিয়ে কাউকে ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে। আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইলে নিয়ে এল।

সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে নাকি? এরকম জোরে তো আমি প্রায়ই যাই-জোরে গাড়ি চালাতে আমার খুব ভালো লাগে।

চিতা ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখল, মোর কোনো চিহ্ন নেই, আমিও ভেবেছিলাম মজা লাগবে কিন্তু তা বলে এত জোরে। আশ্চর্য গাড়ি এটা! আপনি কি স্যান বার্নাডিনো যাচ্ছেন? ওখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার কথাবড্ড দেরী হয়ে গেছে।

ওখানেই যাচ্ছি কিন্তু গ্যারেজে একটু থেমে তোমার গাড়ি সারিয়ে দিতে বলে গেলে হত।

ওরা বরং গাড়িটাকে স্যান বার্নাডিনোতে তোমার কাছে পৌঁছে দেবে।

থাকতে দিন। আমি ট্যাক্সিতে ফিরে আসব।এখন যত সম্ভবতাড়াতাড়ি আমার শহরে পৌঁছানো দরকার। ভীষণ দেরী হয়ে গেছে।

গাড়ি গ্যারেজ ছাড়িয়ে যাবার পর আয়নায় এক ঝলক দেখে জেলডা সক্ষোভে বলল, মাটি করেছে। আবার সেই ব্যাপার।

কী হয়েছে?

বিরক্তির সঙ্গে জেলডা বলল, এক ব্যাটা পুলিশ, কিছু মনে কোরো না। আমি একটু গাড়ি থামাচ্ছি বলেই বাঁ পাশে গাড়ি থামিয়ে দিল।

পরক্ষণেই এক লালমুখো দৈত্যাকার পুলিশ মোটর সাইকেলে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল।

পুলিশটি মোটর সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এসে, সুপ্রভাত, মিস ভ্যান ওয়াইলি। এইমাত্র আপনি ঘণ্টায় একশ তিরিশ মাইল বেগে যাচ্ছিলেন। কিছু মনে করবেন না। অত্যধিক জোরে গাড়ি চালানোর জন্য আপনার নামটা টুকে নিতে বাধ্য হচ্ছি।

জাহান্নামে যাও তুমি, ছেলে বৌ শুদ্ধ। যত প্রাণে চায় আমার নাম লিখে নাও। ভগবান করুন তোমার হতচ্ছাড়া মোটর সাইকেলটা থেকে পড়ে তোমার ঘাড় ভেঙে যায়।

পুলিশটি হাসল, নিশ্চয়ই, মিস ভ্যান ওয়াইলি। কিন্তু ভগবানের দোহাই। রাজপথে একটু আস্তে গাড়ি চালাবেন। ছোট্ট একটা প্যাডে কীসব লিখে সে একটা জরিমানার টিকিট জেলডাকে এগিয়ে দিয়ে বললে, আপনার বাবা ভাল আছেন?

তাতে তোমার কী এসে যায়। এমনিতেই তিনি তোমার ওপর চটা। আর আজকের ব্যাপারের পরে আরো বেশি চটে যাবেন।

সে জেলকে ভালভাবে চেনে। যে মেয়ে পৃথিবীর এক বৃহত্তম সম্পত্তির অধিকারিনী, তাকে জরিমানা করতে তারও ভাল লাগে না। জোরে গাড়ি চালানোর জন্যে হপ্তায় অন্ততঃ একবার জরিমানা তার হয়। এবার তার পুলিশী চোখ চিতার ওপর পড়তেই কঠিন হয়ে উঠল। চিতাও ভয় পেয়ে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল।

সাড়ম্বরে স্যালুট করল পুলিশটি দুপা পিছিয়ে। বলল, থামালাম বলে রাগ করবেন না। মিস্ ভান ওয়াইলি। বুঝতেই তো পারছেন, না থামিয়ে উপায় ছিল না।

হয়েছে মারফি! এবারে যাও, ডুবে মরে গিয়ে বলে, জেলডা হেসে ফেলল।

গাড়ি আবার বড় রাস্তায় আসতেই লিংকন গাড়িতে করে মো তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জেলডা বলল, তোমার গাড়ি বলে মনে হল।

চিতা মাথা নেড়ে বলল, আমার গাড়ি? কি করে হতে পারে?

কাধ ঝাঁকিয়ে জেল বলল, মনে হল যেন তোমার গাড়িটার মত দেখতে। ঐ পুলিশটা আচ্ছা ঝামেলা করতে পারে। এখন ও স্যান বার্নাডিনো পর্যন্ত আমার পিছু পিছু আসবে। লোকটাকে আমি চিনি। মহাপাজি। আমায় জরিমানা করে খুব আনন্দ পায়।

পাহাড়ের গা বেয়ে শহরের দিকে উঠছে ওরা। চিতা পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেল দূরে পুলিশটা তাদের পিছু পিছু আসছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক হতে পারে। চিতা হাতব্যাগ খুলে ক্র্যামারের দেওয়া অ্যাসিডের চ্যাপ্টা বোতলটা বার করল।

জেলডা বলল, কী বার করলে ওটা?

চিতা হিংস্র গলায় বলল এটা মারাত্মক অ্যাসিড

.

বেশ কিছুক্ষণ ভিক্টর ডারমট রক্তে ভেজা জুতোটার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে জুতোজোড়া পা থেকে খুলে ফেলল।

ক্যারী কাঁপা গলায় বলল, ওটা রক্ত, তাই না?

হতে পারে জানি না। ওঠো ক্যারী, যাওয়া যাক।

ক্যারী বলল, আমি তৈরী–ভি-ওটা রক্তের দাগ, তাই না?

অন্য এক জোড়া জুতো পরতে পরতে ভিক্টর ভাবছিল কোন জায়গায় গিয়ে তার জুতোয় রক্ত লাগল। মনে হয় ডি-লং-এর। কেবিনে কোথাও রক্ত জমে আছে। ডি-লং কি আহত হয়েছে?

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। ও নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। চলো, আমরা... হঠাৎ কানে এলো রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

ফিসফিসিয়ে ক্যারী বলল, শুনতে পেলে? রান্নাঘরে কেউ ঢুকেছে।

রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ মনে হল যেন, ভীত হয়ে বলল সে।

ঠিকই শুনেছ, ভিক, বাড়িতে কেউ একজন এসেছে।

ঠিক আছে। অত ভয় পেয়ো না। তুমি এখানে থাকো। আমি দেখে আসছি।

না–কখখনো তুমি যাবে না। আমার কাছে থাকো।

ডার্লিং-দোহাই ওরকম কোরো না–তুমি একটু খোকার কাছে থাকো। তারপর সে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দালান পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার সামনে গিয়েই তার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল। ক্ষতচিহ্নে ভরা বীভৎস মুখ নিয়ে রিফ জেনবসেআছেরান্নাঘরের টেবিলের ওপর। পরনেকুচকুচে কালো চামড়ার নোংরা পোক, হাতে একটা মুরগীর ঠ্যাং নিয়ে আরাম করে চিবোচ্ছে। ঐ দৃশ্য দেখে কোন মানুষ ভয় না পেয়ে যায় না।

তার বুক সজোরে ধক ধক করছে। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বেয়ে পড়ছে। ভিক্টর নির্বাক।

একমুখ হেসে রিফ বলল, ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল নাকি ইয়ার? মুরগীর ঠ্যাংটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলতেই ভিক্টরের সমস্ত ভয় রাগে পরিণত হল।

কী করছ কী এখানে বসে? কে তুমি?

নিষ্প্রাণ ও কঠিন দৃষ্টিতে রিফ তাকিয়ে পকেট থেকে সাইকেলের চেনটা বার করল।

শোনো ইয়ার, আমার সঙ্গে তোমায় মানিয়ে চলতেই হবে। আমি বেশ কয়েকদিন এখানেই থাকব। আমার কথা ঠিকঠাক শুনে চললে তুমি, তোমার বৌআর তোমার বাচ্চার কোনো বিপদ হবে না। এখন আমার কফি চাই। তোমার বৌকে বল আমায় কফি করে দিতে কথা কানে গেল?

ভিক্টর বলল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ওঠো এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

ক্যারী এসে রিফকে দেখেই আঁতকে উঠল। রিফ তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

রিফ বাঁকা হাসি হেসে বলল, বাঃ বেশ দেখতে তো। এই যে খুকী, আমায় একটু কফি বানিয়ে দাও। নইলে তোমার প্রাণেশ্বরের মুখ ভেঙে দেব।

ভিক এগোবার চেষ্টা করলে ক্যারী ভয় পেয়ে তার হাত আঁকড়ে ধরল, কিছু করতে যেও না, ভিক! আমি ওকে কফি তৈরী করে দিচ্ছি। ভিক-দোহাই তোমার।

এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। তোমরা কথা শুনে চললেই আর কোনো ঝামেলা হয় না। রিফ লোহার চেন জড়ানো ডান হাতের মুঠো দিয়ে সশব্দে টেবিলের ওপর কিল মেরে চীৎকার করে বলল, কফি আনো। শুনতে পাচ্ছো? আর একবারও যেন আমায় বলতে না হয়।

ভিক্টর ক্যারীকে জোর করে রান্নাঘর থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে, যাও, খোকার কাছে যাও। আমি এ গুণ্ডাটাকে শায়েস্তা করছি।

রিফ টেবিল থেকে নেমে একমুখ বিদ্রুপের হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে।

ভিক্টর কলেজে পড়বার সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার ভাল নাম ছিল। কিন্তু রিফকে জ্ঞান হওয়া ইস্তক অলিতে গলিতে নিষ্ঠুরভাবে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তার ক্ষমতার সঙ্গে ভিক্টরের তুলনাই চলে না। লোহার চেনসুদ্ধ ডান হাতের মুঠো সজোরে ভিক্টরের মুখের একপাশে আঘাত হানল। ভিক্টর ঠিকরে পড়ে গেল।

ক্যারী তীক্ষ্ণ চীৎকার করে তার পাশেহাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। জ্ঞানহীন দেহটা সোজা করতেই আবার সে চীৎকার করল–ভিক্টরের মুখের একপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

রিফ চেনটা খুলে পকেটে রেখে তার মোটা আঙুলগুলোর সাহায্যে ক্যারীকে চুল ধরে টেনে তুলল। তারপর তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করল, কফি!কানে গেল কথাটা!কফি আনো, নইলে এ শালাকে আমি বুটের বাড়ি মারব।

ক্যারী আতংকিত চোখে একবার রিফের পায়ের লোহাবাঁধানোস্কীবুটের দিকে তাকিয়ে টলতে টলতে রান্নাঘরের কোণের দিকে গিয়ে পারকোলেটার চালিয়ে দিল।

.

জে ডেনিসনের টেবিলের ওপর রাখা অনেকগুলো টেলিফোনের একটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিয়ে মোটা গলায় তিনি বললেন,ফেডারেল ফিল্ড অফিস।ইন্সপেক্টর ডেনিসন কথা বলছি।

ডেনিসন তার হবু জামাইয়ের গলা পেলেন। কর্তা–আমি টম। আমি দুঃখিত-ক্র্যামারকে হারিয়ে ফেলেছি–এই একটু আগে। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে আমি পিছু নিয়েছি। আমার সঙ্গে হ্যারী ছিল। দুজনকেই বোকা বানিয়ে স্রেফ হাওয়ার সঙ্গে লোকটা মিশে গেল।

ডেনিসন কোনমতে রাগ সামলিয়ে বললেন, বেশ ঠিক আছে, টম। এখানে ফিরে এসো চটপট।

দশ মিনিট পরে স্পেশাল এজেন্ট হ্যারী গার্সন ফোন করে বললে, মাফ করবেন কর্তা, আমরা জেগেটিকে হারিয়ে ফেলেছি।

ডেনিসন হিংস্রভাবে বললেন, জানি জানি, স্রেফ লোকটা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল। তাই? বলেই দড়াম করে রিসিভার রেখে দিলেন। পাইপে তামাক ভরছেন এমন সময় টম হার্পার ঘরে ঢুকল।

ডেনিসন বললেন, জেগেটিও ভেগেছে। সুতরাং ও দুব্যাটাতে নিশ্চয় কোনো মতলব এঁটেছে কিন্তু কী মতলব?

হার্পার চেয়ারে বসে, ক্র্যামার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল যে পেছনে কেউ লেগেছে কিন্তু এমন ভোজবাজী দেখাবে, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। একটা লবিতে ঢুকল, তারপর

অধৈর্যভাবে ডেনিসন বললেন, বাদ দাও। চল একটু বেরোনো যাক। মাথায় টুপি চড়িয়ে তিনি এগোলেন। কুড়ি মিনিটের মধ্যে তার গাড়ি ক্র্যামারের বাড়ির সামনে এল।

লোহার গেটের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ক্র্যামার নিশ্চয় বাড়ি নেই। কিন্তু তার বৌয়ের তো বাড়ি থাকার কথা। মেয়েটা এক সময় এক নাইট ক্লাবে গান গাইত। শুনেছি আজকাল নাকি বেশ সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। পুলিশের আবির্ভাবে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে না যায়।

টম নেমে গেট খুলে আবার গাড়িতে বসল।

বিরাট বাড়িটার দিকে যেতে যেতে ঈর্ষার সঙ্গে সে বলল, লোকটা বেশ স্টাইলের মাথায় থাকে, কি বলেন?

ডেনিসন তেতো গলায় বললেন, দশ লাখ ডলার কামালে তুমিও চাইবে স্টাইলে থাকতে। ক্র্যামারের আছে পুরো চল্লিশ লাখ ডলার।

একজন মোটা, স্মিত চেহারার নিগ্রো মেয়ে দরজা খুলে দিল।

ডেনিসন বললেন, মিঃ ক্র্যামার আছে?

মিঃ ক্র্যামার বাড়ি নেই।

মিসেস ক্র্যামারকে ডেকে দিলেও চলবে। তাকে বল যে কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর (ফেডারেল বুরো) ইনসপেক্টর ডেনিসন এসেছেন। একরকম জোর করেই ডেনিসন ভেতরে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা নিগ্রো মেয়েটি সরে দাঁড়াল। অফিসার দুজন সুন্দর আসবাবপত্রে সাজানো প্রশস্ত লবিতে ঢুকল।

হেলেন ক্র্যামার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল দুজনকে দেখে থমকে গেল। অস্বস্তিভরে একটা হাত গলার কাছে উঠে গেল।

ডেনিসন ভারী গলায় বললেন, শুভসন্ধ্যা, মিসেস ক্র্যামার। আমরা হচ্ছি কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর অফিসার। মিঃ ক্র্যামার বাড়ি নেই বুঝি?

এক অসহায় আতংকে হেলেন শক্ত হয়ে উঠল। জিম অবসর নেবার পর থেকেই এরকম এক পরিস্থিতির জন্য সে ভয় পেয়েছে। নিজেকে কোনরকমে সামলে নীচে নেমে এল। নিগ্রো পরিচারিকাটিকে রান্নাঘরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করে।

হ্যাঁ, মিঃ ক্র্যামার বাইরে গেছেন। কী ব্যাপার বলুন তো?

তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি হচ্ছি ইন্সপেক্টর ডেনিসন,পাশের খোলা দরজা দিয়ে লাউঞ্জের দিকে তাকিয়ে, ঐখানে গিয়ে কথাবার্তাগুলো হলে ভাল হয়। বলেই তিনি লাউঞ্জটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন, তার পেছনে হাপার।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে হেলেন সে ঘরে ঢুকে বলল, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি নাকী হয়েছে?

আমি মিঃ ক্র্যামারের সঙ্গে দেখা করতে চাই–পুলিশী ব্যাপার। কোথায় গেছেন তিনি?

কেমন যেন কুঁকড়ে দুই হাত সহসা মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে এল হেলেনের।

উনি নিউ ইয়র্ক গেছেন। আমি–আমি ঠিক জানি না কোথায় গিয়ে উঠেছেন। নিজের ব্যবসার ব্যাপারে গিয়েছেন।

ডেনিসন মনে মনে বললেন পনেরো বছর আগে মেয়েটির চেহারা কত ভাল ছিল এখন অনেক বিবর্ণ হয়ে গেছে। আর খানিকটা ঘাবড়ে গেছে।

তিনি পুলিশী মেজাজে বললেন, একথা কি সত্যি, মিসেস ক্র্যামার, যে মো জেগেটি নামক একজন জেল ফেরৎ আসামী এবং কুখ্যাত অপরাধী হপ্তাদুয়েক আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

হেলেন একটা চেয়ারে বসে বলল, হ্যাঁ এসেছিল। সে আমার স্বামীর পুরনো বন্ধু। প্যারাডাইস শহরেনতুন একটা রেস্তোরাঁ খোলবার জন্য জায়গা খুঁজছিল। মো এ শহরে আসছে শুনে স্বভাবতঃই আমার স্বামী মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

ডেনিসন বিদ্রুপের স্বরে বললেন, জেগেটি খুলবে রেস্তোরাঁ? তাই বলেছেনাকি আপনাকে?

হ্যাঁ, সেইরকমই তো বলল।

আর আমি যদি জানাই যে গত কয়েক মাস মো একটি পঞ্চম শ্রেণীর হোটেলে এক তৃতীয় শ্রেণীর বেয়ারার কাজ করছে এবং নিজস্ব বলতে দশটা পয়সাও নেই, তাহলে কী আপনি খুব আশ্চর্য হবেন?

হেলেন শিউরে উঠে বলল, দেখুন, আমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। ও আমার স্বামীকে যা বলেছে, আপনাকে সেইটুকুই জানালাম।

দেখুন মিসেস ক্র্যামার, আপনার বা আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আপনার স্বামী এককালে খুব বড় দস্যু ছিলেন। আমরা তাকে ছোঁবার আগেই তিনি বুদ্ধি করে সেই জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি আবার হয়ত পুরোনো পেশায় ফেরার চেষ্টা করছেন। অবশ্য আমার মঙ্গলের জন্য আমি চাই যে তিনি আবার

সে চেষ্টা করুন। যাইহোক, তাকে জানিয়ে দেবেন, আমার নজর ওর ওপর আছে। কোনো অপকীর্তি করবার চেষ্টা করলেই বিপদে পড়বেন। বন্ধু হিসেবে একবার তাকে সাবধান করলাম আর দ্বিতীয়বার আমি আসব না। বুঝতে পেরেছেন? হার্পার, চলো এবার ওঠা যাক।

.

যখন ডেনিসন হেলেনের সঙ্গে কথা বলছেন, জিম ক্র্যামার সেই সময় লেক অ্যারোহেড হোটেলে এসে পৌঁছলেন। চমৎকার বিলাসবহুল হোটেল। বছরের ওই সময়ে ধনী খদ্দেরদের ভীড়ে ঠাসা থাকে।

ক্র্যামার হোটেল রেজিস্টারে সই করবার সময় নাম লিখলেন–আর্নেস্ট বেন্ডিকস। গত হপ্তায় বুদ্ধি করে তিনি টেলিফোন মারফৎ একটি কামরা রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর ঘর পেলেন। ঘরটির ব্যালকনি থেকে হ্রদ দেখা যায়।

পুলিশ দুটোকে ধোঁকা দিয়ে ক্র্যামার বেশ সন্তুষ্ট বোধ করছিলেন। তিনি আশা করছেন মো ও ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে পেরেছে। ব্যাগ থেকে জিনিষপত্র বার করে রেখে তিনি ব্যালকনিতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সেখানে বসে হ্রদের শোভা উপভোগ করে তারপর বসবার ঘরে গিয়ে টুইন ক্রীক ট্যাভার্নে একটা টেলিফোন কল বুক করলেন। ফোন পাবার পর তিনি মিঃ ম্যারিয়নের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন-মো এই ছদ্মনামে উক্ত হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছে।

সংক্ষেপে কথা হল দুজনের। কোনো সন্দিগ্ধ ব্যক্তি আড়ি পাতলেও তাদের কথা বুঝতে পারত না। কিন্তু ক্র্যামার ঠিকই বুঝে নিলেন যে সব ঠিকঠাক চলছে এবং ক্রেন ভাইবোন এসে পৌঁছেছে।

কাল ঠিকমত মাল ডেলিভারি দেওয়া হয়ে গেলে আমায় জানিও,বলে ফোন ছেড়ে দিলেন। হেলেনের কথা একবার মনে হয়েছিল কিন্তু ভাবলেন তিনি তো তাকে বলে এসেছেন যে সলি লুকাসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে নিউইয়র্ক যাচ্ছেন সে যেন চিন্তা না করে। তিনি জানেন হেলেন বোকা নয়। সে হয়ত তার কথার একবর্ণ বিশ্বাস করেনি। এখন তাকে ফোন করা বিপজ্জনক হবে।

ক্র্যামার ঘরেতেই ডিনার সারলেন। তারপর বাকি সন্ধ্যেটা ব্যালকনিতে বসে কাটালেন– মুখে জ্বলন্ত সিগার হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে সব দেখতে লাগলেন।

তিনি পরের দিন সকালেও রইলেন। এগারোটার একটু পরে মোর টেলিফোন এল। কাঁপা গলায় এমনভাবে বলছিল যেন তার দম আটকে আসছে।

মো বলল, মাল পাওয়া গেছে কিন্তু একটু গোলমাল বেঁধেছে।

তুমি এখন কোথায় আছো?

লো পাইন-এ। এক টেলিফোন বুথ থেকে কথা বলছি।

ক্র্যামার জানতেন যে হোটেলের লবিতে কয়েকটা টেলিফোন বুথ রয়েছে, যেগুলোর লাইন হোটেলের সুইচবোর্ডের ভেতর দিয়ে যায় না।

তুমি ওখানেই থাকো। তোমার নম্বরটা দাও। এক্ষুনি আবার তোমায় ফোন করছি।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটুকু বলাও বিপজ্জনক হল। হয়ত হোটেলের সুইচবোর্ডের কোনো এক অপারেটর লাইনে আড়ি পেতে আছে। কিন্তু কী গোলমাল বেঁধেছে তা জানা দরকার।

মো তাকে ফোন নম্বর জানিয়ে লাইন কেটে দিল।

লিফটে চড়ে ক্র্যামার নীচের জনাকীর্ণ লবিতে নেমে এলেন। কপালজোরে একটি টেলিফোন বুথ খালি ছিল। বুথে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মোর নম্বরটা ডায়াল করতেই সাড়া দিল সে।

কী হয়েছে? কীসের গোলমাল?

মো তাকে মোটর সাইকেলওয়ালা পুলিশটির ব্যাপার জানাল।

যদি কোনো কিছু ফাস হয়ে যায় তাহলে পুলিশটি চিতার পরিষ্কার বর্ণনা দিতে পারবে। আমাদের বরাত মন্দ, কিন্তু মেয়েটা পাগলের মত গাড়ি চালাচ্ছিল। পুলিশে ধরা বিচিত্র নয়।

কিন্তু ফাস হবে না। ঐখানেই এই কাজটার মজা। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারে পুলিশরা কিছুই জানতে পারবে না। ভ্যান ওয়াইলি মেয়েটা কী বলছে?

চিতা ওকে সামলে আছে–সেদিকে কোনো ঝামেলা নেই। অ্যাসিড দেখে ভয়ে ওর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম পুলিশের ব্যাপারটা তোমায় জানানো উচিত।

ঠিক আছে মো। তুমি এবার বেরিয়ে পড়ো। একঘণ্টার মধ্যে নষ্টনীড়ে পৌঁছে যাবে। আমি তোমায় সাড়ে বারোটায় ওখানে ফোন করব। তুমি পৌঁছেই টেলিফোনের তারটা জুড়ে দেবে। ওখানে পৌঁছেছে জানলেই আমি ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে কথা বলব।

নিজের কামরায় ফিরে ক্র্যামার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। কোনো কাজেই দেখছি নিশ্চিত হবার জো নেই, পুলিশের ঘটনাটি তাকে উদ্বিগ্ন করেছে। পুলিশটির যদি ফেঁপর দালালি করার অভ্যাস থাকে তাহলে হয়ত হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করে দেবে যে ভ্যান ওয়াইলির মেয়ে একজন নিম্নশ্রেণীর মেয়ের সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না ক্র্যামার, বারবার চোখ যাচ্ছে হাতঘড়ির দিকে। শেষে সাড়ে বারোটার কয়েক মিনিট আগেই টেলিফোন অপারেটরকে বললেন, নষ্টনীড়ের নম্বরটা দিতে।

অপারেটর জানাল, দুঃখিত। লাইনটা খারাপ আছে। আমাদের ইঞ্জিনীয়ার ইতিমধ্যে লাইন সারাবার জন্য ওখানে গেছেন। আপনি ঘন্টাখানেক পরে আবার চেষ্টা করুন।

অপারেটর মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলো। এবার বোঝা যাচ্ছে ঘটনার গতি তার অনুকূলে নয়। হয়ত জেলডার কেশ পরিচর্যাকারী ভ্যান ওয়াইলিকে ফোন করে জানাবে যে তার মেয়ে এখনো এসে পৌঁছোয়নি। তিনি খোঁজ নেবেন কান্ট্রি ক্লাবে কারণ, তিনি জানেন চুল বাঁধা শেষ হলে জেল ওখানে লাঞ্চ সারে। সেখানেও যদি শোনেন যে সে আসেনি, তাহলে তিনি হয়তো পুলিশে খবর দেবেন। সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

মো কি পরিস্থিতিটা সামলাতে পারবে? লাইন কাটা দেখলে ইঞ্জিনিয়ার কি ভাববে? সে কি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে?তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, মোর ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। মো এবং চিতা জেলডাকে নিয়ে নষ্টনীড়ে পৌঁছে গেছে। ভ্যান ওয়াইলি পুলিশে খবর দেওয়ার আগেই তাকে ফোন করা দরকার।

নোটবুক থেকে ভ্যান ওয়াইলির ফোন নম্বর বের করে ডায়াল করে হঠাৎকানেকশানটা কেটে দিলেন। এঅঞ্চলে ভ্যান ওয়াইলির প্রতিপত্তি বিরাট। ফোনটা কোথা থেকে এসেছেতিনি অনায়াসে বার করতে পারবেন। তারপর তদন্ত চালালেই দফারফা।

বুথ থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে ক্র্যামার একটা ট্যাক্সী ধরে ড্রাইভারকে বললেন, মেন স্ট্রীটে নিয়ে যেতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে জেনারেল পোস্ট অফিসে পৌঁছে সেখান থেকে তিনি ভ্যান ওয়াইলির নম্বর ডায়াল করলেন।

অপরপ্রান্তে একজন বলল, মিঃ ভ্যান ওয়াইলির বাড়ি থেকে কথা বলছি।

আমি ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে কথা বলতে চাই। জরুরী দরকার–মিস ভ্যান ওয়াইলির সম্পর্কে কিছু বলবার আছে।

আপনার নামটা কি?

উনি আমায় চিনবেন না। আমি তার মেয়ের জনৈক বন্ধু। আমার নাম ম্যানিকিন।

একটু ধরুন দয়া করে।

সবে ফিরে জন ভ্যান ওয়াইলি পড়বার ঘরে বসে সকালের ডাকে আসা একরাশ চিঠিপত্রে চোখ বোলাচ্ছেন। সামনের ডেস্কের ওপর বড় এক গ্লাস মার্টিনি রাখা আছে।

তার পরিচারক ফেলোস দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল যে, মিঃ ম্যানিকিন নামে একজন ফোন করছেন।

স্যার, উনি বলছেন যে মিস জেলডার সঙ্গে নাকি ওর পরিচয় আছে।

জন ভ্যান ওয়াইলি এক খর্বাকৃতি ভারী চেহারার মানুষ। চওড়া ধাঁচের মুখ, ছোট ছোট চোখে কঠিন দৃষ্টি। চওড়া কর্তৃত্বব্যঞ্জক চোয়াল। তিনি যেমন মানুষ তার চেহারাও তেমনি এক প্রাক্তন ওয়াগন ড্রাইভারের সন্তান। যিনি একটি টাকাকে অনায়াসে দশ টাকায় পরিণত করতে পারেন এবং উপার্জনের পন্থা সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র বাদ-বিচার নেই।

তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। আজ পর্যন্ত জেলার কোনো বন্ধু তাকে সরাসরি টেলিফোন করেনি। টেলিফোনের কাছে গিয়ে বাঁহাতে ফোনের লাইনের সঙ্গে একটা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে ডান হাতে রিসিভার তুললেন।

বলুন।

মিঃ ভ্যান ওয়াইলি?

হ্যাঁ।

আপনার মেয়ের বিষয়ে কথা আছে। আপনার ব্যস্ত হবার কিছু নেই–আপনার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। সে নিরাপদে আছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে অক্ষতদেহে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য আপনি যদি পুলিশে খবর না দেন বা আমাদের নির্দেশের কোনোরকম খেলাপ না করেন, তাহলে আর আপনার জীবনে ইহজীবন দেখবেন না। আমাদের বিরাট দল–আপনার বাড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে, আপনার টেলিফোনও ট্যাপকরা হয়েছে। আপনি কোন কিছু করবার চেষ্টা করবেন না। কাল আবার আপনাকে ফোন করব আমি। ক্র্যামার ফোন রেখে চটপট ট্যাক্সী স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সী নিয়ে হোটেলে ফিরলেন।

খানিকক্ষণ জন ভ্যান ওয়াইলি নিশ্চল হয়ে গেল। মুখ বিবর্ণ দেখাল। কিন্তু অধরোষ্ঠ সহসা এক কুৎসিত ও নিষ্ঠুর রূপ নিল। রিসিভার নামিয়ে শক্ত গলায় বললেন, অ্যানড্রুজকে পাঠিয়ে দাও।

দুমিনিটের মধ্যেই মেরিল অ্যানড্রুজ, ভ্যান ওয়াইলির সেক্রেটারী দীর্ঘ তামাটে, পোড় খাওয়া চেহারার একজন টেক্সান, পরনে স্পোর্টস শার্ট ও নীল রঙের জীনস্, ঘরে ঢুকল। ভ্যান ওয়াইলি তখন ফোনে টেলিফোন অফিসের সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলছেন।

ভদ্রমহিলা জানালেন, ফোনটা জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে এসেছিল। ওখানকার এক পাবলিক বুথ থেকে।

ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্যান ফোন ছেড়ে অ্যানড্রুজের দিকে ফিরে, এইমাত্র একটা লোক আমায় ফোন করে জানাল যে জেলডাকে অপহরণ করা হয়েছে। ওর চুল বাঁধবার দোকানে এবং কানট্রি ক্লাবে খোঁজ নাও। জেনে নাও জেলডা ওখানে গিয়েছিল কি?

ভ্যান ওয়াইলি জানালার দিকে গিয়ে দুহাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। অ্যানড্রুজ চটপট ফোন দুটো সেরে জানাল যে, মিস জেলডা চুল বাঁধতে যাননি। আর কানট্রি ক্লাবেও যাননি। পুলিশে খবর দিই?

ভ্যান ওয়াইলি বিকৃত গলায় বললেন, না, কাউকে কিছু বলল না। এখন বাইরে যাও। আমার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে।

.

০৬.

নষ্টনীড়ের বারান্দায় রিফ দাঁড়িয়েছিল। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে হিপ পকেটে রাখা ডারমটের অটোমেটিক রিভলবারটা ধরল।

বারোটা বাজে, রিফ সামনের ঘরটায় ডারমট এবং তার ছেলে-বৌকে পুরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের জানালা খোলা ছিল। তাছাড়া আর বেরোবার রাস্তা নেই। রিফ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে সবকটা জানালাই দেখা যায় সুতরাং তার দুশ্চিন্তা নেই। একটি মোক্ষম ঘুষিতেই সে ডারমট এবং তার বৌ-এর সব সাহস উড়িয়ে দিয়েছে।

ভিয়েতনামী লোকটাকে খুন করে রিফ ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছে। তার মতে এটা হচ্ছে ছিঁচকে চোর থেকে এক ধাক্কায় ডাকাত হবার ফল। পুঁচকে লোকটাকে অত জোরে মারবার জন্যে নিজেকে গালাগাল দিচ্ছিল। ডারমটের সাইজের একজন তার হাতের মোক্ষম মার সামলাতে পারে, কিন্তু ঐরকম ক্ষুদে লোক কী করে সহ্য করবে। রিফ ঠিক করল মো-কে চাকরটার ব্যাপারে কিছু বলবে না। মো যতই চালাক হোক না কেন, ভেতরটা তার খুবই নরম। সে হয়তো ঐ সংবাদে। ক্ষেপেই যাবে।

কয়েক গজ দূরে গাড়ি থামল। মো গাড়ি চালাচ্ছিল, পেছনের সীটে চিতা আর চুরি করা মেয়েটা।

কৌতূহলের সঙ্গে রিফ মেয়েটির দিকে তাকাল। কিন্তু সে এর চেয়ে রূপবতী কাউকে আশা করেছিল। মেয়েটি গাড়ি থেকে নামলে তার প্রশস্ত নিতম্বের দিকে তাকিয়ে ভাল তাহলে চেহারাটা তেমন কিছু খারাপ নয়।

মো গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, সব ঠিক আছে তো?

কোনো গোলমাল নেই–তোমার খবর ভাল তো?

হ্যাঁ, কিন্তু আমি বরং গাড়িটাকে লুকিয়ে ফেলি। গ্যারেজটা কোথায়?

রিফ আঙুল দেখিয়ে বলল, ভেতরে অনেক জায়গা আছে।

গ্যারেজের দিকে মো চলে গেল। রিফ চিতার দিকে তাকাল। চিতা জেলডার পাশে দাঁড়িয়েছিল, রিফ তাকাতেই চিতা জানাল সব ঠিক আছে। জেলডা এতক্ষণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে রিফের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে নিশ্চিন্ত যে মো তাকে যা বলেছে তাতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। যতক্ষণ না তার বাবার কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায় ততক্ষণ শুধু তাকে আটকে থাকতে হবে। জেলডা এই কালো চামড়ার পোশাক পরা নোংরা চেহারার লোকটিকে দেখে ভীষণ অবাক হয়েছিল। সিনেমার পর্দায় সে অনেকবার এইরকম ডাকাতদের দেখেছে। যাদের দেখলেই শরীরের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

মেয়েটার সারা মুখে কেমন লাল রং ছড়িয়ে চোখ কেমন ঘন হয়ে এল। রিফ বুঝল যে মেয়েটা তাকে দেখে বেশ বিচলিত হয়েছে। রিফ বলল, আমার নাম রিফ। তোমার নামটা কি সখি?

জেলডা ভ্যান ওয়াইলি। তুমিও আছে নাকি এর মধ্যে?

নিশ্চয়ই সখি, আমরা সবাই আছি এর মধ্যে। এসো, তোমার নতুন বাসাটা একটু দেখে শুনে নাও। কয়েক পা এগিয়ে জেলার বাহু চেপে ধরল।কাছাকাছি আসতেই জেল দেখল তার ময়লা কাঁধ। নোংরা নখের ডগা আর তার কদমছাট চুলের ওপর ধুলো রাশি।

ঘেন্নায় সে নাক কুঁচকে, ছিটকে সরে এল। জেলডা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার গায়ে হাত দিও না। তোমার–তোমার গায়ে বিচ্ছিরি গন্ধ।

রিফের মুখের ধূসর চামড়ার নীচে পেশীগুলো ফুলে উঠল। তার চোখ ধারালো হল, অধরোষ্ঠ সুকঠিন হল।

চিতা বুঝতে পারল গতিক সুবিধের নয়, শান্ত থাক রিফ। শুনতে পাচ্ছিস? ঢের হয়েছে।

রিফের চোখে ভয়াবহ হিংস্রতার আগুন দেখে জেলডা কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

চিতা চেঁচিয়ে উঠল, রিফ, থেমে যা! মো আসছে।

ঠিক আছে সখি, আমার মনে থাকবে। অনেক সময় হাতে আছে–আমার মনে থাকবে।

মো এসে বলল, এখানে কি করছ তোমরা? ওকে ভেতরে নিয়ে যাও।

জেলডাকে নিয়ে চিতা বাড়ির ভেতরে ঢুকল। রিফের দৃষ্টি জেলডার পেছনের দিকটায়।

মো জিজ্ঞেস করল, ডারমটদের কী করলে?

ওদেরকে সামনের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছি। লোকটা একটু সাহস দেখাবার চেষ্টা করেছিল তাই এক ঘা লাগাতে হয়েছে। এখন আর ঝামেলা করবে না।

কুকুরটা?

কোনো অসুবিধে হয়নি। পুতে দিয়েছি।

চাকরটা?

চাকরদের কেবিনটা দেখিয়ে রিফ বলল, ওখানে আটকে রেখেছি। আমায় দেখেই ভয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পালাবার চেষ্টা করবে না।

তুমি এবার টেলিফোনের তারটা জোড়া দাও। কর্তা এক্ষুণি ফোন করবে।

রিফ হুকুম জিনিসটা সহ্য করতে পারে না। বলল, হবে না। কেটে দিয়েছিলাম। কিন্তু জোড়া লাগাবার মত তার নেই।

মো অধৈর্যভাবে বলল, গ্যারেজের মধ্যে দ্যাখো না একবার। ওখানে নিশ্চয়ই কয়েক টুকরো তার পাবে। লাইন ঠিক করতেই হবে। চটপট করো। বলেই সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

রিফ ভেবে দেখল এত তাড়াতাড়ি মোর সঙ্গে ঝগড়া বাধানো ঠিক হবে না। অলস পদক্ষেপে গ্যারেজের দিকে গেল।

পড়বার ঘরে খাটের ওপর ভিক্টর ডারমট শুয়েছিল। গাড়ির আওয়াজ তার কানে গেল। মাথা ভীষণ ব্যথা করছে। আর মুখের ডানপাশটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তিনঘন্টা হল তার জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু এখনও হাত পা অসাড় হয়ে আছে। ক্যারী পাশে বসে একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে উদ্বিগ্ন চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। ভিক্টর গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওঠবার চেষ্টা করল।

ক্যারী উঠে বলল, শুয়ে থাকো তুমি, আমি দেখছি।জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই সে দেখল রিফের সামনে চিতা ও জেলড়াদাঁড়ানো। তারপর দেখল মো গাড়ি চালিয়ে গ্যারেজের দিকে গেল। আরো তিনজন এলো। উঃ ভিক! এসব কী হচ্ছে? এরা কারা?

ভিক্টর আস্তে আস্তে উঠে বসল। মাথাটা বনবন করে ঘুরে গেল তারপর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল। সে ক্যারীর পাশ দিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।

তখন রিফ জেলডার সঙ্গে কথা বলছে। ভিক্টর চিতার ও জেলডার দিকে তাকাল।

ভিক্টর বিড়বিড় করে বলল, অসম্ভব ঐ মেয়েটা কিন্তু তা কি করে হতে পারে। ঠিক যেন ভ্যান ওয়াইলির মেয়ের মত দেখতে। তুমি তো জানো ক্যারী–ও এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বিত্তশালী মেয়েদের একজন। ওর নামটা বোধহয় জেলডা–তাই না?

দমবন্ধ গলায় ক্যারী বলল, ঠিক বলেছ। বারবার মনে হচ্ছিল মেয়েটাকে কোথায় যেন দেখেছি। ওকে নিশ্চয় চুরি করে এখানে আনা হয়েছে।

বরফজলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা স্পঞ্জটা নিয়ে মুখের পাশে চেপে ধরতে ধরতে বলল, ওরা বোধহয় মেয়েটাকে এখানে লুকিয়ে রাখার মতলবকরছে।চমৎকার মতলব। এরকম এক জায়গায় তল্লাসী চালাবার কথা কে ভাববে?

ক্যারী বলে উঠল, আরেকটা গাড়ি আসছে। ভিক্টর তাকিয়ার ওপর গা এলিয়ে দিল। তার মাথায় দপদপ করছে। এমন সময় খোকা ফুঁপিয়ে–কেঁদে উঠল। ক্যারী সেদিকে ছুটল।

দ্রুতপদে রিফ লাউঞ্জে গেল। জেলডা ও চিতা বসেছিল। মো ককটেল টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একপাত্র পানীয় তৈরী করছিল।

রিফ বলল, একটা গাড়ি আসছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।

মো জানালার কাছে গেল। ডানহাতের আঙুলগুলো নার্ভাস ভঙ্গিতে একবার কোটের নীচে খাপের মধ্যে লুকানো পিস্তলটা স্পর্শ করল। সে চিতার দিকে ফিরে বলল, তুমি পরিচারিকার ভূমিকানাও। কেউ যদি আসে,দরজা খুলে বলবে ডারমটরা বেরিয়েছে। আমরা তোমার পেছনেই থাকব। জেলডাকে বলল, একটা আওয়াজ করেছ কি মজা দেখিয়ে দেব।

রিফ হেসে বলল, না না, আওয়াজ করবে কেন? কী বলো সখি?

জেলডা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রিফ বঙ্কিম হেসে বলল, ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, দাঁড়াও সখী, আমিতোমাকে শায়েস্তা করছি। আমি–।

মো গর্জে উঠল, চুপ করো। ডারমটদের পাহারা দাও। তারা যেন চুপচাপ থাকে। আমি এখানেই আছি।

রিফ লবি পেরিয়ে পড়বার ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

চিতা বলল, টেলিফোন মেরামত করবার ট্রাক একটা।

মো চাপা গলায়, নিশ্চয়ই টেলিফোনের তার চেক করতে এসেছে। যদি দেখে যে তার কাটা

চিতা চড়া গলায় বলল, আঃ ঠাণ্ডা হও বাপু। ওদেরকে আমি সামলে নেব।

বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল, ছাদের ওপর একটা বড় মই। ভেতরে দুজন কমবয়েসী ইঞ্জিনিয়ারা বসে আছে। চিতা এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলল।

লেক অ্যারোহেড হোটেলের লবি পেরিয়ে ক্র্যামার গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান তাকে সেলাম করে বলল, আপনার গাড়ি তৈরী। স্যার, আপনার তো দুদিনের জন্য দরকার। তাই না?

দারোয়ানের হাতে একটা পাঁচ ডলারের নোট গুঁজে দিতে দিতে ক্র্যামার বললেন, হুম। তার পরেও যদি দরকার থাকে, তোমায় জানাব।

গাড়ি পার্ক করবার জায়গায় দারোয়ানটি ক্র্যামারকে নিয়ে গিয়ে একটা বুইক কনভার্টিবল গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

যে কোন সময় গাড়ির দরকার হলে আমায় বলবেন স্যর।

ক্র্যামার স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শহরের দিকে গাড়ি ছোটালেন।

দুপুর তিনটের কয়েক মিনিট পরে ক্র্যামার নষ্টনীড়ের গেটের সামনে এসে পৌঁছলেন। গাড়ি থামিয়ে গেট খুলে গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে আবার গেট বন্ধ করলেন।

বুকের বাঁদিকের ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে ক্র্যামার অনুভবকরলেন তার অত্মবিশ্বাস ক্রমেই কমে আসছে।বয়েস বাড়ছে। যদি কোনো গণ্ডগোল বাঁধে? এতদিন ধরে দস্যুবৃত্তি করে শেষে যদি জেলে ঢুকতে হয়। এখন আর উপায় নেই। মোর ওপর তার বিশ্বাস আছে। প্ল্যানটাও নিখুঁত হয়েছে। কোনো গোলমাল হবে না।

ক্র্যামার দেখলেন রিফ বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে, দুপা রেলিঙে ভোলা। ক্র্যামার গাড়ি। থেকে বেরোতেই সে উঠে দাঁড়াল।

গম্ভীর গলায় ক্র্যামার বলেন, গাড়িটা সরিয়ে ফেল। মো কোথায়?

সদর দরজার দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে বারান্দার রেলিং ডিঙিয়ে নেমে গাড়িতে বসে গ্যারেজের দিকে চালিয়ে দিল।

ক্র্যামার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, এমন সময় মো দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর ক্র্যামার কড়া গলায় কী খবর?

মো বলল, সব ঠিক আছে। মেয়েটা ভেতরে। ডারমটদের নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি। একজন টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার লাইন দেখতে এসেছিল, চিতা তাকে ম্যানেজ করে নিয়েছে। কোন ঝামেলা নেই।

একটা প্রশস্ত, নিশ্চিন্ত হাসি হেসে বলল, আমার প্ল্যানিং-এ কখনও ফাঁক থাকে না, কী বল? ডারমট কোথায়? ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

পড়বার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে মো বলল, ঐখানে আছে। ওর বৌয়ের সঙ্গে।

ক্র্যামার এগোতেই মোবলল, এক মিনিট–জিম। লোকটা একটু ঘায়েল হয়েছে। রিফ তাকে এক ঘা দিয়েছে।

ক্র্যামারের মুখ লাল হয়ে গেল। মার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, মেরেছে? কী বলছ তুমি?

তা লোকটা একটু বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল। রিফ অগত্যা তাকে ঠাণ্ডা করতে বাধ্য হয়েছে।

টুপি খুলে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে ক্র্যামার বললেন, কেমন আছে সে?

এখন ভালই আছে, তবে রিফের ঘুষির জোর বড় বেশী।

ক্র্যামার অসন্তোষ প্রকাশ করে তারপর পড়বার বড় ঘরটায় ঢুকলেন।

ভিক্টর আর ক্যারী পাশাপাশি বসেছিল। বয়স্ক বিশালাকৃতি মানুষটিকে দেখে ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

ক্র্যামার তার ব্যবসায়ীসুলভ ছদ্ম আন্তরিক গলায় বললেন, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। শুনলাম আমার এক সহকারী নাকি একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। আমি দুঃখিত।

ভিক্টর বলল, কে আপনি? এই সব গুণ্ডাগুলো এ বাড়িতে কী করছে আমায় বলবেন?

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ক্র্যামার বসে, ক্যারীর দিকে একটু মাথা হেলিয়ে বললেন, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মিসেস ডারমট। এ সবকিছুর জন্য আমি দুঃখিত এছাড়া আমার উপায় ছিল না। মিঃ ডারমট, আপনার বরাত খারাপ যে এ বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন। আপাততঃ আশা করছি যে আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন। আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আমি পুরো ব্যাপারটা বলছি। তারপর আপনি বিবেচনা করে দেখুন আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন কিনা।

দৃষ্টি বিনিময় করল ক্যারী ও ভিক্টর। তারপর রাগ সামলিয়ে ভিক্টর বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বসুন, সব ব্যাপারটা আমার সত্যিই জানা দরকার।

পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মেয়েদের একজনকে আমি চুরি করে আনতে পেরেছি। আমার আন্দাজমত মেয়েটির বাবার কাছ থেকে চল্লিশ লক্ষ ডলার মুক্তিপণ চাওয়া যাবে। মুক্তিপণ নিয়ে দরদস্তুর করার সময়, মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখবার জন্য আমাদের একটা গোপন আস্তা দরকার। এ কাজের জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা পাওয়া খুব শক্ত। মিঃ ডারমট ব্যাপারটা আমি সংক্ষেপে সারছি। আপনাকে আমি নির্বাচিত করেছি টাকাটা মিটিয়ে দিতে রাজি করবার জন্য। টাকাটা সংগ্রহ করে আমার হাতে এনে দেওয়ার ভারও আপনার ওপর থাকবে।

শক্ত হয়ে গেল সর্বাঙ্গ ভিক্টরের। কী যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ক্র্যামারের শয়তানি চোখের দৃষ্টি কারীর ওপর স্থির দেখে সে থেমে গেল।

ক্র্যামার বললেন, আপনাদের বোধহয় একটি বাচ্চা আছে–ছেলে তাই না? বাচ্চাদের আমি ভালবাসি। একটি বাচ্চা বিপদে পড়ুক এ আমি কখনও চাই না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?

শান্ত গলায় ভিক্টর বলল, পেরেছি বোধহয়–যদি আপনার কথামত না চলি, তাহলে আমার ছেলে তার প্রতিফল পাবেকি বলেন?

প্রশস্ত হাসি হেসে ক্র্যামার বললেন, আপনার মত মানুষের সঙ্গে কারবার করা সত্যিই বড় আনন্দের, মিঃ ডারমট। আপনি হচ্ছেন চটপটে, বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী। ঐ যে রিফ ছোকরা বড় গোঁয়ার, আর ওকে পুরোপুরি সামলানো আমার কর্মনয়। আপনার ওপর

দেখছিহাতও চালিয়েছে। হাত চালানোর ব্যাপারে ওর কোনো বাছবিচার নেই–তা সে ছেলেই হোক, মেয়েই হোক আর বাচ্চাই হোক।

রিফের চেহারা ভিক্টরের চোখে ভেসে উঠল। বস্তির নর্দমা থেকে উঠে আসা এক ঘৃনিত কীট-ওর অসাধ্য কিছু নেই। এখন তার কর্তব্য ক্যারী ও খোকাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা।

ভিক্টর বলল, আমি চেষ্টার ক্রুটি করব না, অবশ্য আদৌ যদি ভ্যান ওয়াইলিকে টাকা দিতে রাজী করানো সম্ভব হয়।

ভীষণ হিংস্র গলায় ক্র্যামার বললেন, ভ্যান ওয়াইলির কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?

মেয়েটাকে আমি চিনতে পেরেছি। এ অঞ্চলে ওকে কে না চেনে। আমাকে কি করতে হবে বলুন।

ক্যারী বলল, না ভিক! ও কাজ তুমি কখনো-।

তার দিকে তাকিয়ে ভিক্টর মাথা নাড়ল। তার চোখের দৃঢ় দৃষ্টি দেখে ক্যারী চুপ করে গেল।

ক্র্যামার বললেন, আপনার কোনো বিপদ হবে না। আপনি কেবল ভ্যান ওয়াইলিকে বুঝিয়ে বলবেন যে, তিনি যদি টাকা না দেন তাহলে ইহজীবনে আর মেয়েকে দেখতে পাবেন না। তার কাছ থেকে আপনি চার লক্ষ ডলারের দশটি চেক নেবেন। ভ্যান

ওয়াইলির যা আর্থিক প্রতিপত্তি, তাতে চেকগুলো ভাঙাতে অসুবিধে হবে না। মিঃ ডারমট, আপনার পরবর্তী কাজ হবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গিয়ে চেকগুলো ভাঙানো। আমি বেশ কয়েকটা ব্যাংকের নাম লিখে দেব। তারপর আপনি এসে টাকাটা আমার হাতে তুলে দেবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে মিস ভ্যান ওয়াইলিকে ছেড়ে দেব। আপনিও নিশ্চিন্তে নাটকটি শেষ করতে পারবেন। কাজটা তেমন কিছু শক্ত নয়, কী বলেন?

সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।

ক্র্যামার এক কঠোর কুৎসিত মুখে বললেন, যদি আপনি ভ্যান ওয়াইলিকে বুঝিয়ে রাজী করাতে না পারেন, টাকা না দিলে তার মেয়েকে খুন করা হবে। পুলিশে খবর দেবেন না তাহলে কিন্তু আপনার স্ত্রী ও ছেলে ভীষণ বিপদে পড়বে। ঐ টাকাটা আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার এখন যা অবস্থা, তাতে দয়ামায়া দেখালে চলবে না। আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, যদি কোন গণ্ডগোল বাধে তা আপনার দোষেই হোক আর ভ্যান ওয়াইলির অবাধ্যতার জন্যেই হোক–তাহলে প্রথমেই বিপদে পড়বে আপনার স্ত্রী ও ছেলে। ভেবে দেখুন, রিফের মত এক শয়তান একটা বাচ্চার ওপর কীনা করতে পারে। আত্মরক্ষার ক্ষমতা যার নেই, তার ওপর গায়ের জোর ফলাতে ও বেশী আনন্দ পায়। আমার বক্তব্য আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমার ষড়যন্ত্র যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আপনাদের তিনজনকে রিফের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে পড়ব। অতএব, খুব সাবধান। আপনারা দুজনে কথা বলে দেখুন। কাল সকালে আপনাকে ভ্যান ওয়াইলির কাছে যেতে হবে। সব টাকা যোগাড় করতে তিনদিন লাগবে। তারপর এখানে ফিরে আসবেন। সবকিছু ঠিকঠাক ভাবে হলে আমরা তখনই বিদায় নেব। আর যদি কোনো গোলমাল বাধে... একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে তিনি দরজার দিকে চললেন।

ভিক্টর বলল, দাঁড়ান একটু। আমার চাকরের কী অবস্থা, বলবেন একটু?

কী আবার হবে। ভালই আছে।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তার শোবার ঘরে রক্ত-উধাও হয়ে গেছে লোকটা।

ক্র্যামারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। দরজা খুলে, রিফ! তার গভীর ও ভারী গলায় সারা বাড়ি গমগম করে উঠল।

রিফ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চলে এল।

আমাকে ডাকলেন।

ক্র্যামার কড়া গলায়, ভিয়েতনামী চাকরটা কোথায়? কী হয়েছে তার?

চাকরদের কেবিনের দিকে ইঙ্গিত করে রিফ বলল, ওর ভেতরে আছে।

ভিক্টর বলল, মিথ্যে কথা। ও ঘরে নেই।

রিফ বিশ্রীভাবে হেসে, কী ইয়ার। আরেক ঘা বসাব নাকি?

ক্র্যামার বললেন, থামো। ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ভিক্টরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিফও বেরিয়ে গেল। লবিতে এসে ক্র্যামার বললেন, কী করেছ চাকরটাকে?

একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাই এক ঘা লাগাতে একটু রক্ত পড়েছিল। এখন ভাল হয়ে গেছে।

ক্র্যামারের মাথায় এখন অনেক চিন্তা। একটা চাকরকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন নেই।

মো শোবার ঘর থেকে বেরোচ্ছিল। ক্র্যামার ইঙ্গিতে ডেকে, আজ রাতটা আমি এখানেই থাকব। জায়গা হবে তো?

নিশ্চয়ই। অনেক জায়গা আছে।

ভ্যান ওয়াইলির মেয়েটা কোথায়?

চিতা ওকে পাহারা দিচ্ছে।

পালাবার সম্ভাবনা নেই তো?

কোনো সম্ভাবনা নেই।রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছতে পাকা পনের মাইল হাঁটতে হবে। এই জায়গাটা বাছা চমৎকার হয়েছে।

তারা শোবার ঘরে ঢুকল। আর রিফ বারান্দায় বেরিয়ে ক্ষুদৃষ্টিতে একশ গজ দূরে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে সে ডি-লংকে কবর দিয়েছে।

অপহরণের পর ভাইবোনের মধ্যে প্রথম কথাবার্তা হল মধ্যরাত্রে।

বারান্দার শেষপ্রান্তে ইজিচেয়ারে রিফ বসেছিল। যে ঘরদুটোতে ডারমটরা এবং জেলড়া ঘুমুচ্ছে, তাদের প্রত্যেকটি জানালার ওপর ওখান থেকে নজর রাখা যায়।

চিতা এসে চেয়ারের পায়ার কাছে মেঝের ওপর বসে পড়ল। রিফ ওকে সিগারেট দিল।

অমন উসখুস করছিস কেন? ঐ মেয়েটার কথা ভাবছিস?

বিদ্রুপের ভঙ্গিতে রিফ বলল, তোর কি মনে হয় আমি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি!

আমার তো সেইরকমই মনে হচ্ছে।

চেপে যা। আজ পর্যন্ত আমার মাথা কোন মেয়ে ঘোরাতে পারেনি।

নিঃশব্দে দুজনে সিগারেট খাচ্ছে। চিতা বুঝল যে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। ব্যাপারটা শোনবার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। তার ভাই চিরকাল নিজের সব ঝামেলার কথা তাকে খুলে বলে। কিন্তু দশমিনিট পরেও যখন কিছু বলল না তখন চিতা বলল, আচ্ছা আমি তাহলে শুতে চললাম। তোর পরে তো জেগেটির পাহারা দেবার পালা, তাই না?

হুম। চিতা ওঠবার সময় সে বলে ফেলল, ঐ হলদে চামড়ার লোকটা

চিতা বুঝল, এবার রিফ পেটের কথা বলবে। তাই সে চেপে বসল।

ওকে এবার কিছু খাবার পৌঁছে দিতে হবে। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

রিফ বলল, তাই নাকি? আমার তো সেরকম মনে হচ্ছে না। লোকটা মরে গেছে।

পাথরের মত স্থির হয়ে চিতা ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইল।

মরে গেছে। কী হয়েছিল?

লোকটা চেঁচাতে যাচ্ছিল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে খুব জোরে মেরে দিয়েছি, হাতে আবার চেন জড়ানো অবস্থায়। শালার মাথাটা একেবারে পচা ডিমের মত ফেটে গেল।

ঘর্মাক্ত হাতদুটো স্কার্টে মুছতে মুছতে চিতাবুঝল যে এবার তারা সত্যিকারের বিপদে পড়েছে। চিতা একটু সহজ হয়ে বলল, মড়াটাকে নিয়ে কি করেছিস?

সামনে বালুর প্রান্তরে পুঁতে দিয়েছি।

যদি ওরা কোনদিন জানতে পারে যে লোকটা খুন হয়েছে তাহলে আর ক্র্যামার পুলিশের ঝামেলা এড়াতে পারবে না।

রিফ খিঁচিয়ে বলল, আমার ও কথাটা আগেই খেয়াল হয়েছে। বললাম তো, আমার তো কোনো দোষ নেই। ঘুষিটা একটু জোরে লেগে গিয়েছিল, এই যা।

চিতা ভাবল-মেয়ে চুরি। তারপর শেষে নরহত্যা।

তুই প্রতিদিন ঐ চাকরদের কেবিনে খাবার নিয়ে যাবি। জেগেটিকে বরং বুঝিয়ে দিস যে লোকটা তোকে দেখে ফেলেছে। কিন্তু তাকে বা আমাকে দেখেনি। দলের আর কারো মুখ যদি ও না চিনে রাখে তাতেই আমাদের মঙ্গল। কথাটা জেগেটি নিশ্চয়ই মেনে নেবে। এতে আমরা আরো দিন দুয়েক সময় হাতে পাব।

রিফ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সামলানো যাবে বলে মনে হয় না, লোকটা যে সত্যিই আমার হাতে খুন হয়েছে।

চিতা বলল, ভেবে দেখতে হবে। দোষটা জেগেটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। পুলিশ ওকে চেনে কিন্তু আমাদের চেনে না।

রিফ খেঁকিয়ে উঠল, হয়েছে, চেপে যা। চাকরটা কখন টেঁসেছে তা ওরা বার করে নেবে। লোকটা মরবার পনেরো ঘণ্টা পরে মো এখানে পৌঁছেছে। পুলিশ অত বোকা নয়।

ভেবে দেখি–রিফ-মেয়েটার সঙ্গে তুই ঝামেলা বাধাস না।

রিফ হিংস্র ভাবে বলল, মেয়েটাকে আমি শায়েস্তা করব। কোনো শালী আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে রেহাই পায় না। তুই এর মধ্যে নাক গলাতে আসিসনা। ওকে আমি ভালভাবেই শায়েস্তা করব।

উঠে দাঁড়িয়ে চিতা বলল, ওর গায়ে হাত দিলে বিপদে পড়বি। আমাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ। ইতিমধ্যেই আমরা যথেষ্ট বিপদে পড়েছি। এর ওপর তুই যদি

মেয়েটাকে নিয়ে ঝামেলা করিস রেহাই পাবার উপায় থাকবে না। মেয়েটার কথা ভুলে যা। কী আছে মেয়েটার মধ্যে? চেহারাও তো আহামরি কিছু নয়।–তুই চাকরটার কথা কী বলবি ঠিক করে নে। আমি এখান থেকে পুরো দশ হাজার ডলার নিয়ে বেরোতে চাই, এবং সে টাকা খরচও করতে চাই। বলে চিতা ভেতরে চলে গেল।

শোবার ঘরে ভিক্টর ও ক্যারী পাশাপাশি শুয়ে ছিল। ক্যারী চাইছিল স্বামীর যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকতে, তাদের বিছানার পাশে ঘুমন্ত খোকা শুদ্ধ ছোট খাটটা রয়েছে।

দুজনের একজনও ঘুমোতে পারছে না। ক্যারী বলল, তুমি এ কাজ করো না ভিক। তুমি কখনও ঐ লোকটার দালাল হিসেবে কাজ করতে পারো না। তুমি কি বুঝতে পারছ না কথাটা?

অস্বস্তির সঙ্গে ভিক্টর বলল, ভ্যান ওয়াইলিদের নিয়ে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেই আমায় এ কাজ করতে হবে। লোকটা আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না। ক্যারী–আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ডি-লং মারা পড়েছে।

না, না। কী বলছ তুমি?

মারা না পড়লেও সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ওর কেবিনে রক্ত জমেছিল। গুণ্ডাটার হাতে সত্যি জোর আছে। নিজের ক্ষতে হাত বুলিয়ে, যদি এতটা জোরে ডি-লংকে মেরে থাকে

চুপ করো ভিক।

এ লোকগুলো পাকা অপরাধী। মোটা লোকটাকে আমি চিনি না, তার ঐ ছোকরা গুণ্ডাটার চেয়ে কিছু কম শয়তান নয়। ওর কথামত না চললে তোমার বা খোকার গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করবে না। সুতরাং ওর কাজ আমায় করে দিতেই হবে।

ক্যারী বলল, কিন্তু ভিক্ ঐ লোকগুলোর কাছে আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে যাবে?

এরা ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করবে না। এরা শুধু টাকা চায়। তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না–এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আমি মোটেই অত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। তুমি কি সত্যিই কাল আমাকে ফেলে চলে যাবে?

ক্যারী, তোমার মাথায় যদি অন্য কোনো মতলব না এসে থাকে, তাহলে এ কাজ করা ছাড়া আমার গতি নেই।

মতলব? তার মানে?

তার মানে, এ ছাড়া অন্য কিছু করার মতলব।

আমি তো বারবার বলছি, তুমি আমার আর খোকার কাছে থাকো।

অর্থাৎ ঐ লোকটা যা করবে বলে শাসাচ্ছে, তাই করতে দেব?

কোনো মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। এ নিয়ে অনেকবার একই ব্যাপার হল। ভিক্টর বুঝতে পারলেও, যে ক্যারী এই ডাকাতদের মধ্যে একা থাকতে ভয় পাচ্ছে, এছাড়া তো উপায় নেই।

আমায় যেতেই হবে, ডার্লিং।

ভিক্টরের আরো কাছে সরে এসে ক্যারী চোখ বুজল।

মো জেগেটি চতুর্থ গেস্টরুমে আরামদায়ক শয্যায় শুয়েছিল। সে অনেকদিন এত আরামে শোয় নি। কিন্তু তার মার কথা মনে পড়ে অস্বস্তি লাগছে। দু-হপ্তা তার সঙ্গে দেখা হয়নি। স্যান ফ্রানসিসকো ছাড়ার পর আর কোনো খবরও পায়নি। মায়ের অবস্থা খারাপ জেনেও আড়াই লাখ ডলার হাতে আসবে ভেবে আর বিগ জিম তাকে কথা দিয়েছেন। তিনি কখনো কথার খেলাপ করেন না। মনে মনে মো ভাবল, অতগুলো টাকা হাতে পেলে সে মাকে ঠিক সারিয়ে তুলতে পারবে।

টাকাটা কিন্তু এখনো হাতে আসেনি। সেই মোটর সাইকেলওয়ালা পুলিশটা তাকে দুশ্চিন্তায় · ফেলেছে। আবার রিফ ক্রেনকে নিয়েও দুশ্চিন্তা-ছেলেটা অতি বদ। যেভাবে ভ্যান ওয়াইলির মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল, মোর মোটেই ভাল লাগেনি। বুঝতে পারছিল যে, এ দুজনকে নিয়ে মুশকিল বাধবে। রিফের কাছে আবার ডারমটের রিভলবারটা রয়েছে। রিফের মত এক কাঠ গোঁয়ারের হাতে রিভলবার থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়।

জেলডা মোর পাশের ঘরে শুয়ে আছে। তার চোখেও ঘুম নেই। সে ভাবছিল, তার বাবা এখন কি করছেন। ঘোড়ার ডিম করছেন মনে মনে বলল। টাকাটা যে ভদ্রলোক চটপট

মিটিয়ে দেবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভেবে তার আপশোস হচ্ছিল, কারণ সে ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করছে, ঐ মেয়েটা যখন জাগুয়ার গাড়ির ভেতর অ্যাসিড স্প্রে করল সঙ্গে সঙ্গে পুরো জায়গাটার চামড়া কুঁকড়ে খসে পড়ল। সে সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিল। তারপর যখন ভয় কেটে গেল তখন থেকেই তার সমস্ত ঘটনাটা খুব মজার বলে মনে হচ্ছে। সে আরামেই আছে। এ ঘরটা বেশ চমৎকার। আবার ঐ সাংঘাতিক চেহারার ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। ছেলেটির কথা মনে পড়তেই জেলডার শরীর উষ্ণ হয়ে উঠল। স্রেফ একটা জানোয়ার–কিন্তু দারুণ জানোয়ার!

৭-৮. ইজিচেয়ারে দাঁতের ফাঁকে

০৭.

একটা ইজিচেয়ারে দাঁতের ফাঁকে একটা সিগার নিয়ে ক্র্যামার বসে ছিলেন। মো জেগেটি তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামনে আরেকটি ইজিচেয়ারে ভিক্টর ডারমট বসে আছে।

গ্যারেজের দরজা খোলা; ভিক্টর জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল। রিফ ভিক্টরের ক্যাডিলাক গাড়ি নিয়ে পড়েছে। স্পর্কিং প্লাগদুটো লাগানো হয়ে গেছে। এখন সে গাড়িটার নম্বর প্লেট সরিয়ে ক্র্যামারের আনা ভুয়ো নম্বর প্লেটটা লাগাচ্ছে।

নটা বাজে। ক্র্যামার বললেন, এগারোটা নাগাদ আপনি ভ্যান ওয়াইলির বাড়ি পৌঁছবেন। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাতেই হবে। বুঝেছেন?

ভিক্টর বলল, বুঝেছি।

ভ্যান ওয়াইলি আপনার পরিচয় জানতে চেষ্টা করবেন। যদি তিনি জানতে পারেন এবং এখানে ধাওয়া করেন, তাহলে কিন্তু অতি জঘন্য ব্যাপার হবে। এই ক্রেন ভাইবোন দুজন আত্মসমর্পণ করতে জানে না। আর তারা আপনার ছেলে, বৌ এবং ভ্যান ওয়াইলির মেয়েকে শেষ করবে। তারপর শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে যাবে।

ভিক্টর চুপ করে শুনছিল।

সুতরাং ভ্যান ওয়াইলির কাছ থেকে চেকগুলো আদায় করবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার ওপর। চেক কটা নিয়ে আপনি স্যান বানাডিনো চলে যাবেন। সেখানে চেস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে প্রথম চেকটা ভাঙাবেন। সেখান থেকে লস্ এঞ্জেলসে গিয়ে মার্চেন্ট ফিডেলিটিতে দ্বিতীয় চেকটা ভাঙাবেন। রাতটা সেখানে মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলে থাকবেন। সেখানে জ্যাক হাওয়ার্ড নামে একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছি। রাত এগারোটায় আপনাকে ফোন করব। যদি সবকিছু ঠিক থাকে, আপনি এই লিস্ট অনুযায়ী উপকূলবর্তী শহরগুলি থেকে একে একে সবকটা চেক ভাঙিয়ে নেবেন। সব শেষে স্যান ফ্রানসিসকো শহরে আসবেন। রোজ আর্মস হোটেলে আমি থাকব। টাকাটা আমার হাতে তুলে দিলেই আপনার ছুটি। আপনি তখন এ বাড়িতে আসতে পারেন। তার আগেই আমরা মিস ওয়াইলিকে ছেড়ে দেব এবং আমার লোকজন সরে যাবে। তারপর যেন আপনি কাউকে কিছু বলবার বা শয়তানি করবার চেষ্টা করবেন না। সবকিছু ভুলে যাবেন। চালাকি করলে ভাববেন না পুলিশ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে। একদিন না একদিন আমার দলের একজন আপনার বাড়ি গিয়ে সপরিবারে শেষ করে দেবে। বুঝতে পেরেছেন?

হ্যাঁ, পেরেছি।

বেশ তাহলে এই পর্যন্তই–পরে বলবেন না যে আপনাকে সাবধান করা হয়নি, গাড়ি তৈরী, এবার রওনা হোন।

আমার স্ত্রী একলা থাকতে ভয় পাচ্ছে। আপনি এবং আমি যখন এখানে থাকব না, তখন যে তার কোনো বিপদ হবে না, তার গ্যারান্টী কি?

বন্ধুবর, আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমার সহকারী মো, এখানে থাকবে। ক্রেনরা একটু জংলী আছে। কিন্তু আমার বন্ধু ওদের শাসনে রাখতে পারবে। যতক্ষণ আপনি আমার নির্দেশ অনুযায়ী চলবেন ততক্ষণ কোনো রকম বিপদের আশঙ্কা নেই।

ভিক্টর ক্যারীর কাছে বিদায় নিতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু শোবার ঘরে ঢুকে দেখলক্যারী নিজেকে সামলে নিয়েছে।

দুহাতে ভিক্টরের গলা জড়িয়ে ধরে সে বলল, ঠিক আছে ভিক, আমার আর ভয় করছে না। দুশ্চিন্তা করো না। আমি ঠিক থাকব।

ভিক্টর তাকে আদর করে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসব। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই কদিনের রোমাঞ্চের কথা সারাজীবন ধরে গল্প করব।

ক্র্যামার এসে বললেন, আপনি তৈরী মিঃ–ডারমট?

ছেলেকে ও ক্যারীকে চুমু খেয়ে ক্যারীর দিকে এক দীর্ঘ নিবিড় দৃষ্টি ফেলে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডারমট।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ক্যারী বিছানায় বসল। তার বুক ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ছেলেকে জোরে বুকে চেপে ধরল।

অ্যারো হেড লেক পর্যন্ত যে রাজপথ চলে গেছে, সেটা ধরে অনেকদূর পর্যন্ত ক্র্যামার ভিক্টরের গাড়ির পেছনে পেছনে এলেন। তারপর কয়েকবার হর্ণ বাজিয়ে হাত নেড়ে

পাশের একটা রাস্তা ধরে নিজের হোটেলের দিকে গেলেন। মোড় ঘুরিয়ে ভিক্টর ভ্যান ওয়াইলির এস্টেটের দিকে এগিয়ে চলল।

দশ মিনিট পরে সে বিদ্যুৎবাহী লোহার গেটটার সামনে এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই সাড়া পাওয়া গেল।

ভিক্টর বলল, মিঃ ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি জানেন যে আমি আসবো। মিস ভ্যান ওয়াইলির সংক্রান্ত ব্যাপার।

সোজা ভেতরে চলে আসুন খুলে যাচ্ছে গেট। গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের সদর দরজায় পৌঁছে গেল।

সিঁড়ির গোড়ায় মেরিল অ্যানড্রুজ ছিল। অ্যানড্রুজ ভিক্টরের মত সম্ভ্রান্ত চেহারার একজনকে দেখে চমকে গেল। শুধুচমকনয়, বিস্ময়ও, কারণ তার মনে হচ্ছিল কোথাও যেন এই ভদ্রলোককে দেখেছে।

ভিক্টর বলল, মিঃ ভ্যান ওয়াইলির সঙ্গে আমার দরকার আছে।

এদিকে আসুন। বলে তাকে দুটো ঘর পেরিয়ে একটা তকতকে উঠোনে নিয়ে গেল। সেখানে ভান ওয়াইলি ছিলেন।

ভিক্টর উঠোনে ঢুকতেই ভ্যান ওয়াইলি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালেন। ইঙ্গিতে অ্যানড্রুজকে চলে যেতে বলে তিনি ছোট টেবিলটার দিকে গিয়ে একটা সিগার তুলে ধরিয়ে তারপর বললেন, বলুন এবার। আপনি কে, এবং কী চান?

শান্তগলায় ভিক্টর বলল, মিঃ ভ্যান ওয়াইলি, আপনার এবং আমার সামনে আজ একই সংকট। দুজনেরই প্রিয়জনের প্রাণ-বিপন্ন। আপনার মেয়েকে যারা অপহরণ করেছে, তাদেরই হাতে বন্দী রয়েছে আমার স্ত্রী এবং শিশুপুত্র। আপনার মেয়ের চেয়ে তাদের দুজনের নিরাপত্তা আপাততঃ আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বেশ কিছুক্ষণ ভিক্টরকে পর্যবেক্ষণ করে ভ্যান ওয়াইলি একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন–আপনি বলে যান, আমি শুনছি।

ভিক্টর বসতে বসতে বলল, এই লোকগুলো আমাকে নির্বাচিত করেছে আপনার কাছ থেকে চল্লিশ লাখ ডলার আদায় করবার জন্য। গতকাল তারা আপনার মেয়েশুদ্ধ আমার বাড়ি এসে দখল করে নেয়। আমি যদি আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করে দিতে না পারি, তাহলে ওরা আপনার মেয়ে ও আমার বৌ-ছেলেকে খুন করবে। এটা মিথ্যে শাসানি নয়। আমি ওদের দেখেছি। ওদের মধ্যে একটি গুণ্ডা ছোকরা আছে যার কাছে যে কোনো নিষ্ঠুর কাজ নেহাৎ ছেলেখেলা। আমার ধারণা, ইতিমধ্যেই সে আমার চাকরকে খুন করেছে।

আপনার বাড়ি কোথায়?

আমায় সতর্ক করা হয়েছে যে বাড়ির ঠিকানা যেন আপনার হাতে না পড়ে। কোনোকিছুই আপনাকে জানানো চলবে না। আমি কেবল আপনাকে জানাতে পারি যে, যদি আপনার মেয়েকে সুস্থ শরীরে ফেরৎ পাবার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমার হাতে চার লাখ ডলারের দশটা চেক দিতে হবে।

ভ্যান ওয়াইলি নাকমুখ দিয়ে অজস্র সিগারেটের ধোঁয়া বের করে বললেন, আশা করি বুঝতে পারছেন যে, এর ফলে আপনি নিজেও এক চরম অপরাধের অংশীদার হয়ে পড়ছেন। সবকিছু চুকে গেলে যখন পুলিশ রঙ্গমঞ্চে নামবে, তখন হয়তো আপনাকেই গ্যাস চেম্বারে ঢুকতে হবে।

ব্যাপারটা চুকে যাবার পর আমায় যদি প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানেও ফেলে দেওয়া হয়, তাতেও আমার কিছু এসে যায় না। এই মুহূর্তে স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে বড় নয়।

ভিক্টরের মুখের দগদগে ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে ভ্যান ওয়াইলি বললেন, এটা কী করে হল?

ঐ যে ছোকরা গুণ্ডাটা মেরেছে। ডানহাতের মুঠোয় একটা সাইকেলের চেন জড়িয়ে ঘুষি চালায়–একেবারে মোক্ষম চোট লাগে।

ভিক্টর বলে চলল, এই গুণ্ডাটি আমার বাচ্চার, স্ত্রীর বা আপনার মেয়ের মুখে ঐরকম ঘুষি বসাতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। আপনার তো অনেক টাকা। ওদের দাবী না হয় মিটিয়ে দিন। চার লাখ ডলারের দশটা চেক। আপনার অহমিকা ছাড়া অন্যকিছু এতে ক্ষুণ্ণ হবে

বলে তো মনে হয় না। সুতরাংইতস্ততঃ করবেন না। এইরকম একটা ঘুষি যদি আপনার মেয়ের মুখে লাগে তাহলে আর তার মুখের কিছু অবশিষ্ট থাকবেনা। আমি ধাপ্পা দিচ্ছিনা,মিঃ ভ্যান ওয়াইলি, আমি আপনাকে নগ্ন সত্যটুকু জানিয়ে দিচ্ছি।

টেবিলের ওপর বলিষ্ঠ দুহাত রেখে ভ্যান ওয়াইলি বললেন, টাকা দিলেই আমার মেয়েকে ফেরত পাব তার স্থিরতা কি?

কোনো স্থিরতা নেই। আমি নিজেও জানি না বাড়ি ফিরে আমার ছেলে বৌকে জীবিত দেখব কিনা। কিন্তু এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। টাকাটা দিলে হয়ত বা আপনার মেয়েকে ফেরৎ পেতেও পারেন, এই পর্যন্ত।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। টাকা আমি দিতে পারি কিন্তু তার বদলে যে কী পাব, তা জানা নেই। আপনি আমার মেয়েকে দেখেছেন? সে ভাল আছে?

হা, আমি তাকে দেখেছি। মনে হয়, এখন পর্যন্ত সে ভালই আছে।

যারা ওকে চুরি করেছে তাদের কথা বলুন। ওদের দলে কজন আছে?

আমার একমাত্র কাজ হল আপনাকে মুক্তিপণ মিটিয়ে দিতে রাজী করানো। আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কোনো খবর যেন না বেরোয়। আপনি কেবল স্থির করুন, টাকাটা দেবেন, না মেয়েকে ওই লোকগুলোর কজায় রেখে দেবেন। ব্যস।

ভ্যান ওয়াইলি তীব্র অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, একটু বসুন, টাকার ব্যবস্থা করছি।

তিনি দ্রুতপদে উঠোন পেরিয়ে পড়বার ঘরে ঢুকলেন। সেখানে অ্যানড্রুজ অপেক্ষা করছিল।

তিনি নির্দেশ দিতেই অ্যানড্রুজ ফোন তুলে নিল। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যান্ড মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল সে। ম্যানেজার রীতিমত চমকে গেলেও জানালেন যে, এক ঘণ্টার মধ্যেই চেক তৈরী হয়ে যাবে।

অ্যানড্রুজ রিসিভার রেখে ভ্যান ওয়াইলিকে বললেন, এ লোকটা ডাকাতদের কেউ নয়। ও লোকগুলো একে এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে চমৎকার মতলব। এ লোকটার বৌ ও একটা বাচ্চা ছেলে আছে। ডাকাতগুলো জেলডাকে লুঠ করে ওর বাড়িতে আড্ডা গেরেছে। টাকা আদায়ের ভার পড়েছে এর ওপরে, যদি এ বেচাল করে ওর গোটা পরিবার সাফ করে দেবে।

এ ভদ্রলোককে আমি আগে কোথায় যেন দেখেছি। বেশ নামকরা কেউ একজন হবে। খুব সম্ভবতঃ থিয়েটার লাইনের।

লোকগুলো একে প্রচুর মার দিয়েছে। মুখের কাটাটা লক্ষ্য করেছ? ডাকাতগুলো নেহাত সহজ পাত্র নয়। একে তুমি এর আগে কোথাও দেখেছ?

ঠিক মনে পড়ছে না। তবে দেখেছি নিশ্চিন্ত। ভদ্রলোককে নিয়ে কী যেন খবর বেরিয়েছিল।

খুব কাজের খবর দিলে না? মনে করবার চেষ্টা করো। আমি জানতে চাই, লোকটি কে?

অ্যানড্রুজ চিন্তা করতে লাগল কোথায় দেখেছে লোকটিকে। থিয়েটার মানে লোকটি কি অভিনেতা? সে স্মৃতি হাতড়ে চলল আর ভ্যান ওয়াইলি ভিক্টরের কাছে ফিরে গেলেন।

.

মো-কে যেন ফুটন্ত কড়াইয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সে না পারছে আরাম করে বসতে, না পারছে চিন্তা করতে। মা,কেমন আছেন? ইচ্ছে করছিল, রিসিভার তুলে হাসপাতালে ফোন করে জানে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা। হয়তো ভ্যান ওয়াইলি পুলিশে খবর দিয়েছেন। পুলিশ হয়ত সব । লাইনে আড়ি পেতে আছে। পুলিশ যদি নষ্টনীড়ের খবর জেনে যায় তাহলে তার আড়াই লাখ ডলারের স্বপ্ন বন্দুকের গুলিতে উড়ে যাবে।

কিন্তু মায়ের খবর জানতেই হবে।

শোবার ঘরে জেলডা ক্যারী আর বাচ্চাটা। তাদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে। ক্রেন ভাইবোন দুজন রোদ্দুরে গা এলিয়ে শুয়ে আছে, কোকাকোলা খাচ্ছে আর ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। ক্র্যামার তাকে আদেশ দিয়ে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে এক পানানড়তে। কিন্তু হাসপাতালে ফোন করে মায়ের খবর জানা একান্ত প্রয়োজন।

সবচেয়ে কাছের বুথ হলো বোস্ট ক্রীকে কুড়ি মাইল দূরে। যদি সে জোরে গাড়ি চালায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরতে পারবে। একঘণ্টায় কী আর ঘটবে?

মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্রেন ভাইবোনের দিকে এগিয়ে আসতে তারা মুখ তুলে তাকাল।

মো বলল, আমার একটা কাজ আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। তোমরা ঠিকমত পাহারা দাও, গোলমাল বাধিও না। কেবল নজর রেখো মেয়ে দুজন যেন না পালায়। একঘণ্টার বেশী দেরী হবে না।

রিফ বলল, নিশ্চয়। ফিরে এসে দেখবে আমরা এখানেই বসে আছি। যাবার আর জায়গা কোথায়?

এখানেই থাকো তোমরা। আমি কোনোরকম গণ্ডগোল চাই না।

রিফ বলল, গণ্ডগোল আবার কী হবে? আমার তো বেশ মজাই লাগছে, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমরা সব ঠিকঠাক রাখব।

সহসা মো একটু ইতস্ততঃ করল রিফের চোখে বিদ্রুপের ছায়া দেখে। কিন্তু ভাইবোনে আবার ছবির বইয়ে নিমগ্ন হলে মো আর দ্বিধা না করে গ্যারেজে গিয়ে লিংকন গাড়িটায় চেপে রওনা হল।

গাড়ি মিলিয়ে যেতেই রিফ আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

চিতা সন্দিগ্ধ চোখে বলল, কোন চুলোয় যাচ্ছিস?

চেপে যা। একটু পা খেলিয়ে আসি। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তাতে তোর দরকার কি?

খুব হয়েছে রিফ, বসে পড়। তোর আসল মতলব আমার জানা আছে। ও কাজ করিস না। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা দশ হাজার ডলার পাব। সবকিছু ভণ্ডুল করে দিস না।

তুই একটা বোকা। বুঝতে পারছিস না যে কাজটা ইতিমধ্যেই ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এই ফাঁকে একটু মজা লুঠতে পারলে ক্ষতি কি? তুই চুপ করে বসে থাক। দ্বিতীয় বার বলব না আমি।

মেয়েটার গায়ে হাত দিস নে।

চেপে যা বলে বাড়ির দিকে গেল।

জেলডা বাচ্চাদের দুচক্ষে দেখতে পারে না। তার মতে, বাচ্চাদের একদিক থেকে বেলোয় আওয়াজ, আর অন্যদিকে তরল পদার্থ। বাচ্চারা হল একজাতের ছোট জানোয়ার, যারা লোকেদের কাছে সর্বদা বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যদিও জেলডা হল পৃথিবীর সবচেয়ে পয়সাওয়ালা মেয়েদের অন্যতম। তার ধারে কাছে একটা শিশু দেখলে সবাই যেন তার উপস্থিতির কথা ভুলে যায়। এজন্য বাচ্চাদের ওপর তার ভীষণ রাগ।

আপাততঃ সে ইজিচেয়ারে বসে ব্যাজার মুখ করে, ক্যারীর খোকার জাঙিয়া বদলে দেওয়া দেখছিল। বিতৃষ্ণায় তার নাক কুঁচকে গেল। এই বাচ্চাগুলো এক অখাদ্য ব্যাপার।

ভিক্টর ডারমটের বাড়িতে থাকতে পেয়ে তার রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ভদ্রলোকের প্রতিটি নাটক সে দেখেছে। এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত সুবিখ্যাত ভিক্টর ডারমটকেই যে তার মুক্তিপণ আনতে ছুটতে হল, এ ব্যাপারটা তার ভীষণ রোমান্টিক বলে মনে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে এই নিয়ে সে কত চালই না মারতে পারবে।

তার ক্যারীকে পছন্দ হয়েছিল। এমন সুন্দরী মেয়েকে এইরকম এক মোটা-সোটা বিদঘুঁটে বাচ্চাকে নিয়ে মাতামাতি করতে দেখে তার করুণা হচ্ছিল। সে চাইছিল আরাম করে বসে ক্যারীর সঙ্গে সাজপোষাক নিয়ে আলোচনা করবে। তার বিশ্বাস, ক্যারী নিশ্চয় জামাকাপড় সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যারী বাচ্চাটাকে খাটে শুইয়ে, কয়েকটা খেলনা ঝুলিয়ে দিল। জেলডা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ক্যারী বলল, ব্যস, এবার কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত। এবার ঘরটা গুছিয়ে নিতে হবে। না কি, তুমিই ঘরটা সাজাবে আর আমি গিয়ে রান্নার যোগাড় করব?

জেলডা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বলল, আমি গুছিয়ে নেব? তার মানে?

তা ঘরদোর তো একটু গুছিয়ে রাখতেই হয়। আমি রান্না করতে যাচ্ছি, তাই বলছিলাম তুমি ততক্ষণ শোবার ঘর দুটো গুছিয়ে ফেল। ওরা দুজন তো আর আমাদের কাজে সাহায্য করতে আসছে না!

জেলডা রাগের সঙ্গে বলল, আমিও কোনো কিছু করতে পারব না। আমি কি তোমার চাকর নাকি? দু-এক দিনের মধ্যে আমার বাবা টাকা মিটিয়ে দেবে, আর আমি বাড়ি ফিরে যাবো। এখানকার ঘর দোরের কি হল তাতে আমার বয়ে গেল।

কেন, তোমার আপত্তি থাকলে আমি সব কিছু করে নিচ্ছি। খাবার খেতে আশাকরি তোমার আপত্তি নেই?

খাবার খাবো বৈকি। একশো বার খাবো।

ঠিক আছে। তুমি যদি চুপচাপ বসে থাকতে চাও, তাই থাকো। আমিই সব সেরে নিচ্ছি।

আমার দায় পড়েছে চাকরানীর কাজ করতে। বলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে রিফ ভেতরে ঢুকল।

স্তম্ভিত–বিস্ময়ে ক্যারী ও জেলডা তাকিয়ে। রিফের ক্ষতচিহ্নে ভরা মুখ ঘামে চকচক করছে। ক্যারী তার গায়ের গন্ধে দুপা পিছিয়ে গেল। রিফ জেলডার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জেলডা যেন চেয়ারের মধ্যে জমে গেছে।

রিফ হাতছানি দিয়ে বলল। চলে এসো সখি, চলো, তোমাতে আমাতে একটু হুল্লোড় করা যাক। উঠে পড়ো।

ক্যারী জেলডার সামনে দাঁড়িয়ে।বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ওর গায়ে তুমি হাত দেবেনা।

রিফ কুৎসিত ভাবে বলল, সরে যাও সামনে থেকে,নইলে তোমাকে দিয়েই কিন্তু শুরু করব।

ক্যারী না নড়ে বলল, বেরিয়ে যাও।

সজোরে রিফের বাঁহাত এসে আঘাত করল ক্যারীর মুখের বাঁ পাশে। মনে হল যেন এক তীব্র হাওয়ার ঝাঁপটা তাকে ছিটকে খাটের উপর ফেলল। মাথা ঝিমঝিম করল,জ্ঞান নেই বললেই চলে। সে সেখানেই পড়ে রইল।

সে অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল জেলডা চীৎকার করছে। অচেতন অবস্থায় ওঠবার চেষ্টা করতে করতে দেখল জেলডা রিফের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু রিফের আসুরিক শক্তি তাকে টেনে তুলে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। জেলডার আর্ত চীৎকার সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল। রিফ তাকে টেনে নিয়ে গেল যে ঘরটায়, জেলডা আগের দিন শুয়েছিল। তাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল।

নিশ্চল হয়ে চিতা বসে রইল। তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে কিন্তু একটুও নড়ল না সে। তার মুখ পাথরের মত কঠিন হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে চীৎকার থেমে গেল।

.

টেলিফোন বুথে দাঁড়িয়ে মো জেগেটি দেখতে পেল দুটি মেয়ে আঁটসাঁট জীনস পরে, টুলের ওপর বসে কোকাকোলা খাচ্ছে। কদমছাট চুলওয়ালা একটি ছেলে তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে কথা বলছিল। তার হাতেও স্ট্র শুদ্ধ একটা কোকাকোলার বোতল।

কপালের ঘাম মুছল মো। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। লাইনের ওপার থেকে মৃদু গুঞ্জন আর টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। ওরা তাকে ধরে থাকতে বলেছে। একটি মেয়ে টুল থেকে নেমে গানের বাক্সের মধ্যে একটি মুদ্রা ফেলে দিতেই তীব্র চটুল বাজনা আরম্ভ হল। মেয়েটি তার শিশুসুলভ নিতম্ব যুগল দুলিয়ে নাচ শুরু করল।

একটা গলা শোনা গেল। মিঃ জেগেটি! আমি নার্স হার্ডিস্টি বলছি। আমি দুঃখিত। আপনার মা গতরাত্রে পরলোক গমন করেছেন।

গানের আওয়াজ মোর কানে বিঁধছিল, ভদ্রমহিলা যে কী বলছেন তা যেন সে বুঝতে পারছে না। মো সজোরে রিসিভার চেপে ধরল। নিশ্চয় ভুল শুনেছে সে–তার মা-মানে মারা গেছে।

কী বললেন আপনি? একটু ধরুন। বুথের দরজা খুলে চীৎকার করে উঠল। বন্ধ করো ঐ হতচ্ছাড়া বাজনাটা।

মেয়েটি নাচ বন্ধ করে তার দিকে তাকাল। তারপর আবার নাচতে শুরু করল। মোর দিকে কোমর দুলিয়ে আর দুহাতে তুড়ি দিয়ে।

মো তীব্র হতাশায় দরজা বন্ধ করে আমার মা, কেমন আছেন?

বললাম তো। তিনি শান্তিতে পরলোক গমন

মানে মারা গেছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গত রাত্রে উনি মারা গেছেন।

মো আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবল আড়াই লাখ ডলারে তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আজ সে নিঃসঙ্গ। কি করবে টাকা দিয়ে? মা যখন আর বেঁচে নেই–

মো ধীরে ধীরে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলো। গাড়ির ভেতর গিয়ে বসল। নষ্টনীড়ে ফিরে যাবে? যদি কিছু গোলমাল বাধে? ক্র্যামারের বয়েস হয়েছে? যদি আজ তাঁর প্ল্যান ফেঁসে যায়? জেলের সেই ভয়ংকর কথা মনে পড়ল। কী হবে আড়াই লাখ ডলার পেয়ে? কিন্তু মনে পড়ল ছোট্ট রেস্তোরাঁ আর দাসত্বের কথা। সে জীবনে যাওয়া চলে না। টাকাটা পেলে, বাড়ি, ভদ্র জীবন যাপন, বাকি জীবনটার জন্য সঙ্গিনী হতে পারে। তাছাড়া ক্রাম্যারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা খুব খারাপ হবে। না–ফিরে যেতেই হবে।

মো একটা গাড়ি নিয়ে ফিরে চলল নষ্টনীড়ের দিকে।

.

মনে পড়ল না এখনও লোকটাকে কোথায় দেখেছ? ভ্যান ওয়াইলি প্রশ্ন করলেন। ভিক্টর ডারমটকে তার ক্যাডিলাক গাড়িতে উঠতে দেখেছিলেন তিনি। ভিক্টর ক্যালিফোর্নিয়া অ্যান্ড মার্চেন্ট ব্যাংকে যাচ্ছে, চেক নেবার জন্য।

অ্যানড্রুজ বলল; লোকটি থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত।

–নম্বর নিয়েছ গাড়ির?

–নিশ্চয়।

-ঠিক আছে, এবার কাজে লাগা যাক, তিনি বললেন।

এই লোকগুলো যদি ভাবেচল্লিশ লাখ ডলার নিয়ে কেটে পড়বে, তাহলে ভুল করবে। বলছিল যে, টেলিফোন ট্যাপ করেছে। এটা হয়তো ধাপ্পা, কোন ঝুঁকি না নিয়ে, জে ডেনিসনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাকে টেলেক্স পাঠাও,বল আমার সঙ্গে লস্ এঞ্জেলস্ এয়ারপোর্টে দেখা করে ১২টার সময়। সাক্ষাৎকার যেন গোপন থাকে। আমরা হেলিকপ্টারে যাবে, যাতে পিছু নিতে না পারে।

ভ্যান ওয়াইলি দেড়ঘণ্টা পর এয়ার পোর্টের পাশে একটি ছোট্টঅফিসে ঢুকলেন। পেছন পেছন অ্যানড্রুজ এল। এইখানেই ডেনিসন তার সঙ্গে দেখা করবেন। ডেনিসনের সাথে টম হাপার।

ভ্যান ওয়াইলি ও ডেনিসনের বেশ কয়েক বছর পর দেখা হল। ডেনিসন একবার তার বিস্ময়কর গোয়েন্দাগিরির সাহায্যে একটি ব্যাংকঘটিত জুয়াচুরি ধরে ফেলে ভ্যান ওয়াইলির অনেকগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। তার এই উপকারের কথা ভ্যান ওয়াইলি ভোলেননি। এবং প্রত্যেক বড়দিনে তার কাছ থেকে ডেনিসমের কাছে একরাশ খাদ্যসামগ্রী উপহার যেত।

করমর্দন করলেন দুজনে। ভ্যান ওয়াইনির চোখের তিক্ত জ্বালাটুকু ডেনিসনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল।

ভ্যান ওয়াইলি ডেস্কের ধারে বসে বললেন, আমার মেয়েকে চুরি করা হয়েছে। চল্লিশ লাখ ডলার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে এবং হুমকি–পুলিশে খবর দিলে মেয়েকে ফেরত পাবো না। ডেনিসন, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করলাম কারণ মেয়েকে ফেরৎ পাবার সাথে সাথে আমি চাই যে তুমি ডাকাতগুলোকে ধরবার ব্যবস্থা করো। আমরা হেলিকপ্টারে এখানে এসেছি সুতরাং ওদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফোনে লোকটি আমাকে যা যা বলেছিল, তা এই টেপে রেকর্ড করা আছে। এটা তুমিই রাখো। টেপের রীলটি তিনি ডেনিসনের হাতে দিলেন।

ডেনিসন বলল, ব্যাপারটা কখন ঘটল, মিঃ ভ্যান ওয়াইলি? হার্পারের দিকে কটাক্ষ করে দেখলেন তার হাতের নোট5 তৈরী আছে।

ভ্যান ওয়াইলি ডেনিসনকে সব ঘটনার বর্ণনা দিলেন। শেষ পর্যন্ত ভিক্টর ডারমটের প্রসঙ্গ এল।

ভ্যান ওয়াইলি বললেন, বোঝা যাচ্ছে যে এই লোকটির সঙ্গে অপহরণকারীদের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকটি আমারই মত দুর স্থায় পড়েছে। অ্যানড্রুজ বলছিল যে সে নাকি লোকটিকে আগে দেখেছে।

অ্যানড্রুজের দিকে তাকালেন ডেনিসন ।

আমি খুব চেষ্টা করছি মনে করতে কিন্তু কছুতেই মনে আসছে না, ঠিক কোথায় দেখেছি। ভদ্রলোক যে থিয়েটার লাইনের কেউ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত–সম্ভবতঃ একজন অভিনেতা।

তা একটা সূত্র তো পাওয়া গেল অন্ততঃ বলে ডেনিসন প্যারাডাইস শহরের সদর দপ্তরে ম্যাসনকে ফোন করলেন। বললেন, আমি মিঃ মেরিল অ্যানড্রুজকে পাঠাচ্ছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। তিনিই তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন। তুমি এক্ষুনি থিয়েটারী এজেন্ট সাইসন অ্যান্ড লের অফিসে গিয়ে বছর আটত্রিশ বয়সের শ্যামলা চেহারার ছফুট লম্বা যতজন অভিনেতার ছবি পাবে, সব নিয়ে এসো। খুব জরুরী কাজ এটা। ফোন ছেড়ে তিনি অ্যানড্রুজের দিকে তাকিয়ে, আপনি বরং রওনা হয়ে যান,মিঃ অ্যানড্রুজ। ঐ এজেন্টদের কাছে হয়ত সেই ভদ্রলোকের ছবি পেয়ে যাবেন।

ভ্যান ওয়াইলির দিকে তাকাতে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ভ্যান ওয়াইলি বললেন, এই ডাকাতরা কিন্তু অতি বিপজ্জনক। জেলডার ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই না। বুঝেছ?

ডেনিসন শান্তভাবে বললেন, নিশ্চয়, এসব ব্যাপার কী করে সামলাতে হয় তা আমরা জানি। এবার আপনার মেয়ের দৈনিক রুটিনের খুঁটিনাটি আরেকটু বলুন আমাকে। আপনি এইমাত্র বলছিলেন যে, একই দিনে একই সময়ে প্রত্যেক হপ্তায় সে চুল বাঁধাতে যেত।

–আরো এক ঘণ্টা আলোচনার ওপর ভ্যান ওয়াইলি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বলতে আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আমি কাজের ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস না করে হঠাৎ কিছু করে বোসো না যেন।

ডেনিসন উঠে করমর্দন করলেন। ভ্যান ওয়াইলি বললেন, চল্লিশ লক্ষ ডলার আমার কাছে জেলডার চেয়ে মূল্যবান নয়, ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

তিনি চলে যেতেই ডেনিসন আবার টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

সদর দপ্তরে মেরিল অ্যানড্রুজ একরাশ বিতৃষ্ণার সঙ্গে শেষ ফটোটি ম্যাসনের ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

নাঃ–এদের মধ্যে কেউ নয়।

ম্যাসন বলল, হয়ত লোকটি সিনেমায় অভিনয় করে, আমি বরং

সিনেমার অভিনেতা কখনো নয়। আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, ভদ্রলোক থিয়েটার লাইনে এবং ভাল নামডাকও আছে।

ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়ে, ঠিক আছে। চলুন তাহলে দৈনিক পত্রিকা হেরাল্ড-এর অফিসে গিয়ে তাদের পুরোনো ফটোগুলোর ওপর চোখ বুলানো যাক। ওদের কাছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এক লাইব্রেরী আছে। সেখানে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

সদরদপ্তর থেকে দুজনে বেরাচ্ছে। এমন সময় ডেনিসনের সঙ্গে দেখা। তিনি জোরে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসেছে।

ডেনিসন বললেন, কিছু পাওয়া গেল?

তারা কোথায় যাচ্ছে সবকিছু ম্যাসন তাকে জানাল। ডেনিসন সম্মতি জানালেন। অফিসে এসে স্যান বার্নাডিনোর পুলিশ দপ্তরে ফোন করলেন। জানতে চাইলেন গতকাল সকাল নটা নাগাদ ভ্যান ওয়াইলি এস্টেট থেকে স্যান বার্নাডিনোর পথে কুমারী ভ্যান ওয়াইলিকে কোনো পুলিশ অফিসার দেখেছে কিনা। সেখানকার কর্মরত সার্জেন্টটি জানাল যে, সে অবিলম্বে তাকে জানাবে।

ডেনিসন সার্জেন্টটিকে বলে দিলেন, প্রতিটি ভ্রাম্যমান পুলিশ অফিসার যেন একটি ই টাইপ জাগুয়ার গাড়ির খোঁজ করে। গাড়ির নম্বরটা বলে দিলেন।

এরপর তিনি হার্পারকে বললেন অ্যানড্রুজের কাছ থেকে পাওয়া ক্যাডিলাকের নম্বরটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

হার্পার জানাল, এরকম কোন নম্বর নেই।

ডেনিসন একট টেপ রেকর্ডার টেনে নিয়ে তাতে ভ্যান ওয়াইলির দেওয়া টেপটি চড়ালেন।

একাগ্রচিত্তে দুজনে শুনলেন। পর পর তিনবার পুরো টেপটা শুনে ডেনিসন মেসিন বন্ধ করে একটা সিগার ধরিয়ে আরাম করে বসলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, এমন কোনো গুণ্ডাকে চেনো, যে হাতে সাইকেলের চেন জড়িয়ে লড়াই করে?

হার্পার বলল, শ দুয়েক নাম এক্ষুণি দিতে পারি। আমার অচেনা যে সব গুণ্ডাদের এ অভ্যেস আছে তাদের সংখ্যাও ত্রিশ-বত্রিশ হাজারের কম হবে না। এটা আজকাল বীটনিক ঘোড়াগুলোর এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এ কাজটা কোনো ছিঁচকে ছোঁড়ার কাজ নয় টম। চল্লিশ লাখ ডলার। টেপে একজন বয়স্ক লোকের গলার আওয়াজ শুনলাম। মনে পড়ছে সেই সব পুরনো দিনের কথা। যখন দনায়কেরা এরকম বিশাল অংকের মুক্তিপণ দাবি করত। এ সব কাজ ঐ জিম ক্র্যামারকে বড় ভালো মানায়। যদি অবশ্য বোকামি করে আবার দস্যজীবনে ফিরে আসেন। আমার মনে হয় না আজ আবার তিনি একটা মেয়েচুরির কাজে হাত লাগাকেন। যাই হোক, তুমি এ অঞ্চলের সবকটা ব্যাংকে টেলেক্স করে দাও যে কোনো লোক যদি ভ্যান ওয়াইলির সই করা চার লাখ ডলারের চেক ভাঙাতে আসে, তাহলে যেন আমাদের খবর দেয়। আমরা চেক ভাঙানোর সঙ্গে সঙ্গে এই লোকটির পিছু নিতে পারি।

সম্মতি জানিয়ে হার্পার বেরিয়ে গেল।

চোখে শূন্যদৃষ্টি, মুখ নির্বিকার, ডেনিসন ধূমপান করে চললেন। ক্র্যামার? হতে পারে! তাকে ও তার সঙ্গী জেগেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মনে মনে হাসলেন তিনি। যদি ক্র্যামার এর পেছনে থাকেন এবং তাকে ধরা সম্ভব হয়, তাহলে তাকে গ্যাস চেম্বারে দেবার পরিতৃপ্তি ডেনিসনেরই প্রাপ্য হবে। অবসর নেবার আগে এর চেয়ে বড় পুরস্কার কোনো পুলিশ অফিসারের কল্পনাতীত।

.

০৮.

ক্যারী খোকার একটানা কান্নার শব্দে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। রিফের আঘাতের জায়গাটা তার গরম ও ফোলা মনে হল। বাচ্চার কান্না ছাড়া সমস্ত বাড়িটা থমথমে। সে ছেলেকে বুকে তুলে নিল। খোকা সন্তুষ্ট হয়ে কান্না থামিয়ে কিচকিচ শব্দ শুরু করল।

ছেলেকে কোলে নিয়ে ক্যারী দালানে বেরিয়ে কান পাতল। কিছু শোনা যাচ্ছে না। সদর দরজা খুলে তাকাল।

চিতা এদিকে তাকিয়েই উঠোনে বরাদুরে বসে আছে।

ক্যারী ভাঙ্গা গলায় বলল, তুমি একটু এসো না

চিতা বলল, ওর মধ্যে নাক গলাতে যেও না। খামোকা মার খাবে।

কিন্তু তাই বলে ও ঐ মেয়েটাকে

তোমার ঘরে গিয়ে বসে থাকো।

ক্যারী ঘরে ফিরে ছেলেকে খাটে শুইয়ে একটি খেলনা হাতে গুঁজে দিল। তারপর দুরুদুরু বক্ষে জেলডার ঘরের দিকে চলল। আবার রিফের মুখোমুখি হবে ভেবে শিউরে উঠল। তাবলে তো আর অসহায় মেয়েটাকে জানোয়ারটার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় সজোরে কিল মেরে চীৎকার করল। দরজা খোলো।

কোন সাড়া না পেয়ে ক্যারী ভয় পেয়ে গেল, তবে কি শয়তানটা জেলডাকে মেরে ফেলেছে?

দরজায় আবার ঘুষি মেরে, জেলডা! কী হয়েছে তোমার? দরজা খোলো।

ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজ পেল ক্যারী। তারপর শুনল জেলডা খিলখিল করে হাসছে।

জেলডা ভেতর থেকে বলল, সব ঠিক আছে। তুমি চলে যাও না!

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ক্যারী দাঁড়িয়ে ছিল। এমন সময় একটা শব্দে পেছনে তাকাতেই চিতাকে দেখল। তার মুখে এমন এক অভিব্যক্তি যা ব্যথা, রাগ, হতাশা আর তীব্র ঈর্ষার।

চিতা সজোরে বলল, কাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে, বুদ্ধ কোথাকার? মেয়েদের কী করে বশ করতে হয়, তা আমার ভাইয়ের জানা আছে। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বসো।

ক্যারী বিতৃষ্ণা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর তীব্র ঘৃণায় শিউরে উঠে ভেতর থেকে ছিটকিনি দিল।

.

টহলদারী পুলিশ অফিসার মার্কি জে, ডেনিসনের অফিসঘরে এসে ঢুকল। স্যালুট করে বলল, মার্ফি, ডি ডিভিশন। সার্জেন্ট ও হ্যারিডন আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, স্যর।

ডেনিসন বললেন, মিস্ ভ্যান ওয়াইলির ব্যাপারে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। মার্কি চটপট সব কথা বলে গেল গাড়িতে বসা এই দ্বিতীয় মেয়েটিকে আমার কেমন যেন অন্যমনস্ক লেগেছিল, চিতার এক নিখুঁত বর্ণনা দিল মার্ফি। আমি ভেবেছিলাম মিস্ ভ্যান ওয়াইলি বোধহয় মেয়েটিকে গাড়ি করে শহরে পৌঁছে দিচ্ছেন।

যা জানার ছিল ডেনিসন প্রশ্ন করে তাঁর কাছে সবটুকু জেনে নিলেন।

মার্ফি সবশেষে বলল, আমি ম্যাকলীন স্কোয়ারে গাড়ি পার্ক করবার জায়গাটা পর্যন্ত মিস ভ্যান ওয়াইলির পেছন পেছন গিয়েছিলাম। তারপর অন্য রাস্তা ধরে।

ঠিক আছে, ঐ মেয়েটিকে প্রয়োজন হলে সনাক্ত করতে পারবে তো?

নিশ্চয় পিরবো।

কোনো কথা যেন না বেরোয়, ডেনিসন মার্ফিকে সতর্ক করে দিলেন। তাকে যেতে বলে স্যান বার্নাডিনোর পুলিশ দপ্তরে ফোন করলেন। নির্দেশ দিলেন ম্যাকলীন স্কোয়ারের গাড়ি পার্ক করবার এলাকাটা ভাল করে খুঁজতে। তার ধারণা ওখানেই মিস ভ্যান ওয়াইলির জাগুয়ার গাড়িটা পাওয়া যাবে। সার্জেন্ট জানাল সে খোঁজ নিয়ে ডেনিসনকে খবর দেবে।

মেরিল অ্যানড্রুজ ও ম্যাসন এসে ঢুকল ডেনিসনের ঘরে।

ম্যাসন বলল, হেরাল্ড পত্রিকার লাইব্রেরীতে যত ছবি ছিল সব উল্টে পাল্টে দেখলাম, মিঃ অ্যানড্রুজ লোকটির হদিশ পেয়েছেন কিন্তু ষোলআনা নিশ্চিত হতে পারেন নি। একটা গ্রুপ ফটো দেখাল সে, এটা হচ্ছে ভেনিসের জ্যোৎস্না নামক একটা নাটকের কলাকুশলীদের গ্রুপ ফটো। শেষের সারিতে ডানদিক থেকে তৃতীয় লোকটি হলেন ভিক্টর ডারমট–যিনি এইনাটক লিখেছেন। মিঃ অ্যানড্রুজের মতে এই সেই ব্যক্তি।

অ্যানড্রুজ বলল, হ্যাঁ, ফটোটা তেমন পরিষ্কার নয়, তবু আমার ধারণা ইনিই তিনি।

ডেনিসন টেলেফোনে থিয়েটারী এজেন্ট সাইমন অ্যান্ড লের মালিক মিঃ সাইমনকে ধরলেন। ডেনিসনকে তিনি চিনতেন, কিন্তু হঠাৎ তার ফোন পেয়ে বেশ অবাক হলেন।

ডেনিসন বললেন, আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না মিঃ সাইমন। আমি মিঃ ভিক্টর ডারমটের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তার ঠিকানাটা দিতে পারেন?

সে আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না তাকে বাড়িতে পাবেন। ভদ্রলোক বাইরে গেছেন। কি ব্যাপার বলুন তো?

একটুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিয়ে ডেনিসন বললেন ধন্যবাদ। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। বলেই ফোন ছেড়ে দিলেন।

ঠিকানাটা হচ্ছে ১৩৩৪৫ নম্বর লিংকন অ্যাভিনিউ, লস এঞ্জেলস। ম্যাসন, তুমি অ্যানড্রুজকে সেখানে নিয়ে যাও। সেখানে মিঃ ডারমটের খোঁজ করো। যদি তিনি বাড়ি না থাকেন, তবে তার একটা ছবি নিতে চেষ্টা করবে। যদি ইনিই সেই ব্যক্তি হন, তার বর্তমান ঠিকানাটা জেনে আসবে।

ম্যাসন ও অ্যানড্রুজ বেরিয়ে গেলে হার্পার এসে ঢুকল।

স্যান বার্নাডিনোর চেসন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং লস এঞ্জেলসের মার্চেন্ট ফাইডিলিটি ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের টেলেক্সের জবাব এসেছে। এই দুই ব্যাংকে ভ্যান ওয়াইলির সই করা চার লক্ষ ডলারের দুটি বেয়ারার চেক ভাঙানো হয়েছে।

যে লোকটা চেক ভাঙাতে এসেছিল তার চেহারা কেমন?

হ্যাঁ–সেই একই লোক–আটত্রিশ বছর, লম্বা সুদর্শন ও শ্যামলা চেহারা। সাজসজ্জাও বেশ চমৎকার।

তোমার ওপর একটা বিশেষ কাজের ভার দিচ্ছি, টম। সোজা অ্যারোহেড লেকে চলে যাও। ঐ অঞ্চলের সবকটা হোটেলে খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, জিম ক্র্যামারের চেহারার কোনো লোক সম্প্রতি থেকেছেন বা থাকছেন কিনা। সাবধানে যাবে। আমাদের ফাইল থেকে

ক্র্যামারের একটা ফটো, নিয়ে নাও। লেটস আর ব্রডিকে সঙ্গে নিও। খুব তাড়াতাড়ি খবর চাই।

হার্পার বলে উঠল, জিম ক্র্যামার? আপনি বলতে চান?

তোমাকে আমি তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতে বললাম।

আচ্ছা স্যর বলেই বেরিয়ে গেল।

.

ক্যারী!

জেলডার ডাক ক্যারীর কানে এল। ক্যারী নিজের আহত মুখের ওপর জল লাগাচ্ছিল। ডাক শুনে দরজায় এসে দাঁড়াল।

ক্যারী!

শোবার ঘরের দরজা খুলে দালানে এল ক্যারী।

কী বলছ?

এসো না একটু।

দালান পেরিয়ে জেলডার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যারী। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ইতস্ততঃ করে সে ঘরে ঢুকল।

খাটের একপাশে জেলডা। শুয়ে আছে। বিছানাটা একেবারে লণ্ডভণ্ড। একটি চাদরে জেলডার সর্বাঙ্গ ঢাকা। তার পরিপাটি চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। মুখের রং লালচে। চোখে মুখে তার পরিতৃপ্তির ছাপ।

ক্যারী দেখল রিফ ক্রেনের পাত্তা নেই। খাটের পাশে জেলডার জামাকাপড়ের ধ্বংসাবশেষ। তার পোষাক দুটুকরো হয়ে পড়ে আছে। অন্তর্বাসগুলো সাদা কাপড়ের টুকরোয় পরিণত হয়েছে।

জেলডা খুব শান্তভাবে বলল, আমার আর কোনো জামাকাপড় নেই। আমায় কিছু পোষাক ধার দিতে পারবে?

তোমার কোথাও লেগেছে নাকি? সে ছোকরা কোথায়?

খিলখিল করে হেসে বলল, আমি ঠিক আছি–ও চান করছে। আমিই জোর করে পাঠালাম। উঃ ক্যারী! আমি কাউকে না বলে থাকতে পারছি না। রিফকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তুমি জানো না ও কী অদ্ভুত ভালো! কী ভীষণ আদিম!ক্যারী! আমি ওর প্রেমে পড়েছি। জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষকে আমার ভালো লাগল। আমি ওকে বিয়ে করব।

তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে। এ কথা চিন্তা করতে তোমার লজ্জা করছে না? আমায় কিরকম মেরেছে দেখেছ?

জেলডা বোকা বোকা হেসে চাদর একটু সরিয়ে তার উরুর ওপর একটা নীল হয়ে যাওয়া কালশিটের দাগ দেখিয়ে বলল, আমাকেও মেরেছে। মানুষটা ঐরকম। ও যা চায় তা গায়ের জোরে আদায় করতে জানে নিষ্ঠুরভাবে সুন্দরভাবে।

ঘেন্নার চোখে ক্যারী চেঁচিয়ে উঠল, চুপ করো। বোকা কোথাকার। ঐরকম একটা জানোয়ারকে তোমার ভালো লেগেছে?

জেলডা মুখ শক্ত করে বলল, হিংসে করে আর কি করবে! বুঝতে পারছি ওরও আমাকেই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কী আশা করেছিলে তুমি। হাজার হলেও তোমার বয়েস অনেক বেশি, তার ওপর আবার বাচ্চা আছে। রিফ কখনও তোমার মত একটা মেয়ের সঙ্গে

ক্ষিপ্তভাবে ক্যারী বলল, আর একটা কথা বললে তোমায় আমি থাপ্পড় লাগাব-ভেবোন মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি।

রিফ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। কোমরে একটা ভোয়ালে জড়ানো তার বিশাল বুকে ঘন কালো লোম, বাহুতেও অজস্র কালো লোম। ক্যারীর মনে হল এক বীভৎস বনমানুষ। সে দরজার দিকে দুপা পিছিয়ে গেল।

রিফ একমুখ হেসে ক্যারীকে বলল, আবার নাক গলাতে এসেছ সখি? ঝামেলা বাধাতে চাও?

জেল বলল, আঃ, রিফ ওকে ছেড়ে দাও। ওর একটু হিংসে হয়েছে। তুমি কাছে থাকলে ও আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। দাও না আমায় কিছু কাপড়-চোপড়। রিফ তাড়াহুড়োর চোটে আমার সব জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলেছ!

রিফ হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ, পরবার কিছু এনে দাও ওকে। আমরা দুজনে এইমাত্র প্রেমে পড়েছি।

ক্যারী কোনরকমে কাপড়ের আলমারী দেখিয়ে বলল, ওর মধ্যে থেকে যা দরকার নিতে পার। বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা সুন্দর কাটগ্লাসের বোতল থেকে একরাশ সুগন্ধি জল, বুকে মেখে পরিতৃপ্তির সংগে গন্ধ শুকল রিফ।

গা থেকে মাগীদের মত গন্ধ বেরোচ্ছে। কী? এবার ঠিক আছে তো?

খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, রিফ। কী দারুণ মাসল, তোমার–

হয়েছে, হয়েছে। তুমি এবার কাপড় চোপড় পরে নাও দিকি। আমি এক্ষুণি আসছি।

তারই অপেক্ষায় চিতা বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

রিফ এগিয়ে এসে একমুখ হেসে বলল, দারুণ ব্যাপার হয়েছে মাইরী। বুধু মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে গেছে। ভাবতে পারিস? দশ হাজার ডলার তো এখন আমার কাছে নস্যি। মেয়েটা আমায় বিয়ে করতে চায়।

জ্বলন্ত চোখে চিতা বলল, বিয়ে করবে তোকে? কি বলছিস তুই?

সত্যি বলছি! এইমাত্র জানতে পারলাম মেয়েটা আসলে কে। ওর বাবা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে পয়সাওয়ালা বড়লোকদের একজন। টেক্সাসের আধেকটাই নাকি লোকটার কেনা। সেই জন্যেই ক্র্যামার মেয়েটাকে চুরি করেছে। এবার শোন। আমাকে দেখে মেয়েটার মাথা ঘুরে গেছে। এই ধরনের মেয়েদের গায়ের জোরে বশ করতে হয়। আর মাইরী। গায়ের জোর কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছি মেয়েটাকে, ওকে

চুপ কর, নোংরা জানোয়ার কোথাকার। তোকে বিয়ে করবে! বোকা, তুই ভেবেছিস ওর বাবা এ বিয়েতে রাজি হবে?

রিফের পা সামনের দিকে ছুটে গেল। চিতার গোড়ালিতে পা বাধিয়ে টান দিতেই সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর রিফ সঙ্গে সঙ্গে তার গালে চড় মারল।

চিতা ওঠবার-চেষ্টা করতেই রিফ গর্জে উঠল, আরো ধোলাই চাই নাকি? যত চাস তত পাবি। খবরদার মুখ খুলবি না। আমি যা বলছি শুনে যা। বুঝতে পেরেছিস?

চিতা গুটিয়ে গেল।

এই হচ্ছে আমাদের সুযোগ। ক্র্যামার ব্যাটার খুব আস্পর্ধা যে আমাদের মাত্র দশ হাজার ডলার দিতে চায়, ও টাকা:তো এখন কিছুই নয়। তাছাড়া কাজটা ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমি ভেবে দেখেছি, এখন আমাদের কেবল গাড়িতে চেপে মেয়েটাকে ওর বাবার কাছে ফেরৎ দিতে যেতে হবে। তাহলে আমরা এই মেয়ে চুরির ব্যাপার থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। ওর বাবা এত কৃতজ্ঞ হবে যে পুলিশও ডাকবেনা। তারপর মেয়েটা বলবে যে সে আমায় ভালবাসে। বলবে যে তার বাচ্চা হতে চলেছে। তখন আর কী উপায় থাকবে? পছন্দ হোক না তোক বিয়েতে রাজি হতেই হবে। আর তারপর মাইরী দুনিয়ার সব টাকা আমাদের কজায়, লোকটার কোটি কোটি টাকা আছে।

আমি তো আর মেয়েটাকে বিয়ে করছি না। আমার কি গতি হবে?

কী সব আজে বাজে বকছিস? তুইও আমাদের সঙ্গে আসবি। তাছাড়া আর কী হতে পারে?

আমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকব, তাই না? মেয়েটার বয়ে গেছে ওরকম ভাবে থাকতে। আমারও বয়ে গেছে।

আমি যা বলব ও তাই করবে।

কিন্তু আমি করব না।

তুই কী মেয়েটার টাকা বাগাতে চাস না?

না, চাই না। জন্মে ইস্তক আমরা এক সঙ্গে বড় হয়েছি। প্রতিটি কাজ একসঙ্গে করেছি। আজ আরেকটা মেয়ের সঙ্গে তোকে ভাগাভাগি করতে আমি রাজি নই। আমি কখনো চাইব না যে ঐ বুদু মেয়েটা আর তার টাকা তোকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে দিক।

তুই এমনভাবে কথা বলছিস যেন তুই আমার বৌ।

এই, রিফ

জেলডা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে। হলদে রঙের শার্ট ও টুকটুকে লাল একটা আটসাঁট স্ন্যাকস, মাথায় বেধেছে একটা সাদা স্কার্ফ। চোখেমুখে খুশির ভাব, মুহূর্তের জন্যে তাকে প্রায় রূপসী দেখাল।

আমরা কখন রওনা হবো, রিফ?

জামাকাপড় পরেই রওনা হচ্ছি।

তোমার জন্যে জামাকাপড় বের করে বিছানায় রেখেছি। তাড়াতাড়ি করো, রিফ। চটপট বেরিয়ে পড়তে হবে।

নীরস গলায় চিতা বলল, একটা গাড়ি আসছে।

রিফ গাড়িটা দেখে বলল, জেগেটি আসছে।

চিতা বলল, এবার বেশ মজা হবে। মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যাপারে জেগেটিকে কী বলবি?

রিফ একছুটে জেলডার ঘরে গিয়ে মেঝেতে ছেড়ে রাখা তার কালো চামড়ার প্যান্টটা তুলে হিপ পকেটে হাত ঢোকাল ভিক্টরের রিভলবারটার উদ্দেশ্যে কিন্তু অস্ত্রটা সেখানে নেই। আশে পাশের সবকিছু খুঁজেও পেল না। বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে রিভলবারটা।

.

বিশালকায়া ভেরা সিত্তর গত পাঁচ বছর যাবৎ ভিক্টর ডারমটের সেক্রেটারী। আরামপ্রিয় চেহারার পকেশ মহিলা। তার মুখে আপাততঃ সতর্ক কৌতূহলী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

ম্যাসন ও মেরিল অ্যানড্রুজকে তিনি ডেস্কের পেছন থেকে চশমার ভেতর দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এবার বললেন, কেন্দ্রীয় পুলিশ থেকে আসছেন মিঃ ম্যাসন? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ম্যাসন আবার ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল, আপনি দয়া করে বলবেন মিঃ ডারমটকে কোথায় পাওয়া যাবে?

আমি বললাম যে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মিঃ ডারমটের সঙ্গে আপনার কিসের প্রয়োজন?

কথাবার্তার ফাঁকে অ্যানড্রুজ বড় ঘরটার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘরের শেষে রূপোর ফ্রেমে আঁটা জনৈক ব্যক্তির ফটো দেখতে পেল। ডারমটের চমৎকার ফটোটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সে ঘুরে উত্তেজিতভাবে বলল, সেই ভদ্রলোকই ভিক্টর ডারমট। ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

ম্যাসন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, এটা একটা জরুরী তদন্তের ব্যাপার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডারমটের সঙ্গে আমাদের দেখা করা দরকার। দয়া করে বলুন তিনি কোথায় আছেন।

মিস্ সিত্তর বললেন, মিঃ ডারমট একটি নাটক লিখতে ব্যস্ত। তাকে এখন বিরক্ত করা চলবে না। আপনাকে সে ঠিকানা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

মিঃ ডারমট খুব বিপদে পড়েছেন। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে একদল ডাকাত তার বাড়িটি দখল করে নিয়েছে এবং তাদের হাতে তার স্ত্রী ও ছেলের জীবন বিপন্ন।

মিস সিত্তর বললেন, আপনার পরিচয় পত্র দেখতে পারি। মিঃ ম্যাসন?

ম্যাসন বিরক্তির সঙ্গে তার পুলিশী কার্ড বার করে দেখাল।

ঠিক তিন মিনিট পরে ম্যাসন ডেনিসনকে ফোন করছিল।

ডারমটই সেই ভদ্রলোক। তিনি এবং তার স্ত্রী নষ্টনীড় নামক একটি র‍্যাঞ্চ হাউস ভাড়া নিয়েছেন শ্রী ও শ্রীমতী হ্যারিস জোন-এর কাছ থেকে। বাড়িটা সভ্যজগৎ থেকে একদম

বিচ্ছিন্ন। বোস্ট ক্রীক নামক একটা ছোট জায়গা থেকে কুড়ি মাইল আর পীট শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল।

ডেনিসন বললেন, বহুৎ আচ্ছা। ফিরে এসো এখানে। মিঃ অ্যানড্রুজকে এখন আর প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি চলে এসো।

ডেনিসন ফোন নামিয়ে রাখতেই আবার বেজে উঠল। স্যান বার্নাডিনোর পুলিশ দপ্তর থেকে সার্জেন্ট ও হ্যারিডন ফোন করছে।

মিস্ ভ্যান ওয়াইলির জাগুয়ারটা খুঁজে পেয়েছি স্যর। আপনি যেখানে বলেছিলেন সেখানেই। একটা অদ্ভুত ব্যাপার সামনের দরজার ভেতর দিকে কোনো এক কড়া অ্যাসিড স্প্রে করা হয়েছে। সমস্ত চামড়ার আচ্ছাদনটা জ্বলে গেছে।

গাড়ির ভেতরে যা যা আঙুলের ছাপ পাও যোগাড় করো আর কী অ্যাসিড সেটাও দেখো।

ইতিমধ্যেই আমার লোকেরা কাজে লেগে গেছে।

আবার ফোন ছেড়ে, সিগার ধরাতেই টম হার্পারের ফোন এলো।

হার্পার বলল, ঠিক ধরেছিলেন কর্তা, ক্র্যামার লেক অ্যারোহেড হোটেলে দুদিন ছিলেন। হোটেলের দারোয়ান ফটো দেখেই চিনতে পারল। মেয়ে চুরির দিন দুপুর তিনটেয় ক্র্যামার একটা কনভার্টিবল বুইক ভাড়া করে পীট শহরের দিকে গেছেন। সেরাত্রে আর

ফেরেননি। পরদিন সকাল এগারোটার পর ফিরেছেন। হোটেলের টাকা চুকিয়ে ট্যাক্সি চেপে রেল স্টেশনের দিকে যান। তার একটু পরেই স্যান ফ্রানসিসকোর ট্রেন ছাড়ে।

খুব ভাল, সুতরাং এর পেছনে ক্র্যামারের হাত থাকতে পারে। শোনো টম, তোমার জন্যে ঐখানেই একটা কাজ আছে। আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ যে মিস ভ্যান ওয়াইলি নষ্টনীড় নামক এক র‍্যাঞ্চ হাউসে বন্দী আছে। নষ্টনীড়ের অবস্থান টমকে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু ষোলআনা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এটা তুমি খুঁজে বার করতে পারবে?

পারব বোধহয়।

কড়া গলায় ডেনিসন বললেন, অত আস্তে বললে চলবে না। ডাকাতগুলো যেন কিছু জানতে না পারে। শুনলাম এরমধ্যেই ওরা প্রেঅ্যাসিড কাজে লাগিয়েছে। খুন করতেও হয়ত দ্বিধা করবে না। ওরা যদি বুঝতে পারে যে ওদের পেছনে পুলিশ লেগেছে তাহলে মেয়েটাকে ডারমটদের আর অন্যান্য যারা ওদের সনাক্ত করতে পারে তাদেরকে শেষ করে দেবে।

শোনো টম, একটা গাড়ি ভাড়াকরো। তোমার মানিব্যাগ, পুলিশ কার্ড আর পিস্তল কাছে রেখে যাবে। গাড়ি চালিয়ে চলে যাও নষ্টনীড়ে। ভালভাবে জায়গাটার আশপাশ দেখে দরজায় ঘন্টি বাজাবে। যে-ই দরজা খুলুক না কেন, বলবে যে তুমি বাড়ির মালিক হ্যারিস জোনসের বন্ধু এবং তাদের কাছ থেকে দুমাসের জন্য বাড়িটা ভাড়া নিচ্ছ। বলবে, তুমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলে তাই একবার বাড়িটা দেখে যেতে ইচ্ছে হল–ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটের ওপর কথা বলতে বলতে বাড়িটার ভেতরটা দেখে নেবে। ঢুকতে

নিশ্চয় তোমাকে দেবে না। কিন্তু জায়গাটার খুঁটিনাটি দেখে নেওয়া চাই। আমাকে জানাবে যে বাড়িটার কাছাকাছি কোন ঘর বা কেবিন আছে কিনা। আর পুলিশের দল সুবিধেমত গা-আড়াল করে গুলি চালাবার মত জায়গা আছে কিনা। বুঝতে পারছ, খুব সাবধানে কাজ করো, টম। ক্র্যামারের দলবল হলে ব্যাপারটা অতি বিপজ্জনক।

ঠিক আছে কর্তা। আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি। পাঁচটা নাগাদ ওখানে পৌঁছে যাব। সঙ্গে লেটস বা ব্রডিকে নেব নাকি?

কী জন্যে? তোমার কি মন কেমন করছে?

.

মো ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে নষ্টনীড় ফিরছিল। বোস্টন ক্রীক পেরিয়ে রাস্তার পাশে গাড়িটা থামাল মনটাকে একটু হালকা করে নেবার জন্য।

কিন্তু তার চোখে একফোঁটা জল নেই, কারণ হঠাৎ সে আবিষ্কার করল তার নিজের কাছে মায়ের মৃত্যুর তাৎপর্য কি? জীবনে এই প্রথম সে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারবে। এই আকস্মিক উপলব্ধি তাকে এত চমকে দিল যে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল এই আবিষ্কার তার ভবিষ্যৎ জীবনকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করবে।

আটচল্লিশ বছর বয়সে তার বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি কারণ যে কটি মেয়েকে না পছন্দ করেছে তার মা নাকচ করে দিয়েছিলেন। সারাটা জীবন তার মায়ের অধীনতায়

কেটেছে। তার অজস্র বিরক্তিকর ব্যাপারের মধ্যে ছিল তার উপদেশ প্রতিদিন জামাকাপড় বদলাতে হবে। মদ বেশি খাওয়া চলবে না ইত্যাদি। আজ আড়াই লক্ষ ডলার হাতে পেলে সে এক নতুন স্বাধীন, চমৎকার জীবন শুরু করতে পারবে।

তার মনে পড়ল যখন সে মায়ের কাছ ছাড়া থাকত তখন আবার ক্র্যামার তার ওপর শাসন চালাতেন। অবশ্য ক্র্যামার অবসর নেবার পর তার সবকিছু বানচাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে তার দোষ কোথায়? এখন আবার ক্র্যামার তার ওপর প্রভুত্ব ফলাচ্ছেন।

মো ভাবল, আড়াইলাখ ডলার! অংকটা চমৎকার। কিন্তু ক্র্যামার এত টাকা দিচ্ছেন তাহলে নিজে কত টাকা বাগাবেন?

মো স্বাধীনতার মত্ততায় স্থির করল যে, ভাগাভাগিটা মোটেই ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। মতলবটা ক্র্যামারের হলেও আসল বিপজ্জনক কাজটা মোর ওপর। গণ্ডগোল বাঁধলে মোর ঘাড়েই আগে কোপ পড়বে। আধাআধি বখরাতে ক্র্যামারকে রাজি করাতে হবে।

মো নষ্টনীড়ের দিকে গাড়ি চালাল। টাকার কথাই তার মাথায় ঘুরছিল। ক্র্যামারকে বলবে যে সে ক্রেনদেরকে তার নিজের বখরা থেকে টাকা মিটিয়ে দিতে রাজি আছে কিন্তু তাকে তার নতুন ব্যবস্থায় টাকা ভাগ করতে হবে।

তার মনকে এইসব কুটিল চিন্তা এমন সজাগ করে দিয়েছিল যে, নষ্টনীড়ের কাছাকাছি আসতেই সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে বুঝতে পারল কোথাও একটা গলদ বেঁধেছে।

খানিকক্ষণ গাড়িতে বসে বারান্দার দিকে তাকিয়ে রইল। জেলডা নতুন জামাকাপড় পরে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। চিতা তার পাশে দাঁড়িয়ে, রিফের চিহ্ন নেই।

মো গাড়ি থেকে বেরোল। সে মনে মনে বলল, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু কী? ক্রেনরা অতি খল। সে তার কোটের বোতম আলগা করে দিল, যাতে প্রয়োজন বোধে কোটের নীচে রাখা ৩৮ অটোমেটিক পিস্তলটা বার করতে পারে।

বারান্দায় উঠে সে বলল, সব ঠিক আছে তো?

চিতা বলল, বেঠিক আবার কি হবে?

চিতার মুখের বাঁ দিকের কালশিটে দাগ দেখে তার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

রিফ কোথায়?

চিতা বলল, ভেতরে আছে।

এমন সময় রিফ সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। তার পরনে কালো চামড়ার পোক। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আরে, ফিরে এসেছ তাহলে?

মো জিজ্ঞেস করল, মিসেস ডারমট কোথায়?

রিফ বলল, তার ছোঁড়াটাকে নিয়ে ভেতরে বসে আছে।

মো লক্ষ্য করল, রিফের হাত তার পিঠের পেছনে লুকানো।

আমি না থাকার মধ্যে সব ঠিক ছিল?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলতে বলতে রিফ মোর দিকে এগোতে লাগল।

মো চোখের কোন দিয়ে দেখল চিতাও সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। মো জিজ্ঞেস করল, তোমার পেছনে ওটা কী?

কিসের কথা বলছ তুমি? মোর কয়েক হাতের মধ্যে সে এসে পড়েছে।

মোকে যে এক সাংঘাতিক জাতের অপরাধী বলে মনে করত পুলিশ বাহিনী সেটা ঠিক। তার মা এবং ক্র্যামার তার ওপর যখন তখন কর্তৃত্ব ফলালেও সে তেমন সংকটে পড়লে একেবারে কেউটের মত ভয়ংকর হয়ে উঠত। খুন খারাপির ব্যাপারে কম বয়েসী গুণ্ডাদের মুখোমুখি লড়াইয়ের সময় মো কখনও পিছু হটেনি। যে কোনো দস্যুর চেয়ে দ্রুত পিস্তল চালাবার আশ্চর্য ক্ষমতা তার ছিল এবং এই ক্ষমতা তাকে বহুবার প্রাণে বাঁচিয়েছে।

রিফ সবে লোহার চেন জড়ানো হাত তুলে মো-কে ঘুষি লাগাতে যাচ্ছে, এমন সময় তার সামনে এক নিকষ কালো পিস্তলের নল উদ্যত, যেন কোন মন্ত্রবলে মোর হাতে উঠে এসেছে পিস্তল।

চিতা থমকে দাঁড়িয়ে গেল পিস্তল দেখে। কাঁপা গলায় রিফ বলল, এ আবার কি?

মো কড়াগলায় বলল, চেনটা হাত থেকে খোলদা। মেঝেতে ফেলে দাও।

এ যেন এক নতুন মো। তার মুখ সুকঠিন, কালো–চোখে স্থির ও ভয়াবহ দৃষ্টি।

তাড়াতড়ি চেনটা ফেলে রিফ বলল, আমি তো কেবল একটু ইয়ার্কি করছিলাম, ওরকম করছ কেন, মো?

ওদিকে সরে যাও।

তোমার মাথাটাথা খারাপ হল নাকি?বলে রিফ সুড়সুড় করে বোনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মো চেনটা তুলে বলল, এবার বল, এখানে কী হচ্ছে?

এতক্ষণ জেলডা ভয়ে ভয়ে দৃশ্যটা দেখছিল। এবার সে বলল, ওকে মেরো না! আমরা একসঙ্গে চলে যাব ঠিক করেছি। ওকে আমি বিয়ে করব। তুমি যদি আমাদের সাহায্য করো, আমি বাবাকে বলব তোমায় কিছু টাকা দিতে।

স্তম্ভিত হয়ে মো পিস্তল নামিয়ে হাঁ করে জেলডার দিকে তাকিয়ে রইল।

রিফ সুযোগ বুঝে বলল, এই হল আসল ব্যাপার মো। আমরা প্রেমে পড়েছি। শোনো, এই সুযোগে মেয়েটাকে ফেরৎ নিয়ে গেলে ওর বাবা খুশী হবেন এবং পুলিশের ঝামেলা

করবেন না। আমরা বেকসুর বেরিয়ে আসতে পারবো। আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে, আর তোমাকেও খুশী করে দেব।

মুগ্ধনেত্রে জেলডা রিফের দিকে চেয়ে আছে। তারপর মো চিতার দিকে তাকাতেই বুঝল চিতার অন্ততঃ তেমন মনঃপুত না ব্যাপারটা।

মো-র ক্র্যামারের কথা মনে পড়ল। ক্রেনদের এই কাজে ঢোকানোর জন্য নিজেকে গালাগাল দিল সে। ক্র্যামারের আরো তিনদিন লাগবে সব কাজ করতে। জেল আর রিফ তার বিরুদ্ধে। দাঁড়িয়েছে। চিতা হয়ত তার স্বপক্ষে থাকতে পারে।তবু বিশ্বাস করা চলে না। তার ওপর ডারমটের স্ত্রীকে পাহারা দিতে হবে।

মো দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দূরে কাঁচা রাস্তায় একটা গাড়ি আসতে দেখল।

৯-১০. নষ্টনীড়ের লোহার গেট

০৯.

নষ্টনীড়ের লোহার গেটের সামনে টম হার্পার গাড়ি থামাল।

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে গিয়ে সে মুখের ঘাম মুছল ভয়ে। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজায় ঘন্টি বাজাতে হবে। তার কর্তার অনুমান ঠিক হলে ঐ বাড়ির মধ্যে একদল সাংঘাতিক দস্যু আছে। ওরা যদি নক্রমে জানতে পারে যে সে পুলিস অফিসার, তাহলে আর প্রাণ থাকবে না, অপহরণের সঙ্গে সঙ্গে তারা চরম অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়বে–যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং তাকে হত্যা করে পালাবার চেষ্টা করবে।

আস্তে আস্তে হার্পার গাড়ি চালিয়ে বাড়িটার দিকে চলল। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ দেখলে কোথাও এতটুকু আড়াল-আবডাল নেই। ছোটখাট কয়েকটা বালির স্তূপ আছে। সে আরো লক্ষ্য করল যে কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে কোনো গাড়ি এলে অনেক আগে থেকেই বুঝতে পারা যায় ধুলোর মেঘ দেখে।

সিকি মাইল দূরে সবুজ লনের মাঝখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক আরো কতকগুলো ছোট ঘর ও কেবিন। সকালবেলায় এদের অজান্তে এই বাড়িতে হানা দেওয়া অসম্ভব। রাতের বেলায় হানা দেওয়াও অত্যন্ত শক্ত ও বিপজ্জনক হবে।

সে আপনমনে শিস্ দিতে দিতে ভাবল, ডেনিসনের যদি খুব তাড়াতাড়ি এখানে হানা দেওয়ার মতলব থাকে তাহলে সহজ হবে না।

লম্বা বারান্দাটা ফাঁকা ও সবকটা জানালা বন্ধ দেখতে পেল। তারপর চোখে পড়ল বাড়ির কাছে একটা লিংকন গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়িটার সর্বাঙ্গে ধুলো আর পেছনে ক্যালিফোর্নিয়ার এক নম্বর প্লেট লাগানো। টম নিজের গাড়ি থামাতে থামাতে নম্বরটা মুখস্থ করে নিল।

সে বুঝতে পারল তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে দুরুদুরু বক্ষে, সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে ঘন্টি বাজাল।

সে অপেক্ষা করতে করতে ভাবল, হবু শ্বশুর হলে কি হবে সবচেয়ে শক্ত কাজগুলো তার ঘাড়ে চাপাতে দ্বিধা করেন না।

চিতা দরজা খুলে নির্বিকার চোখে তার দিকে তাকাল।

চিতাকে দেখামাত্র সে চিনতে পারল যে জেলডা ভ্যান ওয়াইলি অদৃশ্য হবার আগে টহলদারী পুলিশ অফিসার মার্ফি তার গাড়িতে যে মেয়েটিকে দেখেছিল, তার বর্ণনা সে শুনেছিল ডেনিসনের কাছে।

ডেনিসনের অনুমান মিলে গেল। সে এক ডাকাতের আড্ডায় ঢুকে পড়েছে।

বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার। দেখা করে যাই। মিঃ ডারমেটের সঙ্গে দেখা হবে কি? আপনি বোধহয় মিসেস ডারমট?

ঠাণ্ডা গলায় চিতা বলল, তারা দুজনেই বেরিয়েছেন।

মিঃ হ্যারিস জোনস, অর্থাৎ এ বাড়ির মালিক আমায় এ বাড়িটা দুমাসের জন্য ভাড়া দিচ্ছেন। ভাবলাম একবার দেখে যাই। বাড়ির সাইজটা একটু দেখে নেওয়া দরকার।

এখন বাড়িতে কেউ নেই। আমি আপনাকে ঢুকতে দিতে পারছি না।

সে তো নিশ্চয়। ঠিক আছে আমি তাহলে চলি। আপনাকে বিরক্ত করতাম না, কিন্তু

হা হা, শুনেছি আমি, আপনি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন।বলেই সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ির দিকে হার্পার হেঁটে চলল। বুঝতে পারছে যে, এখনও তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে এই বুঝি তার পিঠে একটা বুলেট এসে বিধল।কিন্তু তার চোখ থেমে নেই। গাড়িতে উঠতে পেরে হার্পার এবার স্বস্তি পেল। ডেনিসন যে খবর চাইছিলেন তা সে সংগ্রহ করে অক্ষত দেহে ফিরতে পেরেছে।

হার্পার বাড়ির নাগালের বাইরে গিয়েই গাড়ি থামিয়ে লিংকন গাড়ির নম্বর টুকে নিল। তারপর পীট শহরে পৌঁছে ডেনিসনকে ফোন করল।

আপনার আন্দাজ একেবারে মিলে গেছে। মিস ভ্যান ওয়াইলির গাড়িতে যে মেয়েটিকে দেখা গিয়েছিল সেই এসে দরজা খুলল। তারপর বাড়িটিতে যাবার রাস্তা এবং চারিপাশের বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

ঠিক আছে। এবার কি করতে হবে শোনন। ব্রডি আর লেটুস্ কে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওখানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে পড়ে থাকবে। শেষ রাস্তাটুকু বরং পায়ে হেঁটে যাও। সঙ্গে একটা দূরবীন নিও। দিনরাত কড়া নজর রাখবে বাড়িটার ওপর। তৈরী হয়ে নাও। পীট শহরের পুলিশ দপ্তরের ফ্রাংকলিনের কাছ থেকে তোমার যা যা দরকার নিয়ে যাও। আমি জানতে চাই যে বাড়ির ভেতরে কে কে আছে।

হার্পার বলল, হু।

একটা কথা মনে রাখবে বাড়ির বাসিন্দারা যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে যে তাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে। এটা তোমার দায়িত্ব। কোনো ঝুঁকি নিও না। শুভেচ্ছা রইল।

.

ভিক্টর ডারমট লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলের রিসেপশন ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আমার জন্য একটা কামরা রিজার্ভ করা আছে। আমার নাম জ্যাক হাওয়ার্ড।

আছে বৈকি, মিঃ হাওয়ার্ড। রুম নম্বর পঁচিশ আপনি তো কেবলমাত্র একরাত্রি থাকবেন, তাই না?

ভিক্টর বুঝতে পারল যে ক্লার্কটি কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, হ্যাঁ, কেবল একটা রাত।

রেজিস্টারে সই করে, বেয়ারার হাতে সুটকেশ দিয়ে তার পেছন পেছন এগিয়ে গেল।

ছটা বাজতে কুড়ি মিনিট। বেয়ারা চলে যাবার পর ভিক্টর খাটের ওপর বসে পড়ল। মুখটা এখনো ব্যথা করছে। ক্যারী ও খোকা কেমন আছে?

এখন তার সুটকেসে একশ ডলারের নোটে মোট আট লক্ষ ডলার। প্রথম দুটো চেক ভাঙাতে অসুবিধে হয়নি। তাকে আরেকটা সুটকেশ কিনে চেস ন্যাশনাল ব্যাংকে তৃতীয় চেকটা ভাঙাতে যেতে হবে। তারপর সে লস এঞ্জেলস ছেড়ে নির্দেশানুযায়ী উপকূলবর্তী বিভিন্ন শহরে পরিক্রমা শুরু করবে। আজ রাত এগারোটায় সেই ডাকাতটার ফোন করবার কথা।

সারাদিনের এই স্নায়বিক উত্তেজনা আর মুখের টনটনে ব্যথা তাকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার জন্য চেষ্টা করছে।

ক্র্যামার স্যান ফ্রানসিসকো রোজ আমর্স হোটেলে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা বোতলটা থেকে বড় এক গেলাস হুইস্কি ঢাললেন। তারপর তার সঙ্গে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন যদিও তার তুলনায় চেয়ারটা ছোট।

অধীরভাবে বার বার তিনি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ডারমট টাকার প্রথম কিস্তিটা ঠিকমত জোগাড় করতে পেরেছে তো? এক চুমুক হুইস্কি

খেয়ে ভাবলেন আর মদ টানা উচিত হবেনা। নৈশভোজের পর থেকে একটানা ড্রিংক করে চলেছেন তিনি। গা বেশ গরম লাগছে আর সঙ্গে সেই বুকের যন্ত্রণাটা। সিগার ধরিয়ে হোটেলের টেলিফোন অপারেটরকে বললেন লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেল ধরে দিতে। একটু দেরি হল নম্বরটা পেতে।

ভিক্টরের গলা চিনতে পারলেন ক্র্যামার।

তিনি বললেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি কে? কাজ কেমন চলছে? সাবধানে কথা বলুন। কোনো ঝামেলা হয়নি তো?

না।

পয়লা কিস্তির মাল পেয়ে গেছেন?

হ্যাঁ।

চমৎকার। কাল আপনি সান্টা বারবারা যাবেন। সেখান থেকে সালিনাস শহর। সেখানে ক্যামব্রিয়া হোটেলে একই নামে আপনার জন্য একটা ঘর রিজার্ভ করে রেখেছি। কাল এই সময় আবার আপনাকে ফোন করব।

বুঝেছি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে একটা ফোন করতে চাই। পারবো করতে?

সেটা ঠিক উচিত হবে না। আমার বন্ধুটি বিরক্ত হতে পারে, সে তেমন ফোন টোন পছন্দ করে না। বলে তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

.

গেলাস শেষ করে আবার হুইস্কি ঢাললেন। তাঁর ভারী মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

আমার হাতে এখন আট লক্ষ ডলারক্র্যামার মনে মনে ভাবলে। আর তিনদিনের মধ্যে পুরো চল্লিশ লক্ষ ডলার হাতে আসবে। মো আর ঐ ছোঁড়া-দুড়ী দুটোকে কিছু টাকা দিতে হবে। তার পরেও হাতে পঁয়ত্রিশ লাখের বেশী থাকবে। অনায়াসে জীবনের বাকি দিনগুলো এই টাকায় কেটে যাবে।

হেলেনের সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে হল। নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, না, বিপদের সম্ভাবনা কিছু নেই। বিপদ আবার কী হবে। অপারেটরকে বাড়ির নম্বরটা দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন। হেলেন নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছে। এবার ওকে সলি লুকাসের ব্যাপারটা জানানো উচিত। আজ হোক কাল যোক তাকে কথাটা তো জানাতেই হবে। একসঙ্গে সবকিছু দুম করে ফাঁস করা ঠিক হবে না।

টেলিফোন বেজে উঠতেই ক্র্যামার রিসিভার তুলে নিলেন।

হ্যালো হেলেনের গলা কেমন যেন দূরাগত ও উত্তেজিত মনে হল কে কথা বলছেন?

ক্র্যামার খোশ মেজাজে হেসে বললেন, তোমার প্রেমিক কথা বলছি।

ও, জিম! ব্যাপার কি বলো তো? তুমি কোথায় আছ?

ডেনিসনের কর্মচারী জো সীসগারের ওপর ক্র্যামারের বাড়ির ফোন ট্যাপ করবার ভার ছিল। সে এবার নিঃশব্দে টেলিফোন লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত টেপ রেকর্ডারটি চালিয়ে দিল।

কেমন আছো প্রিয়ে? আমার জন্য মন কেমন করছে নাকি?

জিম! দুজন পুলিশ অফিসার এখানে এসেছিলেন। তোমার খোঁজ করছিলেন।

ততক্ষণে সীস ব্রুগার টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ারকে ডাক দিয়েছে। ফিস ফিস করে বলল, শিগগীর বার করো এই ফোনটা কোথা থেকে আসছে।

ক্র্যামার বললেন, কী বললে? কী জন্য তারা এসেছিল?

তোমার সঙ্গে ওঁদের কথা বলবার ছিল। জিম, আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মো যে এখানে এসেছিল, তা-ও ওরা জানেন। এই অফিসারটি, অর্থাৎ ইন্সপেক্টর ডেনিসন

হাত থেকে রিসিভার প্রায় খসে পড়ল ক্র্যামারের, ডেনিসন!

হ্যাঁ। উনি বললেন মোর নাকি রেস্তোরাঁ টেস্তোরাঁ কিছু নেই। ওর নিজের বলতে একটি পয়সাও নেই। উনি–উনি বললেন যে তুমি যদি মঙ্গল চাও তাহলে কোনোরকম কুকীর্তি, কুমতলব কোরো না। জিম! তুমি নিশ্চয় তেমন কিছু করছ না, কি বল? ...

ক্র্যামার ভাবছিলেন, ডেনিসন! এফ.বি. আই-এর সবচেয়ে সুদক্ষ অফিসারদের একজন এবং তার অনেক দিনের শত্রু।

তিনি বললেন, আমি তোমায় পরে ফোন করব। চিন্তা করবার কিছু নেই। এখন আমায় বেরোতে হবে। খামোকা দুশ্চিন্তা কোরো না।

টেলিফোন ইঞ্জিনীয়ার জানাল, ফোনটা এসেছিল স্যান ফ্রানসিসকোর রোজ আর্মস হোটেল থেকে।

সীস ব্রুগার খপ করে রিসিভার তুলে স্যান ফ্রানসিসকোর পুলিশ দপ্তরের কানেকশন চাইল।

ক্র্যামার উঠে দাঁড়ালেন। হেলেনকে ফোন করা অত্যন্ত বোকামি হয়েছে। মো-কে তার সঙ্গে মিলিত হতে দেখেই পুলিশ বুঝতে পেরেছে যে তার মাথায় বদ মতলব আছে। রঙ্গমঞ্চে যখন ডেনিসন এসে গেছে তখন ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব। ডেনিসন নির্ঘাত তার বাড়ির লাইনে আড়ী পাতবার ব্যবস্থা করেছিল। তারা জেনে গেছে যে তিনি এই হোটেলে আছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে পড়বে। ক্র্যামার গায়ে কোট চাপিয়েছেন। তার সুটকেসে জামা কাপড় ও টুকিটাকি জিনিষ ছাড়া আর কিছু নেই আর হোটেলের টাকা মেটাবার সময়ও নেই–পুলিশ এসে। পড়বে। চটপট বেরিয়ে পড়া দরকার।

দুজন পুলিশ অফিসার এগারো মিনিটের মধ্যেই বোজ আর্মস হোটেলে এসে ঢুকল। চটপট নিজেদের পরিচয় পত্র দেখিয়ে স্তম্ভিত রিসেপশন ক্লার্কটির নাকের সামনে ক্র্যামারের ফটোটি তুলে ধরল।

এ লোকটিকে দেখেছ?

বাঃ, নিশ্চয় দেখেছি। এতো মিঃ ম্যাসনের ছবি। ভদ্রলোক মাত্র দুমিনিট আগে বেরিয়ে গেলেন।

দুজনের মধ্যে যে একটু বেশি লম্বা তার নাম বব আর্লান। সে বলল, আজ রাতে মিঃ ম্যাসন কি কোনো টেলিফোন করেছিলেন?

সেটা আমি জানি না তবে খুব সহজেই জানা যেতে পারে। বলে সে পাশের ঘরে ঢুকল। এ ঘরে সুইচ বোর্ড রয়েছে টেলিফোনের। আলান তার পিছু পিছু এল।

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাব টেলিফোন অপারেটর এক এক করে দিল।

বাড়ি ফেরবার যোগাড় করছেন ডেনিসন, এমন সময় আলানের ফোন এল।

ক্র্যামার একটুর জন্য আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। বাড়ি ছাড়া আরেক জায়গায় ফোন করেছিলেন তিনি। রাত এগারোটায় লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন।

ডেনিসন বললেন, ঠিক আছে। আপাততঃ ক্র্যামারের কথা ভুলে যাও। এখনো তাকে ধরবার সময় হয়নি। তিনি লাইন কেটে এবার সীস ব্রুগারকে ফোন করলেন, কান খাড়া করে বসে থাকো। মিসেস ক্র্যামারের কাছে আসা প্রতিটি ফোনের বিবরণ আমার চাই।

বারোটা বাজতে দশ মিনিট, ডেনিসন বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিলেন যে ফিরতে অনেক রাত হবে, নীচে নেমে নিজের মোটরে বসে লস এঞ্জেলসের দিকে ছুটলেন।

.

ক্যারীর শোবার ঘরে সবাই জড়ো হয়েছে। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম কারণ হার্পারকে আসতে দেখেই মো ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

বাচ্চার খাটের পাশেক্যারীদাঁড়িয়ে। গরমে বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে। জেলআর রিফ জানালার পাশে, লেসের পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। মো পিস্তল হাতে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখতে পাবে। আর এই তিনজনকে পাহারাও দিতে পারবে।

গাড়ি চালিয়ে হার্পারকে বেরিয়ে যেতে দেখল। তারা হার্পার ও চিতার কথাবার্তা সবই শুনেছে। এবার চিতা ঘরে ঢুকল।

মো আশ্বস্ত হয়ে বলল, ঠিক আছে। যত ব বাজে ব্যাপার। জানলাগুলো খোলো।

মো বলল, শোনো তোমরা দুজনে মুক্তিপণ পাবার পর কি কর না কর তাতে কিসসু যায় আসে না। কিন্তু ক্র্যামার টাকা নিয়ে না আসা পর্যন্ত কেউ এখান থেকে এক পা নড়তে পারবে না। তোমার মত গুণ্ডাদের চরিয়ে আমার সারাটা জীবন কেটেছে। বদমায়েশি করলে করতে পার কিন্তু এখন থেকে আমার কথার আগে গুলি ছুটবে। বুঝতে পেরেছ?

রিফ রাগে ফুলছে কিন্তু মো যেরকম অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় পিস্তল বার করেছিল তার পরে তার সামনে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা বা সাহস নেই।

রিফ খেঁকিয়ে উঠল, তোমার মাথা বিগড়ে গেছে? বুঝতে পারছ না যে এর ফলে আমরা সাদা হাতে বেরিয়ে আসতে পারব? ওকে ফেরৎ দিলেই আমরা বেকসুর খালাস পাবো। কিন্তু মুক্তিপণ একবার নিলেই আমরা ফেঁসে যাবো।

মো শান্ত গলায় বলল, আমরা কেউ ফাসব না। এ কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি আগে থেকেই প্ল্যান করা আছে। তোমরাদুজনে-ক্রেন ভাইবোনদের দিকে পিস্তল তুলে বলল, এবাড়ি থেকে বেরোও। এখন থেকে বাইরের একটা কেবিনে থাকবে তোমরা। জেলডা এখানেই থাকবে। তোমাদের দুজনের একজন ও যদি এ বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে পা দাও, স্রেফ গুলি খাবে। প্রাণে মারব না। তবে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। মাথায় ঢুকেছে?

শয়তানি হাসি হেসে রিফ বলল,আর তুমি কি করবে মোটকু? তিনরাত্তির জেগে আমাদের পাহারা দেবে?

পিস্তলের গর্জনে ঘর কেঁপে উঠল।

এক ঝলক ভয়ংকর হলদে আগুন ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশগানের মত মুহূর্তের মধ্যে আলো করে দিল। জেলডা চীৎকার করে উঠল।

রিফ টলতে টলতে পিছু হটে এল। হাত কানের ওপর উঠে এল। আঙুল দিয়ে রক্ত বেরোল, ঘাড়ের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। রিফ রক্তের দিকে তাকিয়ে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সে নরম গলায় বলল, গুলি চালাতে আমি জানি। এবার এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাও, আর ফেরবার চেষ্টা কোরো না। তুমিও যাও, চিতার উদ্দেশ্যে বলল।

কানে একটা নোংরা রুমাল চাপা দিয়ে রিফ বেরিয়ে গেল। বুলেটটা দক্ষ ম্যার্সেনের ছুরির মত তার কানের লতি উড়িয়ে দিয়েছে।

পিছু পিছু চিতাও বেরিয়ে গেল। খোকা জেগে কান্না শুরু করল। জেলডা উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পিস্তলের গর্জনে ক্যারীর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। সে খোকাকে তুলে নিল।

যতক্ষণ না রিফ আর চিতা সবুজ লন পেরিয়ে কেবিনে না ঢোকে, মো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে ক্যারীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

তোমার এই মেয়েটিকে পাহারা দিতে হবে। একে চোখের আড়াল কোরো না। আমি ওই দুজনের ওপর নজর রাখছি। তুমি যদি তোমার বাচ্চাশুদ্ধ জ্যান্ত বেরোতে চাও, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতেই হবে। টাকা পৌঁছতে এখনো তিনদিন বাকি। আমার সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি তো?

ক্যারী ভেবে দেখল এই মোটা ইটালিয়ানটি এ পর্যন্ত তার সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করেছে। ক্রেন ভাইবোনদের বা এই মূর্খ মেয়েটাকে একবিন্দুবিশাসকরা চলেনা। এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ থাকা চলবে না। কারো না কারো পক্ষ নিতেই হবে। তাই মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে মো পিস্তল ভরে রাখল। ক্রন্দনরত খোকার দিকে তাকিয়ে, আমার ভাইয়ের দশটি ছেলেমেয়ে। যুদ্ধের সময় সে মারা গিয়েছিল। তার ছেলেমেয়েদের আমিই মানুষ করেছি। বাচ্চাদের আমি খুব ভালো সামলাতে পারি। ওকে আমার কোলে দেবে?

ক্যারী আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু মোর চোখে অদ্ভুত এক কোমল দৃষ্টি দেখে থেমে গেল।

ক্যারী বলল, ও-ও নতুন মুখ তেমন পছন্দ করে না। আপনার কাছে হয়ত

ততক্ষণে মো দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছ। অগত্যা কারী খোকাকে তুলে দিল। খোকা হঠাৎ কান্না থামিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে মো-কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। মো দুগাল ফুলিয়ে, মৃদু শিসের মত আওয়াজ করল, তারপরেই একমুখ হাসি। খোকাও হাসতে লাগল।

কান্না থামিয়ে জেল মো ও ক্যারীর দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাল। তবু তারা জেলডার দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না।

মো বলল, বাচ্চাদের আমার খুব ভাল লাগে। ওরাও আমায় খুব ভালবাসে। তুমি, আমি আর তোমার বাচ্চা তাহলে একদলে, কি বল? তুমি মেয়েটার ওপর নজর রেখো। কোনো গণ্ডগোল করলে আমায় ডাকবে। আমি এক থাপ্পড়ে সিধে করে দেব।

খোকাকে ক্যারীর কাছে দিয়ে মো বারান্দায় গিয়ে বসল। সেখান থেকে কেবিনটা দেখা যাচ্ছিল। ক্যারীকে বিশ্বাস করা চলে কিন্তু ঐ ক্রেন ভাইবোন দুজন সাপের মত ধূর্ত। তিনরাত্রি জেগে পাহারা দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। মোর একমাত্র আশা,যদি ইতিমধ্যে

ক্র্যামার ফোন করেন তাহলে সে তাকে সবকিছু জানাতে পারবে। কেবিনের দিকে দেখল, জানালার খড়খড়ি ও দরজা বন্ধ। ক্রেন ভাইবোন এখন কী করছে?

রিফ ওয়াশ বেসিনে নিজের কানে জলের ঝাঁপটা দিচ্ছিল আর শাপ-শাপান্ত করছিল। গুলি খেয়েই তার সব সাহস উবে গেল।

চিতা ইজিচেয়ারে আরাম করে শুয়ে ভাইকে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু তাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করল না।

এখনো রক্ত পড়ছে দেখে রিফ খেঁকিয়ে উঠল, তুই একটু হাত লাগাতে পারছি না। চুপ করে বসে আছিস যে। রক্তটা থামাবার ব্যবস্থা করতে পারছিস না?

জীবনে এই প্রথম ভাইকে সাহায্য করবার একটুও ইচ্ছে হল না চিতার। রিফ ঐ টাকাওয়ালা কুত্তীটাকে বিয়ে করবার জন্য মেতে ওঠায় তার মনে এত ঘেন্না ও হিংসে জন্মেছে মনে হচ্ছে যে আজ এক জল্লাদের কুঠারাঘাতে তাদের জন্মের যোগসূত্রটুক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রিফকে চিতা ভাল করেই চেনে। রিফ যখন বলেছে যে সে জেলডাকে বিয়ে করবে তখন রিফ সত্যিই এ বিয়ে চাইছে। রিফ ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখছে, কী করে মেয়েটার টাকা ওড়াবে। কী করে সে চিতার একান্ত প্রিয় সেই দুরূহ বর্ণহীন জীবন ছেড়ে, পালিয়ে আসবে। কী করে ঐশ্বর্যের নরম পাঁকে ডুবে থাকবে। শীগগিরই একদিন রিফ তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সে কখনও চাইবেনা যে সারাজীবন চিতা তার লেজুড় হয়ে জ্বালাতন

করুক। সে চিতাকে টাকা দেবে নিশ্চিত কিন্তু সেই সঙ্গে চাইবে চিতা তাকে নিষ্কৃতি দিক, যাতে সে ধনীদের সেই নরম, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন স্রোতে গা ঢেলে দিতে পারে।

রিফ গালাগালি দিতে দিতেই শোবার ঘরে এসে বিছানার চাদর থেকে একফালি চাদর ছিঁড়ে একটা প্যাডের মতন তৈরী করে কানের ওপর চেপে ধরল। তারপর আরেকফালি কাপড় দিয়ে সেটাকে মাথার সঙ্গে বাঁধল। এতক্ষণে রক্ত বন্ধ হল।

এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। রিফ বসবার ঘরে এল। তার চামড়ার জ্যাকেটে রক্তের দাগ। মুখ ফ্যাকাশে, চোখে রাগের আগুন।

কী হয়েছে তোর? আমায় একটু সাহায্য করলি না যে?

চিতা নির্বিকার মুখে চেয়ে রইল।

ঐ ব্যাটা মোটকু। কে জানে ব্যাটা অত ভাল গুলি চালায়। ও ইচ্ছে করলেই আমায় খতম করতে পারত।

চিতা ভ্রূক্ষেপও করল না।

অনেকক্ষণ অস্বস্তির সঙ্গে রিফ চিতার দিকে তাকিয়ে ভাবল চিতার এব্যবহার একেবারে নতুন। কিন্তু কথা বলানোর জন্য সাধ্যসাধনা করতে তার অহমিকায় বাঁধল। তাই সে একবার জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। মো-কে বারান্দায় দেখতে পেল। একটা পিস্তল থাকলে এখান থেকে গুলি চালালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। হঠাৎ

মনে পড়ল সেই হারানো রিভলবারের রহস্য। ডারমটের রিভলবারটা হিপ পকেটে রেখেছিল। কিন্তু বার করতে গিয়ে দেখে সেটা নেই। নিশ্চয় কেউ নিয়েছে। মো তখন বাড়ি ছিল না। সুতরাং তিনজন মেয়ের একজন কেউ সরিয়েছে ওটি।

সন্দিগ্ধ চোখে রিফ চিতার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার রিভলভারটা নিয়েছিস?

উদাসীনভাবে ঠাণ্ডা গলায় চিতা বলল, রিভলভার? কিসের রিভলভার?

ডারমটের রিভলভার। প্যান্টের পকেটে রেখেছিলাম তারপর দেখি নেই।

চিতা মুখ ভেংচে বলল, নিজের প্যান্টের পকেট সামলাতে পারিস না।

তুই নিয়েছিস কিনা বল?

আমি কেন নিতে যাব? দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে, বলে চিতা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

রিফ খপ করে তার হাত চেপে চীৎকার করে উঠল, নিয়েছিস তুই?

এত জোরে ঝটকা মেরে চিতা হাত ছাড়িয়ে নিল যে রিফ অবাক।

গায়ে হাত দিনে। রিভলভারটা আমার কাছে নেই। কার কাছে আছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই।

রান্নাঘরে ঢুকে গেল চিতা।

রিফ গালাগাল দিতে দিতে চিন্তিত মনে জানালায় গিয়ে মোর দিকে তাকিয়ে রইল।

ডেনিসন রাত একটার পর লস এঞ্জেলসের মাউন্ট ক্রেসেন্ট হোটেলে এসে ঢুকলেন।

রিসেপশন ডেস্কের ক্লার্কটির কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন এ হোটেলে আজ নতুন কে কে এসেছে। ক্লার্কটি তাকে রেজিস্টার দেখাল। অল্প জিজ্ঞাসাবাদের পর ডেনিসন বললেন, আর এই ভদ্রলোক, জ্যাক হাওয়ার্ড-এর চেহারা মনে আছে?

হ্যাঁ, নিশ্চয়, লম্বা শ্যামলা চেহারা পোশাক আশাক বেশ দামী। মুখের একপাশে কাটা দাগ-বড় বিশ্রী দাগটা।

এর ঘরের একটা বাড়তি চাবি আমায় দাও দেখি, এর সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই।

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ক্লার্কটি পেছনের একটা হুক থেকে চাবি নিয়ে ডেনিসনকে দিল।

ইন্সপেক্টর আমরা এখানে কোন গণ্ডগোল চাই না। আসা করি কথাটা মনে রাখবেন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, গণ্ডগোল কে চায়?

ভিক্টর অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ক্যারীর কথা ভাবছিল। দুঘণ্টা ধরে একই চিন্তা ঘুরছে সে যদি নিজের কাজ ঠিকমত করে যায়, তাহলে ক্যারী ও খোকার কোনো বিপদ হবে না। কিন্তু ক্রেন ভাইবোনদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এদের অসাধ্য কিছুই নেই। সহসা কানে এল এক মৃদু শব্দ সে সচকিত হয়ে উঠল।

আস্তে করে তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলেন ডেনিসন, দরজা খুলে গেল। সেই মুহূর্তে ভিক্টর ঘরের আলো জ্বালাল।

ডেনিসন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বললেন, আমি ইন্সপেক্টর ডেনিসন, ফেডারেল ব্যুরো থেকে আসছি। আপনি মিঃ ভিক্টর ডারমট, তাই না?

ভিক্টর বলল, হ্যাঁ। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি হঠাৎ আমার ঘরে?

সব ঠিক আছে, মিঃ ডারমট। আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমরা সবকিছুই জেনেছি। আপনি যে কী বিপদে পড়েছেন, তা আমরা জানি। এবার আসুন, একসঙ্গে কাজ করা যাক। আমরা এই ডাকাতদের ধরতে চাই। অবশ্য সেই সঙ্গে মিসেস ডারমট ও আপনার বাচ্চার যাতে কোনো বিপদ না হয়, সেটাও আমরা দেখবো। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যতক্ষণ না টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং মিসেস ডারমট মুক্তি পাচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা কিছু করবার চেষ্টা করব না। আপনি শুনে হয়ত ভরসা পাবেন যে,ঠিক এই মুহূর্তে আমার তিনজন অফিসারনষ্টনীড় পাহারা দিচ্ছে। খারাপ কিছু ঘটতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে আপনার স্ত্রীকে সাহায্য করবে।

ভিক্টর রেগে বলল, এ ব্যাপারে নাক না গলালেই আপনাদের চলত না? ভ্যান ওয়াইলির মত ধনী লোকের কাছে চল্লিশ লক্ষ ডলার কতটুকু? এই ডাকাতগুলো অতি সাংঘাতিক। বিপদ বুঝলে বাড়ির সবাইকে শেষ করতে দ্বিধা করবে না। ওরা ইতিমধ্যেই আমার চাকরকে খুন করেছে। ওরা ।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি বলছেন আপনার চাকরকে ওরা খুন করেছে?

নিজেকে সামলে নিয়ে ভিক্টর বলল, সঠিক কিছু বলতে পারি না, তবে চাকরটার শোবার ঘরে অনেক রক্ত জমেছিল। তারপর আর তাকে দেখিনি।

ডেনিসন সান্ত্বনার সুরে বললেন, হয়ত আপনারই মত জোর চোট লেগেছে তার। এবার একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন মিঃ ডারমট। হয়ত আপনার পরিস্থিতিতে পড়লে আমিও ওরকম করতাম। আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কেউ জানেনা। আপাততঃ আপনার কাছে কিছু খবর চাই। সবকটা ডাকাতের বর্ণনা চাই আমি। আবার বলছি, আপনার স্ত্রী ও ছেলে নিরাপদ না হলে আমরা কিছু করবোনা।

আমি আপনাকে কিছু বলতে পারব না। আমার বৌ-ছেলের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই।

সে বুঝতে পারছি কিন্তু ব্যাপারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মিঃ ডারমট। আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি বরং বলে যাই আর আপনি জানান ঠিক আছে কিনা আমার অনুমান। আমার ধারণা এই অপহরণের নায়ক যিনি তার বয়েস ষাট, দীর্ঘ, ভারী চেহারা, আর গায়ের রং লালচে। ঠিক আছে?

একবার দ্বিধা করে ভিক্টর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তার সঙ্গে আরেকটি লোক আছে? ইটালিয়ান বেঁটে মোটা এবং গায়ের রং কালচে। ঠিক কিনা?

ভিক্টর মাথা নাড়ল।

ওদের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে; মাথার চুল সোনালী, লম্বা। একটু রুক্ষ ধরনের মুখ সুশ্রী চেহারা। বয়েস বাইশ কি তেইশ, ঠিক বলছি?

ভিক্টর আবার মাথা নাড়ল।

এছাড়াও আরেকটি ছেলে আছে কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না আর আমার আগ্রহ নেই জানার।

ভিক্টর বলল, ঐ মেয়েটির যমজ ভাই এই ছেলেটি। একেই আমি বেশী ভয় পাচ্ছি–এক হিংস্র নৃংশস গুণ্ডা। এই ছেলেটিই আমায় চোট লাগিয়েছে। হাতের মুঠোয় একটা সাইকেলের চেন জড়িয়ে রাখে।

কেমন চেহারা তার?

রিফের বর্ণনা দিল ভিক্টর। তাঁর বলা শেষ হতেই ডেনিসন উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি এখন যা করছেন তাই করে যান, মিঃ ডারমট। মুক্তিপনের টাকা জোগাড় করুন।একটা কার্ড দিয়ে বললেন, এতে আমার ফোন নম্বর আছে। মুখস্থ করে কার্ডটা পুড়িয়ে ফেলবেন। পুরো টাকা জোগাড় করা হলেই আমাকে ফোন করবেন। ডাকাতগুলো ভেবেছে একবার টাকাটা হাতে। পেলেই কাম ফতে। কিন্তু ভ্যান ওয়াইলিকে তারা চেনে না। আপনার স্ত্রী, ছেলে ও মিস ভ্যান। ওয়াইলি মুক্তি পেলেই আমরা ওদের পিছু নেব।

এখন থেকে আমার তিনজন অফিসার আপনার সঙ্গে থাকবে। সাহায্যের প্রয়োজন হলেই তাদের ডাকবেন–আপনি মিথ্যা দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা তাড়াহুড়োর মাথায় কিছু করব না।

অসহায় ভঙ্গিতে ভিক্টর বলল, মনে হচ্ছে আপনার ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যতক্ষণ না ডাকাতগুলো নষ্টনীড় থেকে বেরোয়, দয়া করে কিছু করবেন না।

ডেনিসন দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি কথা দিচ্ছি, ভাববার কিছু নেই। এভাবে ঘরে ঢুকে বিরক্ত করলাম বলে মনে কিছু করবেন না।

শুভরাত্রি, মিঃ ডারমট। বলেই বেরিয়ে গেলেন।

ভিক্টর সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য-দৃষ্টিতে।

.

১০.

সাবধানে মাথা তুলে ঘুমন্তকারীর দিকে জেলডা তাকাল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে। জেলডা ক্যারীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তারপর খুব সতর্কতার সঙ্গে নেমে পড়ল।

থমথমে নিস্তব্ধতা বাড়ি জুড়ে, জেলডা ভাবল, চুপিসাড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ কেবিনে ঢোকার ঝুঁকি নেবে না শুয়ে পড়বে। মোটা ইটালিয়ানটা কি জেগে আছে? এতক্ষণে তো ঘুমিয়ে পড়বার কথা, কিছু বলা যায় না।

রিফের কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। একবার তার কাছে যেতে পারলেই তারা এখান থেকে পালাতে পারবে নিশ্চিত। রিফের কাছে পৌঁছতে হবেই।

জেলডা উঠে খাটের পাশে রাখা শার্ট প্যান্টটা পরে নিল।

একবার ঘুমের মধ্যে ক্যারী পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে জেলডা স্থির হয়ে গেল। বুক ঢিপঢিপ করছে। ক্যারীর ঘুমের গভীরভাব দেখে সে খালি পায়ে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোলো। আস্তে করে ছিটকিনি খুলে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর সেখানকার খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে এল জ্যোৎস্নায় ভরা রাত্রির বুকে।

বারান্দায় মো জেগে বসে থাকবার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাত জাগার অভ্যেস তার একেবারেই নেই। একটা চেয়ারে আরাম করে সে বসেছিল, পিস্তলটা কোলের ওপর রেখে। এখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বাড়ির সামনের দিকে এসে মোর নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল। তারপর একদৌড়ে লন পেরিয়ে বালুর ওপর দিয়ে কেবিনের দিকে দৌড়ল।

চিতা কেবিনের ভেতর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। ঘুম যেন এসেও আসছে না। বসবার ঘরে রিফও শুয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছ। দীর্ঘ দুঘণ্টা ধরে সে দূরের

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিন্তু তারপর চাঁদটা বাড়ির পেছনে সরে যাবার সাথে সাথে বাড়ির চারপাশের ছায়াঘন হয়ে এল। সে আর মো-কে দেখতে পেল না। ওদিকে পা বাড়াবার সাহস তার নেই। ঠ্যাং খোঁড়া করবার ঝুঁকি নিতে সে রাজী নয়। সে দুটো চেয়ার এক করে গা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছে জেলডার কথা।

হঠাৎ একটা শব্দ হতেই চিতা সজাগ হয়ে উঠল।দরজায় ক্যাচ করে শব্দ হল। তারপর বসবার ঘর থেকে ফিসফিসে গলার আওয়াজ ভেসে এল। সে নেমে দরজার দিকে গেল। দরজায় কান পাতল। জেলডার গলা। গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে আস্তে আস্তে ছিটকিনি খুলে দরজাটাকে ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল। যাতে সব কথা শোনা যায়।

দরজার আওয়াজ হতেই রিফ ধড়মড় করে উঠে বসল, কিন্তু জেলডার গলায় আশ্বস্ত হল। জেলডা বলল, ভয় পেয়ো না রিফআমি এসেছি।

সে অন্ধকারে রিফের পাশে হাঁটু পেতে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখল।

জেলডা রিফের কদমছাট চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বলল, আমি থাকতে পারলাম না, তোমার কি খুব লেগেছে?

রিফ তাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করল, ও লোকটা কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছে?

হা। রিফ, এখান থেকে পালানো যায় না? চলো না আমরা এখুনি পালিয়ে যাই।

মোটকু দারুণ গুলি চালায়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমার কানের কী অবস্থা করল, দেখলে তো?

চিতা কোথায়?

পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। আস্তে কথা বলো, ও যেন শুনতে না পায়। সে জেলডাকে বুকে টেনে নিল।

দরজা বন্ধ করে চিতা খাটে গিয়ে বসল। ক্রমশঃ অস্ফুট কথাগুলো যখন একান্ত বল্গাহীন হয়ে উঠল, তখন সে উঠে দাঁড়াল। ভাবল ব্যাপারটাকে আর এগোতে দেওয়া চলবে না– তার ভাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। একে রোধ করবার একটা মাত্র উপায় আছে। জেলডার গলায় তীব্র আনন্দের অস্ফুট চীৎকার শোনা গেল চিতার মনে আর দ্বিধা রইল না। জানলার কাছে গিয়ে খড়খড়ি খুলে জানালা গলে বাইরে বেরোল।

সে নিঃশব্দে গ্যারেজের সামনে গিয়ে সাবধানে দরজা টেনে তুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ হাতড়াবার পর আলোর সুইচ পেয়ে আলো জ্বালালো। গ্যারেজের অপর প্রান্তে দেখতে পেল পার্থিব বস্তুটি–একটা লম্বা হাতলওয়ালা কোদাল।

চিতা কোদাল নিয়ে আলো নিভিয়ে বাইরে এল।

ডি-লঙের কবর খুঁজে বার করতে তার দুঘণ্টা লেগে গেল। অনেক খোঁড়াখুড়ি করে শেষে বালির তলায় মৃতদেহটাকে আবিষ্কার করল চিতা। ততক্ষণে রাত দুটো বেজে গেছে। নষ্টনীড়ের ওপর চাঁদ আলো বর্ষণ করছে।

আস্তে আস্তে মোনাক ডেকে চলেছে। ক্যারীভিক্টরের স্বপ্ন দেখছে। রিফ আর জেলডা অবসন্ন দেহে মাটিতে শুয়ে আছে অধজাগ্রত অবস্থায়।

টম হার্পার বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে নিকটতম বালির স্তূপটার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে লেটস আর ব্রডি। হার্পার স্যান ফ্রানসিসকোর পুলিশের কাছ থেকে একটা পেরিস্কোপ এনেছে। এর সাহায্যে আড়াল থেকে বাড়ির ওপর নজর রাখতে পারছে। লেটুস্ ও ব্রডি ঘুমিয়ে পড়েছে। নজর রাখা সত্ত্বেও কেবিন থেকে চিতার বেরিয়ে আসা হার্পারের চোখে পড়েনি। পেরিস্কোপ তেমন কাজে দেয় না।

চিতা কায়দা করে ঘরে ফিরে এল। শুয়ে পড়ল, পাশের ঘর থেকে ফিসফিসানি ভেসে এলো।

জেলডার কাছ থেকে রিফ সরে গেল। তার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

রিফ বলল, এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও, গা থেকে হাত সরাও! জোর করে জেলডাকে সরিয়ে দিল সে, আর এখনি ভোরের আলো ফুটে উঠবে।

জেলডা জামাকাপড় নিয়ে উঠে পড়ল।

কথা বলো আস্তে।

–খুব ইচ্ছে গুলি খাওয়ার? রিফ বলল।

–ঐ মোটকু গুলি চালাবে–গুলি কি করে চালাতে হয়, তা ওর ভালো জানা আছে।

–ডার্লিং, পুঁচকে লোককে কি তুমি ভয় পাচ্ছো? প্রশ্ন করল জেলডা।

ওর পিস্তলটাকে ভয় নয় ওর টিপকে ভয়। দরজা দেখিয়ে বলল পালাও, আমি কিছু একটা করব। ভাগো এখান থেকে।

জেলডার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলেনি। বেশ রোমাঞ্চকর লাগলো।

ভালবাস তুমি, তাই না? রিফের কাছে বলল সে।

সে জেলডার হাত ধরে মরুভূমির আলোছায়ায় ঠেলে বার করে দিল এক ধাক্কায়। পড়ল গিয়ে কেবিনের বাইরে, পরমুহূর্তেই তাকাল পায়ের কাছে পড়ে থাকা বীভৎস বস্তুটির দিকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলো রিফ সেদিকেই তাকিয়ে আছে, তারপর জেলডা দুহাতে মাথার চুল ধরে আর্তনাদ শুরু করল।

সেই আর্তনাদ শুনতে পেল চিতা।

.

ক্র্যামার স্যালিনাস শহরের ক্যামব্রিয়া হোটেলে টেলিফোন অপারেটরকে বললেন প্যারাডাইস শহরের একটি নম্বর ধরে দিতে। তিনি ফিল বেকারকে ফোন করছেন। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি নিয়মিত গলফ খেলেন আর বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু বটে!

শেষে এই ক্যামব্রিয়া হোটেলে ক্র্যামার উঠলেন। ভিক্টর ডারমটের আজ এই হোটেলেই আসবার কথা। ক্রমশঃ ক্র্যামার নার্ভাস হয়ে পড়ছেন। তিনি অত্যন্ত বিচলিত ডেনিসন তার বিষয়ে তদন্ত করছেন শুনে। ক্র্যামার ভাবছেন, এ পর্যন্ত ডারমট যা টাকা যোগাড় করেছে তাই নিয়েই চম্পট দেবেন কিনা। এতক্ষণে ডারমটের হাতে নগদ ষোল লাখ ডলার এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু জেগেটি ও ক্রেনদের কলা দেখিয়ে চলে যাওয়া উচিত হবে কি? ভাবলেন এ সব করবার আগে একবার হেলেনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

বিকেল পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট। অপরপ্রান্তে বেকার ফোন ধরল।

ক্র্যামার বললেন, ফিল–আমি জিম কথা বলছি। একটা গোলমাল হয়েছে। শোনো, বন্ধু। হিসেবে তোমায় একটা কাজের কথা বলব, সেটা তোমায় করতে হবে এবং কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। রাজী?

সে বললে, কোথায় গিয়েছ তুমি বল দেখি? তোমার জন্য বসে থেকে থেকে একটা দিন আমার খেলাই হল না।

দুঃখিত, কিন্তু আপাততঃ আমি অসুবিধেয় পড়েছি। আমার কাজটা করতে পারবে তো?

বাঃ, নিশ্চয় পারব। জিম–যে কোনো কাজ, কাজটা কী?

আমার বাড়ি গিয়ে তোমায় হেলেনকে বলতে হবে সে যেন ক্লাবে এসে ঠিক সাতটার সময় আমায় ফোন করে। পারবে বলতে?

একশোবার, কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। তুমি নিজেই তো

আগেই বলেছি কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। পারবে কিনা বলো?

বললাম তো পারব।

ঠিক আছে।

তাকে হোটেলের ফোন নম্বরটা দিয়ে ক্র্যামার বললেন, পরের হপ্তায় যখন দেখা হবে, তখন তোমায় সবকিছু বুঝিয়ে বলব। এখুনি ফাস করতে চাইছি না। ঠিক আছে, ফিল?

নিশ্চয় আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি। তুমি কিছু ভেবোনা। জিম–তুমি কি কোনো বিপদে পড়েছ?

দোহাই ফিল! যা বলছি শুধু সেটুকু কর। এখনকার মত বিদায়।

ফোন ছেড়ে ক্র্যামার বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যেন কাটছেনা। হেলেন সাতটায় ফোন করল।

কী খবর প্রিয়ে? তুমি ভাল আছ তো?

হেলেন যেন এক অচেনা গলায় বলল, আমি কেমন আছি জানতে চাইছ? কী করে কথাটা বললে? কী হচ্ছে এসব, জিম? আমার জানবার অধিকার আছে। ফিল আমার কাছে গিয়ে এমনভাবে তাকাল, যেন এক দাগী আসামীকে দেখছে। ব্যাপার কী জিম?

শান্ত হও, হেলেন। পুলিশের কান বাঁচিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।বুঝতে পারছ না। ওরা আমাদের বাড়ির ফোন ট্যাপ করেছে।

হেলেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কী জন্যে তারা আমাদের ফোনের লাইন ট্যাপ করবে? তুমি কি কোনো অন্যায় কাজ করেছ? তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্র্যামার রুক্ষভাবে বললেন, চুপ কর হেলেন। তোমায় আমার কাছে আসতে হবে। পুলিশ · তোমার পিছু নেবে। তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে। এ কাজ তুমি আগে অনেক করেছ, আজও পারবে। তারপর তুমি স্যালিনাস শহরের ক্যামব্রিয়া হোটেলে চলে আসবে। আমি এখানেই আছি। দূরদেশে আমরা পাড়ি জমাব-হয়তো নিরুদ্দেশের পথে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ক্র্যামার বিরক্ত হয়ে বললেন, হেলেন।

এখানেই আছি আমি। তুমি তাহলে বিপদে পড়েছ। এত টাকা আছে তোমার–এ বোকামি কেন করতে গেলে?

ক্র্যামার ভীষণ রেগে বললেন, মুখ সামলে কথা বলল। এসব ব্যাপারের তুমি কিসসু জানো না। সলি আমাদের সব টাকা মেরে দিয়েছে। শালা জোচ্চোর আমার সমস্ত টাকা ফাটকা খেলে উড়িয়ে দিয়েছেচল্লিশ লাখ ডলার।

হেলেন প্রায় চেঁচিয়ে, সলি? না, না! সে কখনও এমন কাজ করবে না।

ঠিক তাই করেছে। কিন্তু টাকাটা ফেরৎ আবার ব্যবস্থা আমি করেছি। শোনো হেলেন। তুমি এখানে চলে এসো।আমি তোমায় কিছু বুঝিয়ে বলব।ভগবানের দোহাই। একটু সাবধানে এসো। কেউ পিছু নিলে তাকে ধোকা দেওয়া চাই নইলে তোমার পিছু পিছু এসে ওরা আমার সন্ধান পেয়ে যাবে বুঝেছ তো?

ক্র্যামার বুকের যন্ত্রণায় ঘামছিলেন। হেলেন! শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি, ভাবছিলাম আমাদের তাহলে আর কোনো টাকা পয়সা নেই।

ঠিক তাই। কিন্তু আমি শীগগির টাকা পাব। আমার কাজ যদি হাসিল হয় তাহলে আমার সবটুকু টাকা ফিরিয়ে আনতে পারব। চলে এসো তুমি। সব বুঝিয়ে বলব।

না, জিম। মনে কিছু কোরোনা, আমি আসতে পারছি না। আমার বয়েস হয়েছে, তুমিও বুড়ো হয়েছ জিম–আবার অপরাধ জগতে ফিরে যাবার বয়েস তোমার আর নেই। বাড়ি এসো, আমরা একটা উপায় ভেবের করব।পনেরোবছর আগে হয়তপুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে অনেক মজা পেতাম। কিন্তু আজ আর এতে কোনো মজা পাচ্ছি না। বাড়ি ফিরে এসো, জিম।

আজ আমাদের বাড়িবলে কিছু নেই।আমারকথা তোমার মগজে ঢুকছেনা?আমরা সেফ ফতুর হয়ে গেছি। কিন্তু নতুন করে টাকা রোজগারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তুমি এখানে চলে এসো।

আমি আসছি না। আগের দিনে আমরা দুজনে মিলে অনেকবার এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করেছি। ভেবেছিলাম আমরা দস্যুবৃত্তি থেকে সরে আসতে পেরেছি। কিন্তু তুমি আবার সেখানে ফিরে গেলেও আমি ফিরতে রাজী নই। বিদায় জিম। আমি যেমন করে তোক চালিয়ে নেব। যদি কোনদিন তোমার মত বদলায়, যদি কোনদিন ওপথ থেকে সরে আসতে পার তাহলে এসো। না হলে, এই শেষ বিদায় জিম।

লাইনটা কাটার শব্দে ক্র্যামারের মনে হল যেন একটা দরজা তার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। ক্র্যামার টেলিফোনের বোম টেপাটেপি করতে লাগলেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তার স্ত্রী ফোন ছেড়ে দিয়েছে। এই কী সেই হেলেন! এক তৃতীয় শ্রেণীর নাইট ক্লাবের দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়িকা যাকে তিনি সেই জীবন থেকে উদ্ধার করেন। তার এই ব্যবহারযাকে তিনি অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান কিছুই দিতে বাকি রাখেন নি।

ক্র্যামার আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। ঘাম হচ্ছে, কেমন যেন ভয় করছে আর ব্যথাটাও ছাড়ছে না।

ক্র্যামার উঠে ভারী পদক্ষেপে স্যুটকেশের দিকে এগিয়ে একটা হুইস্কির বোতল বার করলেন। অনেকটা মদ গ্লাসে ঢেলে খেয়ে ফেললেন। আবার গ্লাস ভরলেন।

ফোন বেজে উঠতেই ক্র্যামার চমকে উঠলেন, রিসিভার তুললেন।

আপনি বলছিলেন মিঃ জ্যাক হাওয়ার্ড এলে জানাতে, উনি এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন। একশ পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরে আছেন।

ধন্যবাদ বলে ক্র্যামার ফোন ছেড়ে দিয়ে সিগার ধরালেন। একশ পঁয়ত্রিশ নম্বর রুম এই তলাতেই হবে। ডারমটের কাছে ষোলো লাখ ডলার।

ক্র্যামার ভাবলেন, এখন কী করা উচিত? হেলেন কি সত্যিই তাকে বিদায় দিয়েছে? তাহলে আর বিপদ ঘাড়ে করে বসে থাকবার প্রয়োজন কি? তার চেয়ে টাকাটা নিয়ে কেটে পড়লেই তো হয়? মো আর ক্রেনদের নিয়ে মাথাব্যথা করে কী হবে?

ষোলো লক্ষ ডলার জীবনের বাকী কটা দিনের জন্য যথেষ্ট। একটা নৌকায় চেপে কিউবা পালিয়ে যাওয়া শক্ত হবেনা। হয়তো একদিন হেলেন আসবে। ক্র্যামার চোখ বন্ধ করলেন। বুকের একটানা যন্ত্রণাটা ভাবিয়ে তুলেছে। মো-কে বঞ্চিত করা কি উচিত হবে? শেষে উঠে করিডোর বেয়ে একশ পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাথরুমে ঢুকে ভিক্টর ডারমট হাত ধুচ্ছিলেন। এমনসময় দরজায় টোকা পড়ল। হাত মুছতে মুছতে দরজা খুলে ক্রামারকে দেখে চমকে গেলেন।ক্র্যা মার দরজা বন্ধ করে বললেন,কী? কেমন চলছে?

ভালই। আপনাকে এখানে দেখব বলে ভাবিনি।

কত টাকা যোগাড় হল?

এ পর্যন্ত ষোলো লাখ। ভিক্টর বিছানার পাশে মেঝেতে পড়ে থাকা স্যুটকেশদুটোর দিকে আঙুল দেখালেন।

দেখা যাক খুলুন দুটোকে।

ভিক্টর শান্ত গলায়, আপনি নিজেই খুলুন না কেন।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ক্র্যামার তাকাল। ভিক্টরও অকম্পিত চোখে তার দিকে তাকাল। তারপর একটা চাপা বিরক্তির শব্দ করে একটা স্যুটকেসের ডালা খুললেন। আর ঠিক তক্ষুণি মনে হল যেন একটা জ্বলন্ত বল্লম তার শরীরকে এ ফোড় ও ফোড় করে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন, দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই অজস্ব একশ ডলারের দিকে বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় কথা বেরোচ্ছে না।

ক্র্যামার কী যেন বলতে চাইলেন সহসা তার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। যেন এক ভেঙে যাওয়া খড়ের পুতুল। তিনি কাতরে উঠলেন যন্ত্রণায়। তারপর মৃত্যু এসে তাকে শান্ত করে দিল, তখনো সে টাকাগুলো আঁকড়ে ধরতে চাইছেন–যে টাকা তার আর কোনো কাজে লাগবে না।

ভিক্টর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বিশালদেহী মানুষটিকে মরতে দেখল। যখন সে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল তখন ভিক্টর অসহায়ভাবে সাহায্য করতে চেষ্টা করলেন।

তিনি প্রথমে ক্যারী ও খোকার কথা ভাবলেন। তারপরেই মনে পড়ল সেই পুলিশ অফিসারটি বলেছিলেন যে তার আশেপাশেই একজন না একজন পুলিশ থাকবেই। তিনি দরজা খুলে করিডোরে বেরিয়ে এলেন। একটু বাদে একটু দূরে আরেকটি দরজা খুলে একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার লোক বেরিয়ে এল। সে ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে ভুরু তুলল।

ভিক্টর বলল, একটু এদিকে আসুন, ভদ্রলোক মারা গেছেন।

ডেনিসন একঘণ্টার মধ্যে হোটেলে এলেন। ভিক্টরের ঘরে ঢুকলেন তার সঙ্গে ছিল সেই পুলিশ অফিসারটি এবং ম্যাসন। ডেনিসন ক্র্যামারের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে গালে হাত ঘষে টাকা ভর্তি স্যুটকেশটার দিকে তাকালেন।

কত টাকা আছে ওটার মধ্যে? ভিক্টর জানালেন কত টাকা আছে। ডেনিসন ম্যাসনের দিকে ঘুরে বললেন, হোটেলের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপচাপ মৃতদেহটা সরাবার ব্যবস্থা কোরো। কেউ যেন জানতে না পারে। স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বললেন, চলুন মিঃ ডারমট। আমরা অন্য কোথাও গিয়ে কথাবার্তাগুলো সারি।

ক্র্যামারের ঘরে গিয়ে দুজনে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলেন। ডেনিসন বিছানায় আর ভিক্টর ইজিচেয়ারে বসলেন।

ডেনিসন বললেন, বাকি তিনজন ডাকাতকে খুশি করবার পক্ষে যথেষ্ট টাকা আপনার হাতে এসেছে। আমার মনে হয়, এবার পুরোদমে কাজ শুরু করা উচিত। আপনি সোজা নষ্টনীড়ে গিয়ে ওদেরকে টাকাটা দিয়ে দিন। টাকা পেলেই ওরা সরে যাবে।নষ্টনীড় থেকে বেরোলে আমরা ওদের ফাঁকায় পাব। তখন আমার লোকেরা ওদেরকে ঘিরে ফেলবে। আপনি সঙ্গে একটা অস্ত্র নেবেন,, মিঃ ডারমট।

না–ওখানে গেলেই প্রথমে ওরা আমায় সার্চ করবে। তখন পিস্তল পেলে বুঝতে পারবে যে কিছু একটা গোলমাল আছে।

আপনার গাড়িতে একটা পিস্তল লুকিয়ে রাখতে পারেন।

ওসব কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছি না। তাছাড়া পিস্তল চালানো আমার তেমন আসে না।

বেশ, ঠিক আছে। হয়ত আপনার যুক্তিই ঠিক। ওরা জানতে চাইবে ক্র্যামার কোথায়? বলবেন, অ্যারোহেড হোটেলে। সাতান্ন নম্বর কেবিনে অপেক্ষা করছেন। হোটেলে পৌঁছবার আগেই তারা ধরা পড়ে যাবে। সুতরাং বলতে বাধা নেই। কথাটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য শোনাবে।

ভিক্টর সন্দেহের সুরে, বলছেন? ধরুন ওরা যদি ঐ হোটেলে ফোন করে ক্র্যামারের খোঁজ নেয়?

সে ব্যবস্থা আমি করে রাখব, মিঃ ডারমট। ওদের ফোন পেলে হোটেলের মালিক বলে দেবেন যে ক্র্যামার বেরিয়েছেন।

আমার ধারণা, ক্র্যামার অন্যদের জানাননি যে তিনিকত টাকা আদায় করছেন। সুতরাং ষোলো লাখ ডলারেই ওরা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। বাকি চেকগুলো আমায় দিয়ে দিন, আমি ভ্যান ওয়াইলিকে ফেরৎ দিয়ে দেব।

চেকগুলো দিতে দিতে ভিক্টর বলল, হিসেব মতন আমার আরো দুদিন পরে নষ্টনীড় ফেরবার কথা। এত আগে ফিরলে ওরা সন্দেহ করবে না?

ডেনিসন জবাব দিলেন, বলবেন ক্র্যামার তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইছিলেন। চেক ভাঙাতে কোন অসুবিধে না হওয়ায় আপনি চটপট কাজ সেরে নিয়েছেন। ওরা এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবে না।

ভিক্টর দেখলো পছন্দ না হলেও উপায় নেই। বললো, ঠিক আছে। আমি এবার বেরিয়ে পড়ি।

ডেনিম ঘড়ি দেখে বললেন, দুতিন ঘণ্টার মধ্যে আপনি স্যান বার্নাডিনো পৌঁছে যাবেন। বালিয়াড়ির আড়ালে আড়ালে আমার লোকেরা বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে। তবুআপনি একটু সাবধানে কাজ করবেন। আমার বিশ্বাস, টাকা পেলেই ডাকাতগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পালাতে চেষ্টা করবে।

ভিক্টর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমি কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। আরেক রাত্রি আমার স্ত্রীকে ওখানে রাখতে আমি রাজি নই। আজই আমি নষ্টনীড়ে যাব।

দেখুন মিঃ ডারমট–

তাকে থামিয়ে ভিক্টর বললেন, আমি আজ রাতেই ওখানে যাব। আমায় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

হতাশ ভঙ্গীতে ডেনিসন বললেন, আপনার জায়গায় আমি হলেও বোধহয় একই কাজ করতাম। ঠিক আছে, তাই করুন, কিন্তু সাবধান।

ভিক্টর স্যুটকেশটা তুলে নিলেন, ডেনিসন টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

.

পাহারা দেবার পালা হার্পারের শেষ হলে, সে লেটুকে ঠেলে তুলতে যাচ্ছিল এমন সময় জেলডার আর্তনাদ কানে এল।

অন্য দুজন পুলিশ অফিসারও সেই শব্দে জেগে উঠল। তারা তিনজন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল।

লেটস বলল, কী হচ্ছে ওখানে?

হঠাৎ সেটা থেমে আবার গভীর নীরবতা নেমে এল।

হার্পার বলল, আমি একবার দেখে আসি।

লেটস বলল, দাঁড়াও, এ কাজ তোমার চেয়ে আমি ভালো করতে পারব। ওদের সম্পূর্ণ অজান্তে যেতে হবে। আমাদের কাউকে দেখতে পেলে ওদের কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।

যুদ্ধের সময় ছোট রোগা চেহারার লেটস্ জঙ্গলে জঙ্গলে স্কাউটের কাজ করেছে। হার্পারকে তার যুক্তি মানতে হল যে লেটই একমাত্র সে কাজ সম্পন্ন করবার ক্ষমতা রাখে।

ঠিক আছে, আলেক্স। চটপট রওনা হয়ে পড়। ব্যাপারটা জানা দরকার।

লেটস বালির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল। হার্পার রেডিও টেলিফোনে জানল ডেনিসন অফিসে নেই।

হার্পার কড়া গলায় বলল, তাকে খুঁজে বার করো। এখানে বিপদ দেখা দিয়েছে। একটি মেয়ের চীৎকার শোনা যাচ্ছে তাকে খবরটা দাও।

মো-র গভীর ঘুম জেলডার চীঙ্কারে ভেঙ্গে গেল। চমকে, থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। সে যে কোথায় আছে, সে খেয়াল হতেই কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে সামনের কেবিনের দিকে তাকাল। দেখতে পেল জেলডা দুহাতে নিজের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে চীৎকার করছে।

রিফ দৌড়ে জেলডার কাছে এসে তার গালে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিল। চীৎকার থেমে গেল। এবার সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রিফকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু রিফ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

বীভৎস গন্ধ আসছে সামনে পড়ে থাকা ভিয়েতনামী চাকরটির গলিত মৃতদেহ থেকে।

মো বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ক্যারীর ঘরে আলো জ্বলে উঠল, খোলা জানলা দিয়ে সভয়ে বাইরে তাকাল। ঘরের ভেতর থেকেই মৃতদেহের গন্ধ পাচ্ছে

এবার জেলডা দৌড় লাগাল। রিফ তার পেছনে ছুটতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিস্তল হাতে মো-কে আসতে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল।

চীৎকার করে মো জেলডাকে থামতে বলল, কিন্তু সে দৌড়েই চলল।

মো রিফকে বল, ধরো মেয়েটাকে। পালিয়ে যাচ্ছে। রিফের সেকথা কানেই ঢুকল না। সে একদৃষ্টে ভিয়েতনামী লোকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সহসা সে অনুভব করল, জেলডাকে কোনদিন সে বিয়ে করতে পারবে না। প্রাচুর্যে ভরা নিশ্চিত জীবনের স্বপ্ন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

এতক্ষণে ভিয়েতনামী চাকরটির মৃতদেহ মোর চোখে পড়ল। তার লোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠল।

খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে চিতা খোশমেজাজে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল।

বাড়ির একশ গজের মধ্যে লেটুস্ এসে পড়েছে। বুঝতে পারল উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় নড়াচড়া করলেই ধরা পড়ে যাবে। দেখল মো এবং রিফ মাটিতে পড়ে থাকা একটা কালো বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপরেই দেখল জেলডা ছুটে আসছে। জেলড়াকে চিনতে পেরে ঝোঁকের মাথায় এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল।

জেলডাকে থামিয়ে বলল, আমি পুলিশের লোক, সোজা দৌড়তে থাক ওখানে।

লেটসকে যেন মাটি খুঁড়ে বেরোতে দেখল মো। জেলডাকে দেখল এক লাফে সরে আবার দৌড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মোর পিস্তল থেকে গুলি ছুটল। সে ইচ্ছে করে ট্রিগার টানেনি। চমক ও ভয়ের ধাক্কায় আপনা থেকেই যেন ঘটে গেল।

মাথায় গুলি লেগে লেটস মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। জেলডা বালিয়াড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

–এসব কী হচ্ছে? মো বলল, তার মাথায় সবকিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী?

রিফ লেটস-এর দিকে দৌড়ে গেল। আর চিৎ করে জামাকাপড় হাতড়াতে লাগল। সে লেট-এর মানিব্যাগ পেল। বেরোল তার পুলিশী পদক, দেখেই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। ছুটল মোর দিকে।

লোকটা পুলিশ! মোরকাছে গিয়ে, খিঁচিয়ে সে বলল, বুদু কোথাকার, লোকটাকে খতম করে দিয়েছ।

পাগলের মত জেলডা ছুটে চলেছিল। হার্পার তাকে দেখে হাত চেপে ধরল।

আমরা পুলিশ অফিসার,ভয় পেয়োনা।বলেই সে জেলডার মুখ চেপে ধরল, যাতে চীৎকার করতে না পারে। জেলডা ছাড়া পাবার চেষ্টা করল, ভয়ে তার দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। হার্পার মন্ত্রের মত আউড়াতে লাগল যে সে পুলিশের লোক। পরে জেল কথাটা বুঝতে পেরে ধস্তাধস্তি থামাল। তার শরীর শিথিল হয়ে হার্পারের গায়ের ওপর পড়ল।

হার্পার উত্তেজিত গলায়, জ্যাক। একে এক্ষুনি ডেনিসনের কাছে নিয়ে যাও। এই মিস্ ভ্যান ওয়াইলি।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্রডি বলল, বাড়িতে যে একটা মেয়ে ও বাচ্চা রয়েছে। তাদের কি হবে?

হার্পার বলল, যা বলছি তাই করো। আমি ওদের যা পারছি করছি।

জেলডাকে একরকম টেনে ব্রডি নিয়ে চলল বালিয়াড়ির পেছনে লুকানো জীপের দিকে।

হার্পার দেখতে পেল তিনটি মূর্তি বাড়ির ভেতর ঢুকল। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল একটা ঘরের আলো নিভে গেল।

সবে জীপ স্টার্ট দিয়েছে, এমন সময় সে এবং জীপে বসা ব্রডি দূরে একটি গাড়ির হেডলাইট দেখল। জেলডাডির পাশে বসে হিস্টিরিয়া রোগিনীর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। তার বাহুতে একটা চাপড় মেরে ব্রডি জীপ থেকে নেমে পড়ল। হার্পার এসে তার পাশে দাঁড়াল। দুজনে পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসা গাড়িটার রাস্তা আটকে দাঁড়াল।

ব্রেক কষে গাড়ি থামালভিক্টর।এমন সময় ভিক্টর এক ভয়াবহ কান্নার শব্দ শুনতে পেল- একটি মেয়ে অস্বাভাবিক শুকনো গলায় কেঁদে চলেছে। ভয়ের শিহরণ তার গায়ে বয়ে গেল।

১১-১২. মো এবং তার ভাই

১১.

মো এবং তার ভাই-এর মুখে কীরকম আতংক ফুটে উঠেছে চিতা তা পর্যবেক্ষণ করছিল। দুজনেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। তাদের মুখের অভিব্যক্তি দেখে চিতা রীতিমত মজা পাচ্ছিল। সত্যিকারের বড় কাজ যখন হাতে আসে আর প্রতিপক্ষের প্রবল ক্ষমতা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়–তখনই বোঝা যায় কে পুরুষ আর কে নাবালক। এদের দুজনের কাউকেই খাঁটি পুরুষমানুষ বলা চলে না।

কর্কশ গলায় মা বলল, ওখানে ঐ মড়াটা কার?

কী মনে হয় তোমার? ঐ হলদে চামড়ার চাকরটা। তাকে খুন করতে হয়েছিল। আর তুমি এখন স্রেফ চোরাবালিতে পা ডুবিয়েছ। পুলিশ খুন করে কেউ রেহাই পায় না।

মো বদ্ধ গলায় বলল, আমি ইচ্ছে করে এ কাজ করিনি। গুলিটা হঠাৎ ছুটে গেল। আমি খুন করতে চাইনি।

নরম গলায় চিতা বলল, আদালতে সেই কথাই বোলো।

রিফ তাকে ধমক দিয়ে বলল, তুই চুপ কর তো। একটা পুলিশ যখন দেখেছি তখন আরো পুলিশ লুকিয়ে আছে। সুতরাং পুরো ব্যাপার নির্ঘাত ফাঁস হয়ে গেছে।

খিলখিল করে চিতা হেসে উঠল। সত্যি নাকি। ভাগ্যিস তুই বললি।

মো কাঁপা পায়ে দালান পেরিয়ে ক্যারীর ঘরে ঢুকল।

ততক্ষণে ক্যারী জানলা বন্ধ করে চটপট স্ন্যাক্স আর শার্ট পরে নিয়েছে। মো দেখল সে ভয়ে সাদা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক অবস্থায় থোকার পাশে দাঁড়িয়ে।

মো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তখনো তার হাতে পিস্তল রয়েছে। ক্যারী ভয়ে শিউরে উঠল।

মো পিস্তল রেখে বলল, ভয় পেয়ো না আমরা বিপদে পড়েছি। তুমি শুনছ তো?

হ্যাঁ–আমি শুনেছি।

মো ব্যাপারটা কাউকে বোঝাবার জন্য ব্যাকুল, হুড়মুড় করে বলল, বাইরে একজন পুলিশ অফিসার লুকিয়ে ছিল। আমি তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছি। একজন লোককে হঠাৎ নড়তে দেখে পিস্তল থেকে গুলি ছুটে গেল। আমি ইচ্ছে করে করিনি। জীবনে কখনো আমি মানুষ খুন করিনি। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আমি সত্যি কথাই বলছি। যাক এখন আমাদের সামনে খুব বিপদ। তোমার ও বাচ্চারও সামনে বিপদ। আমার হাতে তোমাদের বিপদ হবে না–মনে রেখো। আমি তোমাদের ভালোর চেষ্টাই করব।কিন্তু অন্য দুজন ঝামেলা বাধাতে চাইবে। তুমি এখনো আমার সঙ্গে আছো তো?

এই ভীত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল ক্যারী, হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গেই আছি।

আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচবনা-বুঝতে পারছি।কিন্তু আগে তোমার ব্যবস্থা করে যাবার চেষ্টা করবো। তুমি এখানে থাকো, আর আমি যা বলব ঠিক তাই করবে।

মো এসে দেখল রিফ এখনো জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আর চিতা একটা চেয়ারের হাতলে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

চড়া গলায় রিফ বলল, এবার আমরা কী করব শুনি?

মো বলল, আমরা গাড়িতে চড়ে চম্পট দেবার চেষ্টা করব।কাজটা মারাত্মক হলেও এখন মৃত্যু ছাড়া কিছুই চাইবার নেই। গুলির মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলেই সে সুখীহয়। কারণ সে আবার জেলে ফেরার কথা ভাবতেও পারছে না। তার একমাত্র কামনা-মৃত্যুটা যেন তাড়াতাড়ি হয় আর ডারমটের বাচ্চার যেন কোনো বিপদ না হয়। আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে পালাব।

চিতা বিস্ময়ভরা গলায় বলল, কী করতে চাইছ তুমি বলো দেখি, আত্মহত্যা?

এছাড়া পালাবার পথ নেই। আমরা ওদের চোখ ধাঁধিয়ে পালাব। চলো, পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলবার আগে পালাতে হবে।

রিফ দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু চিতা তার রাস্তা আড়াল করে দাঁড়াল। রিফ। বোকার মত কাজ করিসনে। বাড়ি থেকে বেরোলেই ওরা আমাদেরকে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দেবে।

মো বলল, ওর কথায় কান দিও না। চলো-পালানো যাক।

চিতার চোখে সেই অতি পরিচিত আগুনের ঝলক, রিফ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

চিতা বলল, মোটকুর কথা শুনিসনে। পালাবার সময় ডারমটের বৌকে সঙ্গে নিতেই হবে। সে গাড়িতে থাকলে কেউ গুলি চালাতে সাহস করবে না।

সহসা নিশ্চিন্ত হাসি হেসে রিফ বলল, মাইরী, মাথা আছে বটে তো।

সে ক্যারীকে আনবার জন্যে পাবাড়াতেই মো পিস্তল তুলে বলল, দাঁড়াও। ও মতলব ছেড়ে দাও। প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয় আমরা তিনজনেই নেব-মিসেস ডারমটকে সঙ্গে নেওয়া চলবে না।

বালিয়াড়ির পেছনে ভিক্টর, হার্পার ও ব্রডি কথা বলছিল।

হার্পার উত্তেজিত গলায় বলল, দেখুন, মিঃ ডারমট, পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আমাদের উপস্থিতির কথা ওরা জেনে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের একজনকে ওরা খুন করেছে। আরো লোকজন না আসা পর্যন্ত কিছুই করা উচিত নয়।

ভিক্টর ভয়ে আশঙ্কায় বলল, আমার বৌ ছেলে ঐ বাড়িতে রয়েছে। আপনি কি বলতে চান। তাদেরকে খুনীদের হাতে ফেলে চুপচাপ আপনার দলবল আসার অপেক্ষায় থাকব? এক্ষুনি আমি ওখানে যাবো। আমার কাছে মুক্তিপণের টাকা আছে। ওরা টাকা পেলেই

চলে যাবে। তারপর তারা পালালো না পালালো তাতে কি? আমার বৌ-ছেলের নিরাপত্তার কথাই আগে ভাবব।

হার্পার বলল, আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু ওরা পুলিশের খবর পেয়ে গেছে তাই টাকা পেলে ওরা পালাবে ঠিকই। কিন্তু পালাবার সময় আপনার স্ত্রী-পুত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। যাতে আমরা গুলি না চালাই। এমন কি শেষে খুন করেও রেখে যেতে পারে। অতএব এখন আপনার টাকা নিয়ে ওখানে যাওয়া চলবে না।

ইতিমধ্যে ব্রডি জীপে ফিরে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ছুটতে ছুটতে হাজির হল।

ডেনিসন রেডিও টেলিফোনে কথা বলছেন। উনি তোমায় ডাকছেন।

রেডিও টেলিফোনের দিকে হার্পার দৌড়ল। পিছু পিছু ব্রডিও গেল। ভিক্টর একা একটু ইতস্ততঃ করে নিজের ক্যাডিলাক গাড়িতে চেপে তীরবেগে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে বেরিয়ে গেল।

চটপট হার্পার ডেনিসনকে সব জানাল।

আর এখন মিঃ ডারমট গাড়ি করে বাড়িটার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু উনি শুনলেন না।

অসন্তুষ্ট হয়ে ডেনিসন বললেন, সবকিছু গোলমাল করে বসে আছে। মিস ভ্যান ওয়াইলিকে সরিয়ে দাও। সে নিজে জীপ চালাতে পারবে?

ব্রডি বলছে সেটা সম্ভব নয়। মেয়েটা একেবারে মৃগীরোগীর মত কান্নাকাটি করছে।

তাহলে ব্রডিকে বলো মেয়েটাকে তার বাবার কাছে পৌঁছে দিতে। আমার বিশ্বাস, ডাকাতগুলো নিরাপত্তার জন্য মিসেস ডারমটকে সঙ্গে নেবে। ওরা সত্যিই যদি মিসেস ডারমটকে নিয়ে পালায়, আমাকে খবর দেবে। কারণ, আমি ওদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করব।– বাড়ির ধারেকাছে যেও না। যা যা হচ্ছে, সব আমায় জানাবে।

রিফ ও চিতা পিস্তলধারী মো র দিকে তাকিয়ে ছিল।

রিফ দাঁত খিঁচিয়ে বলল, তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? ও মেয়েটাকে সঙ্গে নিলেই তো কেল্লাফতে। আমাদের আর কোন অসুবিধে হবে না পালাতে।

মো ক্লান্তভাবে বলল, সে আর কতক্ষণের জন্য? ওকে সঙ্গে নিলে আমাদের ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না। ও এখানেই থাকবে।

চিতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, ওকে না নিয়ে আমরা যাব না।

মো কঠিনমুখে বলল যা বলছি, তাই করো। তোমরা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছ। আমি আর কিছুর পরোয়া করি না। হয় আমার কথা শোনো নয়তো দুজনকেই আমি শেষ করে দেব।

ঠিক তখুনি ভিক্টরের গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলো জানালার পর্দায় এসে পড়ল। মো জানালার দিকে ছুটে গেল। চিতা সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিটকে

ফেলে দিল। তার হাতের অস্ত্র চিতা ছিনিয়ে নিয়ে পিছু হটল। মোর দিকে পিস্তল তুলে হিংস্রভাবে বলল, এখন থেকে যা করবার আমরাই করব।

ততক্ষণে রিফ জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। চিতা ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। রিফ ভিক্টরের গাড়ি চিনতে পারল। সে ভিক্টরকে নামতে দেখল।

ডারমট এসেছে।

চিতা বলল, সাবধান, গা ঢাকা দিয়ে থাক।

পিস্তলটা আমায় দে।

পিস্তলটা চিতা রিফকে দিল। রিফ আবার উঁকি দিল। ভিক্টর বাড়ির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিক্টর হাঁক দিল, আমি একলা আছি। টাকা নিয়ে এসেছি।

রিফ বলল, একলা এসে থাকলে তোমারই মঙ্গল দোস্ত। আমার পিস্তল তোমার দিকে আছে। টাকা নিয়ে সোজা চলে এসো।

রিফ চিতাকে বলল, দরজা খোল।

মোর দৃষ্টি ঘরের আনাচে কানাচে একটা অস্ত্রের খোঁজে ঘুরছিল। তার কাছেই টেবিলের ওপর ব্রোঞ্জের তৈরী ছোট একটা নগ্ন নারীমূর্তি ছিল। পায়ে পায়ে সে এসে টেবিলের পাশটিতে দাঁড়াল।

রিফ ঘুরে তাকাল কোনো চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না, মোটকু।

মো বলল, কিছুই করবার নেই। সব শেষ হয়ে এসেছে। আমরা আর পালাতে পারব না।

চুপ করো। তুমি না পারলেও আমরা ঠিকই পালাব।

ভিক্টর ঘরে ঢুকল, পেছনে চিতা।

হিংস্রভাবে রিফ বলল, পুলিশ তাহলে এসে গেছে, কি বল ইয়ার। এ তোমার বদমায়েশী?

ভিক্টর বলল, ওখানে দুজন পুলিশ ছিল। একজন মারা গেছে। অন্যজন ভ্যান ওয়াইলিকে পৌঁছতে গেছে।

জীপ স্টার্ট দেবার আওয়াজ ভেসে এল। জীপের হেডলাইট আলোকিত করে দ্রুত গতিতে পীট শহরের দিকে চলে গেল।

রিফ মুখ ভ্যাংচাল, বটে? ভেবেছ তোমার ভাওতায় আমি বিশ্বাস করব? চটপট বলো দেখি, ওখানে ঠিক কজন আছে?

এখন কেউ নেই। তবে শীগগিরই ওরা ফিরে আসছে। আর একঘণ্টার মধ্যে পুরো জায়গাটা পুলিশে ছেয়ে যাবে। তোমাদের টাকা নিয়ে সোজা দৌড় দাও।

রিফ বলল, আলো জ্বালা। তা ক্র্যামার কোথায়? তিনি এলেন না কেন?

ভিক্টর বলল, তিনি আসবেন কেন? তোমাদের ভাগের টাকা পাঠিয়েই তিনি সরে পড়েছে।

রিফ স্যুটকেসের দিকে তাকিয়ে বলল, কত আছে এতে?

ষোলো লাখ ডলার।

মিথ্যে কথা।

নিজের চোখেই দেখ তাহলে বলে তালা খুলে ডালা তুলে সরে দাঁড়াল।

ক্রেন ভাইবোন দুজন রাশিকৃত টাকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রিফ এতদূর সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল যে পিস্তল নামিয়ে স্যুটকেসের দিকে এগিয়ে গেল। মোর কাছাকাছি আসতেই মো বিদ্যুৎবেগে ব্রোঞ্জের মূর্তিটা তুলে সজোরে রিফের কব্জিতে আঘাত করল। এত দ্রুত যে কেউ বোঝবার সময়ই পেল না।

পিস্তল খসে পড়ল রিফের হাত থেকে। মো পিস্তল তুলে তাদের দুজনের দিকে তুলে ধরল।

চিতা চেয়ারের হাতলের ওপর বসে রইল–নির্বিকার ভাবে, কিন্তু দুই চোখ জ্বলছে।

মো বলল, সত্যি কথা বলুন, মিঃ ডারমট। বাইরে কি পুলিশ আছে? আমি এদুজনকে ধরিয়ে দিতে চাই–নিজেও ধরা দেব আমি। বাইরে যদি পুলিশ থাকে, তাদের ডেকে আনুন।

ভিক্টর বলল, একজন অফিসার আছে।

ঠিক আছে, তাকেই ডাকুন তাহলে।

রিফ কব্জিতে হাত বুলোতে বুলোতে গালাগাল দিল।ভিক্টরদরজার দিকে গেল। আর মোরিফের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিতার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়েছিল। তাই সে দেখতে পেল না কখন চিতার হাত ধীরে ধীরে চেয়ারের কুশনের নীচে ঢুকে গেল। আগের দিন রাত্রে সে ভাইয়ের পকেট থেকে ভিক্টরের রিভলবারটা হাত সাফাই করে কুশনের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

ভিক্টর দালানে বেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় শোবার ঘর থেকে ক্যারী বেরিয়ে এল।

সে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ভিক। তাই যেন মনে হল তোমার গলার আওয়াজ পেলাম।

তাকে জড়িয়ে ধরল ভিক্টর, সব ঠিক আছে তো ডার্লিং। এক মিনিট দাঁড়াও–আমি পুলিশ অফিসারটিকে ডেকে আনি। আমি

সহসা বসবার ঘর থেকে গুলি চালানোর কানফাটা শব্দ ভেসে এল।

চিতা কুশনের নীচে রিভলবারের সেফটি ক্যাচ সরিয়ে সেটা বার করেছে। তারপর মোর পিঠের ওপর লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টেনেছে।

মো বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল, কিন্তু কোনরকম যন্ত্রণা অনুভব করল না। মনে হল কেউ যেন তাকে একটা কাপড় জড়ানো হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে। উল্টে পড়ে গেল সে, পিস্তল ছিটকে পড়ল রিফের পায়ের কাছে। চিতার মুখটা এক কঠিন সাদা মুখোশের মত দেখাচ্ছে। মো ওঠবার চেষ্টা করতেই, মোর মাথার ওপর লক্ষ স্থির করে আরেকবার ট্রিগার টিপল।

মো মায়ের কথা ভাবছিল। তিনি মরবার আগে ভয় পেয়েছিলেন কিনা। মায়ের মৃত্যুর পর তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। সে যদি ক্র্যামারের প্যাঁচে না পড়ত, তাহলেও ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়াত। সারাটা জীবন সে মা ছাড়া কাউকে আপন বলে ভাবতে পারেনি। সুতরাং মায়ের জীবন শেষ হবার সাথে সাথে তাঁর জীবনের তাৎপর্যও শেষ হয়ে গেছে।একটুও ব্যথা করছে না, তবু বুঝতে পারছে যে মৃত্যু আসছে। আর যাইহোক, সেই জঘন্য জেলখানায় তাকে আর ফিরে যেতে হবে না। দ্বিতীয় বুলেটটি এসে তাকে শেষ করবার ঠিক আগের মুহূর্তে সে ডারমটের বাচ্চার কথা ভাবছিল।

মোর পিস্তলটা রিফ তুলে নিল।

শালা আমার কব্জিটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে।

আঃ, চুপ কর।বলে চিতা দরজার কাছে গিয়ে ভিক্টর ও ক্যারীর দিক রিভলবার তুলে ধরল।

চিতা বলল, ভেতরে এসো। সাবধানে।

ক্যারী মোর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে চাপা আর্তনাদ করে ভিক্টরের কাঁধে মুখ লুকালো।

চিতা বলল, টাকাটা তুলে নিয়ে গাড়িতে রাখ।

রিফ খেঁকিয়ে উঠল, পারব না। আমার কব্জি ভেঙ্গে গেছে।

যা বলছি তাই কর! তোর কব্জির নিকুচি করেছে।

রিফ গালাগাল দিতে দিতে পিস্তলটা হিপ পকেটে ঢুকিয়ে, সুটকেসের ডালা বন্ধ করে বাঁহাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভিক্টর ও ক্যারীর দিকে চিতা তাকাল, ওকে আমিই খুন করেছি। সুতরাং আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। আমরা যাচ্ছি, কিন্তু তোমার বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

ভিক্টর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, ওকে তোমরা নিয়ে যেতে পারো না। কখনো না।

রাস্তা ছাড়ো, আর একবারও যেন বলতে না হয়।

ক্যারী ভিক্টরের হাত ছাড়িয়ে সরে এল।

সে রুদ্ধশ্বসে বলল, আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। ভিক্ দোহাই

, আমি যাব। একজন গেলেই তো হল? আমার স্ত্রীকে বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবে।

রিফ ঘরে ঢুকল, ভিক্টরের পেছন দিকে সে ছিল। চিতা মাথা নাড়ল। ক্যারী শেষ মুহূর্তে রিফকে দেখতে পেল, কিন্তু চেঁচিয়ে সাবধান করবার আগেই রিফ ভিক্টরের মাথার পেছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল। ভিক্টর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। ক্যারী সেদিকে এগোতেই রিফ তাকে ধরে ফেলল।

দ্রুতকণ্ঠে চিতা বলল, চল, চল। চটপট সরে পড়া যাক।

ক্যারীকে একরকম টানতে টানতেই দুজনে তাকে ক্যাডিলাক গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। চিতা ড্রাইভারের জায়গায় বসল আর রিফ ক্যারীকে পেছনের সীটে ঠেলে দিয়ে নিজে তার পাশে বসল। চিতা গাড়ি চালিয়ে দিল।

রিফ কাঁপা গলায় বলল, ওরা গুলি চালাবে নাকি?

আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন? এক্ষুনি নিজেই জানতে পারবি।

ক্যারীকে ঢালের মত সামনে ধরে রিফ মাথানীচু করে বসে রইল। চিতার দিকে তাকাল– চিতা দুই হাত স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রেখে গাড়ি চালাচ্ছে লোহার গেটের দিকে।

নষ্টনীড়ের আশপাশের এলাকার একটা ম্যাপে ডেনিসন চোখ বুলোচ্ছিলেন। এমন সময় হার্পারের ফোন এল।

হার্পার খবর দিল, এইমাত্র ওরা পালাল। আমি কেবল, দুটো মেয়ের চেহারা দেখতে পেলাম গাড়ির ভেতর। অন্য ডাকাতগুলো হয়তো গাড়ির মেঝেতে মাথা গুঁজে রয়েছে। একটি মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল, আর অন্যজন পেছনের সীটে। ডারমটের ক্যাডিলাক গাড়িটা নিয়ে গেছে। গেট থেকে বাঁদিকে মোড় নিল, অর্থাৎ বোস্টন ক্রীকের দিকে যাচ্ছে।

ঠিক আছে, টম। বাড়িতে গিয়ে ঢোকো। দেখ ডারমটের কি হল। সাবধানে যেও, শীগগির সব জানাও। আমি অপেক্ষা করছি।

রেডিও টেলিফোনটা কাঁধে ঝুলিয়ে হার্পার পিস্তল হাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে দৌড়ল।

বাড়ির সামনে আসতেই দেখল ভিক্টর টলমল করে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ভিক্টর বলল, ওরা আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে। আপনারা কিছু করতে পারছেন না? এরা যে ক্যারীকে নিয়ে চলে গেল।

হার্পার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করতেই ভিক্টর তার হাতে খামচে ধরল।

কোন দিকে গেছে ওরা?

বোস্টন ক্রীকের দিকে। এখানে গোলাগুলি চলছিল কেন বলুন তো?

নিজের চোখেই দেখে নিন, ওখানে একজন মরে পড়ে আছে।

বসবার ঘরে ঢুকে হার্পার দেখল মো মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দেহটাকে চিৎ করে দেখল সত্যিই মরেছে কিনা। তারপর রেডিও টেলিফোন চালু করল।

ডেনিসন ততক্ষণে চারিদিকে জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন-বোস্টন ক্রীকের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি টহলদারীপুলিশকে ভিক্টরের ক্যাডিলাক গাড়ির খোঁজ করতে বলা হয়েছে, প্রতিটি পেট্রোল পাম্পকে বলে দেওয়া হয়েছে। এলাকার সবকটি এয়ারপোর্টকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

ডেনিসন গম্ভীর হয়ে গেলেন সব শুনে।

ডেনিসন বললেন, ওরা তো আর অনন্তকাল গাড়ি চালাবেনা। একসময় না একসময় থামাতেই হবে। অবশ্য যতক্ষণ মিসেস ডারমট ওদের হাতে রয়েছেন ততক্ষণ আমরা ওদের আটকাতে পারব না। তুমি অফিসে ফিরে এস, টম। মিঃ ডারমটকে নিয়ে এসো। তাকে বলল আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি তার স্ত্রীকে রক্ষা করবার।

হার্পারের কানে একটা মোটর গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ এল।

একটু ধরুন, কর্তা, বলেই সে জানলার দিকে গিয়ে দেখল ভিক্টর মোর লিংকন গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করে রাস্তায় নামিয়ে আনল, তারপর উধাও হয়ে গেল।

হার্পার মাইকের কাছ এসে বলল, ডারমট পালিয়েছে। ভদ্রলোকের মাথায় ঢুকেছে যে হয়তো তিনি ক্যাডিলাক গাড়িটা ধরতে পারবেন। এবার একটা বাচ্চার একটানা কান্নার শব্দ। হে ভগবান, এখন আবার ডারমটের বাচ্চাটা কান্না জুড়েছে। কী করব আমি?

শীগগির তোমারও বিয়ে হবে। তোমারও বাচ্চাকাচ্চা হবে। এখন থেকে অভ্যাস থাকা ভাল। তুমি বরং বাচ্চাটাকে হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে এস।

.

ঘন্টায় পঁচাশি মাইল বেগে ক্যাডিলাক গাড়িটা বোষ্ট্রনীকের দিকে ছুটল। চিতার মন উল্লাস ও বেপরোয়া উত্তেজনায় ভরে উঠেছে। ইতিমধ্যেই সে পালাবার একটা মতলব ভেবেছে। তাদের কাছেনগদ ষোলো লাখ ডলার আর এক জোড়া আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এখন তাদের অসাধ্য কিছু নেই।

রিফ বলল, কোন চুলোয় যাচ্ছিস তুই? এত জোরে চালালে গাড়ি উল্টে যাবে।

একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে গাড়িটা বিপজ্জনক ভাবে কাত হয়ে গেল। অনেক ধস্তাধস্তির পর গাড়ি সোজা হলে চিতা আবার তুমুল গতিতে ড্রাইভ শুরু করল।

সভয়ে রিফ চীৎকার করল, শুনতে পাচ্ছিস না? গাড়ি উল্টে যাবে।

আঃ চুপ কর।

কোথায় যাচ্ছিস তুই?

ধারে কাছে নিশ্চয় একটা এয়ারপোর্ট আছে। আমাদের মেক্সিকো পালানো একমাত্র উপায়। একবার যদি একটা প্লেন ভাড়া করে বর্ডার পেরিয়ে মেক্সিকোতে ঢুকে পড়তে পারি, তাহলে আমাদের কেউ ছুঁতে পারবে না।

মাইরি, বুদ্ধি আছে বটে তোর। সত্যি, একবার মেক্সিকো পলাতে পারলেই এখানকার পুলিশ আর কিছু করতে পারবে না।

চিতা বলল, গাড়ির ভেতর কোথাও একটা রোড ম্যাপ আছে কিনা দ্যাখ। সবকিছু আমাকেই করতে হবে নাকি?

চটছিস কেন? বলে রিফ সামনে এসে চটপট গাড়ির সবকটা খোপর খুঁজল। কিন্তু কোনো রোড-ম্যাপ দেখতে পেল না। ক্যারীর দিকে ঘুরে বলল, কাছাকাছি কোনো এয়ার পোর্ট আছে?

এ এলাকার কোথায় এয়ারপোর্ট আছে তা সে জানত, কিন্তু এদেরকে সাহায্য করবার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

আমি জানি না।

দাঁত খিঁচিয়ে, ঘুষি পাকিয়ে রিফ বলল, শিগগীর বলল এয়াপোর্ট কোথায়? ওসব ধাপ্পা আমি শুনতে চাই না। দাঁত ভেঙে দেব।

আমি জানি না।

চিতার দিকে তাকাল রিফ, এখন তাহলে কী করবি?

চিতা বলল, খুঁজে বার করতে হবে। পেট্রোল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তুই মেয়েটার পাশে গিয়ে বোস। পরের পেট্রোল পাম্পটায় থামতে হবে। তোর পিস্তল তৈরী রাখিস।

পৌঁছনোর শীর্ষে গিয়ে রিফ বলল, শোনো সখি!টু শব্দটি যেন না বেরোয়। শয়তানী করবার চেষ্টা করলে স্রেফ খতম।

তারা বোস্টন ক্রীকের কাছাকাছি এসে একটা পেট্রোল পাম্প দেখতে পেল।

আস্তে করে চিতা বলল, গোলমাল বাধতে পারে, সাবধানে থাকিস রিফ। নিজের রিভলবারটা সে উরুর নীচে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর গাড়ি ঢোকাল পেট্রোল পাম্পে।

একজন লম্বা-চওড়া, স্মিত চেহারার অ্যাটেন্ড্যান্ট গাড়িটা দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এল।

চিতা বলল, ট্যাঙ্ক ভর্তি করে দাও। ঝড়পোছ করবার দরকার নেই। আমাদের তাড়া আছে।

লোকটি হেসে হেসে পাইপের মুখটা গাড়ির ট্যাঙ্কের ভেতর দিয়ে বলল, তাড়া নেই কার? তেল, জল, চাকার হাওয়া সব ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ।

ক্যারীর ওপর থেকে চোখনা সরিয়ে রিফ একটা স্যুটকেসের ডালা খুলে একটি একশ ডলারের নোট বার করল।

অ্যাটেন্ড্যান্ট লোকটি বকবক করে চলল, তবু ভালো যে আপনারা টেলিফোন করতে চাইলেন না, ওটা সারাদিন ধরে খারাপ। আমায় পাগল করে তুলেছে। এই রাস্তা দিয়ে যে-ই যায় তারই টেলিফোন করবার দরকার হয়।

চিতা বলল, তাড়াতাড়ি হাত চালাও। আমাদের ফোনের দরকার নেই। আচ্ছা, কাছাকাছি এরোপ্লেন-ট্যাক্সির কোনো স্টেশন আছে?

লোকটি বলল, আছে বৈকি! এই রাস্তা ধরে মাইল দুয়েক গিয়ে বাঁদিকে ঘুরতে হবে। বাঁকের মাথায় একটা সাইনবোর্ডও আছে। ছোট স্টেশন,দুজন কমবয়সী ছেলে এই ব্যবসাটা করে। অবশ্য পয়সাকড়ি তেমন আসে না, কারণ কাছেই একটা বড় এয়ারপোর্ট আছে। তবে তাড়াতাড়ি প্লেন ভাড়া করতে চাইলে এখানেই সুবিধে হবে।

ট্যাঙ্ক থেকে হোসপাইপটা বার করে রিফের হাত থেকে একশ ডলার নিয়ে লোকটা বলল, ছোট নোট নেই?

না।

বেশ কিছু সময় লাগল নোটটা ভাঙিয়ে আনতে। রিফ বা চিতা ধারণাও করতে পারল না যে এই পেট্রোল পাম্পের টেলিফোন খারাপ থাকায় তাদের কতবড় সুবিধে হল। বোস্ট

ক্রীক থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে একমাত্র পেট্রোল পাম্প যাকে পুলিশের লোকেরা ফোনে ধরতে পারেনি এবং ক্যাডিলাক গাড়িটি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারেনি।

চিতা রাজপথ দিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছোটালো। চিতার এই পালানোর মতলবটা রিফের যুৎসই মনে হচ্ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করতেই তার মনে হল, ব্যাপার অত সহজ নয়।

সে বলল, এই, মেক্সিকো যেতে পাসপোর্ট লাগবে না? প্লেনওয়ালারা যদি নিয়ে যেতে রাজি না হয়?

চিতা বলল, একশোবার রাজি হবে। আমাদের কাছে ষোলো লাখ ডলার ও দুটো পিস্তল আছে। রাজি হতেই হবে।

কিন্তু এ মেয়েটাকে নিয়ে কী করব? একে কোন কাজে লাগবে?

তোর কি মনে হয়? যতক্ষণ না আমরা নিরাপদ হচ্ছি ও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

কী মনে হয় তোর? আমরা পালাতে পারব?

জানি না। তবে পালাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

সামনে একটা সস্তা সাইনবোর্ড দেখা গেল, তাতে লেখা,বসউইক বিমান-ট্যাক্সী কেন্দ্র, দু মাইল।

চিতা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা বেয়ে এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলল।

.

১২.

যখন ভিক্টর নষ্টনীড়ে ফিরছিল তখন তার ক্যাডিলাক গাড়িতে অল্পই পেট্রোল ছিল। বোস্টন ক্রীকে পৌঁছনোর আগে ক্রেন ভাইবোনদের পেট্রোল নিতে থামতেই হবে। ওদের দশ মিনিট পরে ভিক্টর রওনা হয়েছে। ওরা যদি পেট্রোল নিতে গাড়ি থামায় তবে ভিক্টর জোরে গাড়ি চালালে ওদের ধরতে পারবে। ক্যারীর কাছাকাছি পৌঁছনো ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না।

ভিক্টর লিংকন গাড়িটাকে এত জোরে চালাচ্ছিল যে পরপর তিনবার সে এগিয়ে আসা ড্রাইভারদের ঘাবড়ে দিয়ে বিদ্যুতের মত বেরিয়ে গেল। স্পীডোমিটার কাটা একশ দুই মাইলের ওপর স্থির হয়ে আছে। এ গাড়ি এত জোরে যেতে পারে না।

এখন তার আপশোস হচ্ছে ডেনিসনের অস্ত্র না নেওয়ার জন্য। যদি সে ক্যাডিলাককে ধরে ফেলতে পারে, তখন সে কী করবে? ওদের দুজনের কাছেই অস্ত্র আছে। সে কোন উপায়ে। ক্যারীকে মুক্ত করবে?

পাশের একটা গাড়ি পেরিয়ে ভিক্টর চলে গেল। তীব্র হর্নের আওয়াজ তার কানে এল। পিছিয়ে পড়া গাড়িটার ড্রাইভার চমকে শেষে হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ভিক্টর সামনে একটা ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্প দেখতে পেল। রাস্তায় এই প্রথম পেট্রোল পাম্প। নিশ্চয় এখানেই ওরা পেট্রোলের জন্য থেমেছিল। তারপর সজোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

একটি উর্দিপরা লম্বা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ভিক্টর গাড়ি থেকে নামল।

লোকটি বলল, আরে সর্বনাশ! আমায় ঘাবড়ে দিয়েছিলেন, আগুন নেভাতে ছুটছেন নাকি?

ভিক্টর প্রশ্ন করল, মিনিট দশেক আগে একটানীল-সাদা ক্যাডিলাক এখানে কি পেট্রোল নিতে এসেছিল? গাড়ির ভেতর দুজন মেয়ে আর একজন ছেলে ছিল?

খুশী গলায় লোকটি বলল, বাঃ, নিশ্চয়! এই মিনিট পাঁচেক তারা গেল। তারা আপনার বন্ধু বুঝি?

বন্ধুই বটে! দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভিক্টর বলল, কোথায় যাচ্ছে কিছু বলল?

একটি মেয়ে আমায় জিজ্ঞেস করছিল যে কাছাকাছি কোনো এরোপ্লেন-ট্যাক্সীর স্টেশন আছে কিনা। আমি বসউইক এয়ারপোর্টে যেতে বলেছি।

তোমার টেলিফোন আছে?

আজ সারাদিন ধরে ফোনটা খারাপ হয়ে আছে। দুঃখিত, কিন্তু কোনো উপায় নেই–ও, এই নিয়ে কতবার যে এই একই কথা বলতে হল।

ভিক্টর গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, একটা বন্দুক পিস্তল কিছু ধার দিতে পারো?

বিস্ফারিত চোখে লোকটি বলল, বন্দুক? তার মানে?

বাদ দাও।

বন্দুক চাইলেন কেন শুনি একবার?

কিছু নয়,বলে গাড়ি হাঁকিয়ে সে বসউইক এয়ারপোর্টের দিকে চলল। বোস্টন ক্রীক যাবার সময় সে অনেকবার তাদের সাইনবোর্ড দেখেছে।

ভিক্টর ভাবল ওরা তাহলে আকাশপথে পালাবার চেষ্টা করছে। পেট্রোল পাম্পের লোকটির কথানুযায়ী ওরা বড়জোর পাঁচ থেকে দশমিনিট এগিয়ে রয়েছে। একটা প্লেন ভাড়া করে আকাশে উঠতে অন্ততঃ একঘণ্টা লাগবে। সুতরাং তার আগেই সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পারবে।

.

র‍্যালফ বসউইক টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বসউইকের বয়েস বেশী নয়বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় বালি রঙের চুল।

তার পার্টনার জেফ ল্যান্সিং প্লেনের একটা বাতিল করা চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে শুয়েছিল। সে বলল, কে ফোন করেছিল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বসউইক বলল, তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না। পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন করেছিল। বলল যে একদল অপহরণকারী এখানে হানা দিতে পারে। একটি মেয়ে ও একটি ছেলে অন্য একটি মেয়েকে চুরি করে নাকি এইদিকেই আসছে। পুলিশগুলোর মাথা খারাপ। পুরো গত হপ্তাটায় কাউকে এদিকে মাড়াতে দেখলাম না।

লম্বায় ল্যান্সিং তেমন বেশী নয়, তবে চওড়ায় প্রচুর। গায়ের রং শ্যামলা। বসউইকের চেয়ে বয়সে একটু বড়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পার্টনারের দিকে তাকিয়ে সে বলল,লোকগুলো কেমন দেখতে? সে বিষয়ে কিছু বলল নাকি?

নিশ্চয়। ছেলেটা লম্বা, বলিষ্ঠ, আর শ্যামলা চেহারা। কালো চামড়ার পোশাক পরে আছে। মেয়েটার চুল সোনালী, সে ঐ ছেলেটিরই যমজ বোন। অন্য মহিলাটি সুন্দরী, চুলের রং লালচে। ওরা বলল, ডাকাতদের প্রত্যেকেই সশস্ত্র এবং অতি বিপজ্জনক।

ল্যান্সিং বলল, ডাকাতগুলো যদি প্লেন বাগাবার মতলবে থাকে তাহলে এরকম একটা নির্জন এয়ারপোর্টেই প্রথমে হানা দেবে। বিপজ্জনক লোক।

বটে? বলে সে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা ৪৫ অটোম্যাটিক রিভলবার বার করল।

হেসে বসউইক বলল, ছেলেমানুষি করিসনা, জেফ। ওটা চালাতে গেলে তোর হাতেই ফেটে যাবে। গত কয়েক বছরে একবারও ওটাকে পরিষ্কার করা বা তেল দেওয়া হয়নি। আর তাছাড়া ওর কার্তুজ পর্যন্ত নেই।

বিব্রত হয়ে ল্যাঙ্গিং রিভলবারটা ড্রয়ারে রেখে দিয়েবলল, ডাকাতগুলো যদি সত্যিই এখানে আসে তাহলে আমরা মাইরি একেবারে বোকা বনে যাব।

বসউইক বলল, আসবেনা। আমাদের এখানে কেউ আসতে চায় না।–জেফ, কথাটা বলতে আমার ভালো লাগছেনা কিন্তু খাতাপত্র দেখে মনে হচ্ছে যে শিগগীর নতুন একটা কিছু না ঘটলে আমাদের পাততাড়ি গুটানো ছাড়া উপায় নেই। এ ব্যবসাটা মোটেই চলছে না।

তোকে নিয়ে আসল ঝামেলা যে, তুই রাতারাতি বড়লোক হতে চাস। আরে বাবা, সবকিছুতেই একটু সময় লাগে। আরো মাস দুয়েক দ্যাখ, তার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বসউইক ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করতে করতে বলল, যদি এইভাবেআর কিছুদিন চলে, আমরা স্রেফ দেউলিয়া হয়ে যাব। সত্যি বলছি, জেফ। আয়, এই হিসেবগুলো দেখে যা একবার।

তাঁরা দুজনে মিলে দেনা-পাওনার হিসেব শুরু করল। পুরো এক ঘণ্টা ধরে যোগবিয়োগ করবার পর পেনসিল ফেলে ল্যাঙ্গিং উঠে দাঁড়াল।

অবস্থা যে এত খারাপ তা আমি এর আগে কখনো ভাবিনি, এখন আমরা কী করব?

বসউইক বলল, অন্যেরা যা করে, তাই করতে হবে আর কি। আমাদের চেয়েও বুদ্ধ কাউকে পাকড়ে ব্যবসাটা বিক্রি করে দিতে হবে। আমরা হঠাৎ সে থেমে গেল।

অফিসঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে গেছে, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ফুলকাটা সুতির পোশাক, মাথার চুল অযত্নভরে সোনালি রঙে রাঙাননা। আর দুই চোখে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি।

চিতা বলল, একটা প্লেন চাই–আমাকে ও আমার বন্ধুদের এক্ষুনি স্যান ফ্রান্সিসকো নিয়ে যাবার জন্য। পাওয়া যাবে কী?

প্রশস্ত হাসি হেসে ল্যান্সিং বলল, আরে নিশ্চয়! প্লেন তৈরী আছে। স্যানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টের অনুমতি পেয়ে গেলে আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে উড়ে যেতে পারবো। তাহলে হবে তো?

সন্দেহভরে চিতা প্রশ্ন করল, স্যানফ্রান্সিসকোর অনুমতি নিতে হবে কেন?

ল্যান্সিং বলল, ওখানে প্লেন নামাতে গেলে অনুমতি নিতে হয়, বেশিক্ষণ লাগবে না।

মেয়েটির চেহারাটা তেমন সুবিধের ঠেকছে না। সহসা বসউইকের মনে পড়ল পুলিশের সতর্কবাণী। সে সহজভাবে বলল, ওকে এবং ওর সঙ্গীদের ওয়েটিং রুমে নিয়ে বসাও, জেফ। কফি টফি যা লাগে এনে দাও। আমি অনুমতির ব্যবস্থা করছি।

চিতার দিকে ফিরে ল্যান্সিং বলল, নিশ্চয়। এদিক দিয়ে আসুন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আপনি সে নেমে গেল। চিতা কাপড়ের ভাজে রাখা রিভলবারটা তুলে ধরেছে।

ফোন-টোন কিছু করতে হবে না। এক্ষুনি আমাদের আকাশে উড়তে হবে। ডেস্ক থেকে সরে এসো।

বসউইক ল্যান্সিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল। ল্যান্সিং অবাক হয়ে বলল, এসব কী হচ্ছে?

চুপ করো বলে চিতা অফিসের আরো ভেতরে ঢুকল পেছনে ক্যারী ও রিফ। আর রিফের গায়ে কালো চামড়ার পোশাক দেখে ল্যান্সিং বুঝল, এরাই সেই ডাকাত দল।

টেলিফোনের তার রিফ একটানে ছিঁড়ে ফেলল, তোমরা দুই মক্কেল যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে যা বলছি তাই করো। আমাদের বেশী সময় নেই। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকো পালাতে চাই–আমাদের নিয়ে যেতে হবে। অতএব চটপট হাত-পা চালাও।

বসউইক বলল,মেক্সিকো? অসম্ভব।ভি জুয়ানা এয়ারপোর্টে প্লেন নামানোর অনুমতি নিতেই হবে। তাছাড়া পাসপোর্ট কন্ট্রোল দপ্তরের লোকেরাও তোমাদের চেপে ধরবে। ওরকম করে মেক্সিকো যাওয়া যায় না।

চিতা বলল, হ্যাঁ, যায়। তোমরা আমাদের যে কোনো জায়গায় একটা মাঠের ওপর নামিয়ে দেবে। এয়ারপার্টেই নামতে হবে এমন কোন কথা আছে? সোজা কথা, আমরা মেক্সিকো যাব। আর তোমাদের নিয়ে যেতে হবে।

বসউইক বলল, তা হয় না। একটা হালকা প্লেনকে মাঠে নামানো সম্ভব নয়। আর মাঠই বা তেমন পাচ্ছ কোথায়? মেক্সিকো গিয়েছ কোনদিন? এ হয় না।

অস্বস্তিভরে রিফ বোনের দিকে তাকাল। খামোখা সময় নষ্ট হচ্ছে। রাস্তা বরাবর পালাবার চেষ্টাই করা যাক। আমার আগেই মনে হয়েছিল এ মতলবটা তেমন–

চুপ কর! আমরা মেক্সিকোই যাবো। গুলি খেতে না চাও তো আমাদের ভালোয় ভালোয় পৌঁছে দাও। চলল।

হতাশ ভঙ্গীতে বসউইক বলল, তোমরা যদি তাই চাও, তাই হোক তাহলে। রিভলবারের সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে না। তবে আমি আগেই বলে দিচ্ছি, ক্র্যাশ-ল্যান্ড করতে হতে পারে। আমার প্লেনের পাল্লা তেমন বেশীনয়.সুবিধেমত একটা সমতল জায়গার করবার আগেই তেল ফুরিয়ে যেতে পারে।

চিতা বলল, সে যখন হবে তখন দেখা যাবে, অত কথা বলতে হবে না। চটপট করো।

বসউইক ল্যান্সিং-এর দিকে বা চোখের পাতা একটু নাচিয়ে বলল, তুই বরং প্লেনটা তৈরী কর, জেফ।

ল্যান্সিং বলল, ঠিক আছে। কিন্তু তার মনে হল বসউইক বোধহয় বিপজ্জনক কিছু একটা মতলব করছে।

চিতাকে রিফ বলল, তুই ওর সঙ্গে যা। আমি এ দুজনকে পাহারা দিচ্ছি। চিতা বলল ল্যান্সিংকে, চলো, দোস্ত। চালাকী করবার চেষ্টা করো না।

.

এড ব্ল্যাক ডেনিসনের অন্যতম কর্মচারী টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

এলাকার সবকটা পেট্রোল পাম্পকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে কর্তা, কেবল বোস্টন ক্রীকের বাইরের পাম্পটাকে খবর দেওয়া যায়নি ওদের ফোন খারাপ বলে।

ম্যাপ থেকে ডেনিসন মুখ তুললেন।

তিনি অধীরভাবে বললেন, একজন টহলদারী অফিসারকে তাড়াতাড়ি পাঠাও। ওখানেই ডাকাতগুলোর থামবার সম্ভাবনা বেশী।

মাইক্রোফোন তুলে নিল ব্ল্যাক। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বোস্টন ক্রীক-গামী পুলিশের একটি গাড়িকে ধরা গেল। টহলদারী পুলিশ অফিসার বেনিং জানাল যে, সে এক্ষুনি ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্পটিতে খবর পাঠাচ্ছে।

রাত একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্পের অ্যাটেন্ডটির ছুটি হয়ে গেছে এবং তার জায়গায় এসেছে তার সহকারী। তার ডিউটি রাত একটা থেকে পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত।

বেনিং-এর প্রশ্নের উত্তরে সহকারীটি বলল, আমি তো সে বিষয়ে বলতে পারব না। আমি এইমাত্র কাজে এসেছি। ফ্রেড হয়তো কিছু খবর দিতে পারত কিন্তু তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে।

তার বাড়ির ফোন নম্বর জানো?

জানি বৈকি। কিন্তু আমাদের টেলিফোন কাজ করছেনা। তাছাড়া ফ্রেড বোধহয় এখনো বাড়ি। ফেরেনি। সে প্রতিদিন বোস্টন ক্রীকের কোনো এক রেস্তোরাঁয় থেমে রাতের খাবার খেয়ে নেয়।

বেনিং ফ্রেডের বাড়ির ফোন নম্বর ও ঠিকানা নিয়ে গাড়িতে ফিরে ওয়্যারলেস মারফৎ ডেনিসনকে সব জানাল।

ডেনিসন আদেশ দিলেন, খুঁজে বার করো তাকে। চটপট।

কফি হাউসের সংখ্যা কম নয় বোস্টন ক্রীকে। রাত প্রায় পৌনে দুটোয় বেনিং ক্যালটেক্সের অ্যাটেন্ড্যান্টটিকে খুঁজে বার করল। ফ্রেডের কাছে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে ডেনিসনকে জানাতে দুটো বাজল।

টম হার্পার ততক্ষণে হেড কোয়ার্টার্সে এসে গেছে। অতিশয় তেতো মুখে ডারমটের ছেলেকে কোলে করে ভেতরে ঢুকল। বাচ্চাটা সারা রাস্তা চেঁচিয়েছে। দুজন মহিলা পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কান্না থামাতে পারল না।

ডেনিসন বললেন, ওরা বসউইক এরোপ্লেন-ট্যাক্সীর স্টেশনের দিকে চলেছে। খুব সম্ভবতঃ মেক্সিকো পালাবার চেষ্টা করবে। ওরা আমাদের চেয়ে এক ঘণ্টা এগিয়ে আছে। অবশ্য ডারমট ওদের পেছন পেছন গেছে। তুমি একবার ঐ এয়ারপোর্টটাকে সতর্ক করে দাও।

হার্পার ফোন করার চেষ্টা করল কিন্তু ফোন খারাপ।

ডেনিসন বললেন, আমি বেনিংকে বলেছি ঐ এয়ারপোর্টে যেতে। যতক্ষণ মিসেস ডারমট ওদের হাতে রয়েছেন ততক্ষণ আমরাও ওদের ওপর চড়াও হতে পারছি না। চলে এসো, টম। আর বসে থাকা যায় না। আমরা হেলিকপ্টারে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ি।

.

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তার মাঝামাঝি এসে ভিক্টর গাড়ির আলো নিভিয়ে দিল। আস্তে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টের গেটের সামনে থামল। নেমে গাড়ির পেছনদিকের ডালা খুলে গাড়ি মেরামত করার যন্ত্রপাতিগুলো থেকে একটা ছোট্ট লোহার বড় নিল–এটাই অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগতে পারে। তারপর দ্রুত সতর্ক গতিতে ছোট অফিস ঘরটার দিকে এগোলো।

ক্যাডিলাক গাড়ির কাছাকাছি আসতেই ভিক্টর দেখল একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। চিতাকে সে চিনতে পারল। ক্যাডিলাকের পেছনে লুকিয়ে সে শুনতে পেল চিতা ছেলেটিকে বলছে, পা চালাও দোস্ত। হাতে পায়ে খিল ধরেছে নাকি?

তারা বেশ কিছুদূর যাওয়া পর্যন্ত ভিক্টর অপেক্ষা করল, তারপর নিঃশব্দে অফিসঘরের জানলায় উঁকি মারল।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে ডেস্কের ওপর রিফ বসে। আর তাদের থেকে একটু দূরে ফ্যাকাশে মুখে ক্যারী দাঁড়িয়ে।

প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল ঘরে ঢুকে রিফকে আক্রমণ করে। কিন্তু সে জানত, যতক্ষণ রিফের হাতে পিস্তল আছে, ততক্ষণ তাকে পরাস্ত করা যাবে না। তার মাথায় এক মতলব, এল। দ্রুতপদে ক্যাডিলাক গাড়িটার কাছে গিয়ে পেছনের সীটে তাকাল। দেখল টাকা ভর্তি স্যুটকেসটা সেখানেই রয়েছে। ভিক্টর সে দুটোকে গাড়ি থেকে বার করল, একবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হ্যাঁঙ্গারের দিকে তাকাল।

হ্যাঙ্গারের দরজা খুলে ল্যাঙ্গিং ভেতরে ঢুকছে, পেছনে চিতাও। দুহাতে দুটো সুটকেস নিয়ে ভিক্টর অফিসঘরের পেছন দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চিতা হ্যাঙ্গারের ভেতর দাঁড়িয়ে ল্যাঙ্গিং-এর প্লেন চালু করা দেখছিল।

দেখ দোস্ত, ভেবো না যে বিনি পয়সায় তোমাদের দিয়ে এসব করিয়ে নিচ্ছি। আমাদের মেক্সিকো পৌঁছে দিতে পারলে পুরো এক হাজার ডলার পাবে। তোমাদের ব্যবসা পত্রের যা অবস্থা দেখছি তাতে এ টাকা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে।

ল্যাঙ্গিং বলল, তাই নাকি? আর যদি ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং করতে নিয়ে প্লেনটি ভেঙ্গে যায়?

আঃ চেপে যাও। প্লেনটা ইনসিওর করা আছে নিশ্চয়? এখন হাত চালাও।

হঠাৎ বসউইকের নজর পড়ল রিফের ক্ষতবিক্ষত ফুলে ওঠা কব্জির ওপর। তার মনে হল যদি কোনক্রমে রিফের কাছাকাছি যেতে পারে, তাহলে পিস্তলটা ছিনিয়ে নেওয়া মোটেই শক্ত হবে না। কব্জির যা অবস্থা তাতে ডানহাতটা অচল বললেই হয়।

বসউইক বলল, আমার পার্টনার একা প্লেন চালু করতে পারে না। প্লেনটা ঠেলে বার করতে দুজন লাগে। তোমাদের যদি সত্যিই তাড়া থাকে তাহলে এখন হ্যাঁঙ্গারে গিয়ে আমার হাত লাগানো উচিত।

আগে একথা বলনি কেন?

তোমরা আমাকে রীতিমত ঘাবড়ে দিয়েছিলে।

রিফের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে সহজভাবে জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখল। রিফ সতর্ক ভঙ্গীতে তার ওপর পিস্তলের নল উচিয়ে রইল।

হুম, আমাকেও হাত লাগাতে হবে দেখছি। চলো যাওয়া যাক।

রিফ ক্যারীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

বসউইককে বলল, তুমি আমার সামনে যাও।

বসউইক এখন রিফের তিন ফুটের মধ্যে। ক্যারী এখনো নড়েনি দেখে রিফ ঘুরে তাকে দরজা দিয়ে বেরোতে ইঙ্গিত করল। ফলে বসউইকের উল্টোদিকে ঘুরতে হল তাকে।সঙ্গে সঙ্গে বসউইক ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরল। পিস্তলের নল এক ঝটকায় নীচের দিকে নেমে যেতেই সশব্দে গুলি ছুটলবুলেটটা ক্যারীর কয়েক ফুট দূরে মেঝের ওপর এক গর্তের সৃষ্টি করল।

বসউইক বুঝতে পারেনি যে রিফের গায়ে কী অসামান্য শক্তি। হাতাহাতি লড়াইয়ে রিফের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথাও তার জানা ছিল না।

রিফ তার ডানহাত ব্যবহার করতে না পেরে তার লোহা বাঁধানো স্কী বুট দিয়ে সজোরে বসউইকের পায়ে আঘাত করল। তীব্র যন্ত্রণায় তার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এল। পরক্ষণেই রিফ কাঁধের এক ধাক্কায় দেওয়ালের ওপর ছিটকে ফেলে দিল তাকে। তারপর কুৎসিত মুখভঙ্গী করে পিস্তল তুলে বসউইককে গুলি করল।

ক্যারী দুহাতে মুখ ঢেকে কুঁকড়ে সরে গেল। বসউইকের হালকা বাদামী রঙের শার্ট রক্তে ভিজে গেল। তারপর তার চোখ উল্টে গেল, দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

গুলি চলবার কয়েক সেকেন্ড আগে ল্যান্সিং এরোপ্লেনের ইঞ্জিন চালু করেছিল। ইঞ্জিনের তীব্র গর্জনে গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেল। ভিক্টরও গুলির আওয়াজ শোনে নি। সে অফিসঘর থেকে শখানেক গজ দূরে এয়ারপোর্টের সীমানা বরাবর একটা ফাটলের মধ্যে স্যুটকেসটা ফেলে দিয়ে ফিরে আসছিল।

রিফ গালাগাল দিতে গিতে ক্যারীকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। হ্যাঁঙ্গারের দিকে পা চালাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল।

বিড় বিড় করে সে বলল, কী হল আমার। টাকাটা নিতেই ভুলে যাচ্ছিলাম আরেকটু হলে। এক পা নড়বে না এখান থেকে। বলে ক্যাডিলাকের কাছে গিয়ে পেছনের সীটে হাত বাড়াল স্যুটকেস দুটোর জন্য। না পেয়ে সচকিত হয়ে এক টানে পেছনের দরজা খুলে ফেলল। গাড়ির ভেতরের আলো জ্বালল।

সবিস্ময়ে রিফ ফাঁকা সীটটার দিকে তাকিয়ে রইল–তার সর্বাঙ্গে এক আশ্চর্য রাগ ও ভয়ের অনুভূতি। সামনের সীটটা একবার দেখল, বিড়বিড় করতে করতে ছুটে পেছনের ডালা খুলল।

টাকা উধাও হয়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে রিফ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। ষোল লাখ ডলার। অদৃশ্য হয়ে গেল? কে নিল?

কারীর বুক দুরদুর করছে রিফের ভাবসাব দেখে।তার ডানদিকে কুড়িগজ দূরে অফিসঘর থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে, তাছাড়া শুধু জমাট অন্ধকার। একবার যদি ঐ অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে পারে, তাহলে বোধহয় কেউ তাকে ধরতে পারবেনা। এই তার পালাবার সুযোগ। এখন যদি পালাতে না পারে তাহলে মেক্সিকো পৌঁছনোর পর তার যে কী অবস্থা হবে তা ভাবা যায় না।

ক্যারী সেই অন্ধকারের দিকে ছুটল। এত জোরে জীবনে সে কখনও দৌড়য়নি।

তখনও রিফ দাঁড়িয়ে ভাবছে, কে নিল টাকাটা? টাকার কথা ছাড়া তখন তার মাথায় আর কিছু নেই। ক্যারীর কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গেছে।

রিফের সহসা মনে হল চিতা! চিতা তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। চিতাই তবে পকেট থেকে রিভলবার চুরি করেছে। চিতই ভিয়েতনামী চাকরটার মৃতদেহ বার করেছিল।

চিতাই জেলডার সঙ্গে তার বিয়ের মতলব বানচাল করে দিয়েছে। আর এখন সেই চিতাই তাকে ফেলে সব টাকা নিয়ে মেক্সিকো পালাচ্ছে।

সে দুশো গজ দূরে হ্যাঁঙ্গারের দিকে তাকাল। অনেকগুলো বড় বড় আলো জ্বলে উঠল। রানওয়ের একাংশ উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। ছোট্ট প্লেনটা হ্যাঁঙ্গারের ভেতর থেকে বেরিয়ে রানওয়ের ওপর দাঁড়াল। রিফ দেখল চিতাও বেরিয়ে এসে প্লেনের দিকে এগোচ্ছে। উজ্জ্বল আলোতে চিতাকে খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টহলদারীঅফিসার বেনিংও তাকে দেখতে পেল। বেনিং সবে এয়ারপোর্টে পৌঁচেছে। এবড়ো-খেবড়ো ঘাসজমির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে হ্যাঁঙ্গারের দিকে তাকিয়েছিল। রিফ ও ক্যারীকে সে অফিসঘর থেকে বেরোতে দেখেছে। আপাততঃ এরোপ্লেন ও চিতাকে দেখে ভাবছিল এখন তার কী করা উচিত। দূর আকাশ থেকে যেন এক যন্ত্রযানের ক্ষীণ গর্জন ভেসে আসছে। বেনিং ভাবল, মনে হচ্ছে এ ডেনিসনের হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

রিফের মাথায় প্রচণ্ড আক্রোশে আগুন জ্বলছিল। পিস্তলশুদ্ধ হাত ক্যাডিলাকের ছাদের ওপর রেখে চিতার পিঠের ওপর লক্ষ্য স্থির করল। চিতা দাঁড়িয়েছিল আর ল্যান্সিং প্লেনটাকে ঠিকমত রানওয়ের ওপর দাঁড় করাচ্ছিল।

রিফের মনে হল, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চিতা প্লেনে উঠবে আর টাকাশুদ্ধ উধাও হয়ে যাবে। একবার দ্বিধা করল হয়তো দূরত্বটা বেশী হয়ে যাচ্ছে। ইতস্ততঃ করা সত্ত্বেও ট্রিগারের ওপর আঙ্গুলের চাপ বেড়ে গেল। সহসা তীব্র এক আলোর ঝলকানি দিয়ে ভীষণ শব্দে পিস্তল গর্জে উঠল।

ভিক্টর ছোট লোহার রডটা সজোরে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অফিস ঘরের আলোকিত জানলার দিকে ছুটে আসছিল। কিন্তু পঞ্চাশ গজ মত যাবার পর হঠাৎ সে থেমে গেল।

ক্যারীর হাত ধরে অফিস থেকে রিফকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ভিক্টর অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে বসে তাদের ওপর নজর রাখল। দেখল রিফ থমকে দাঁড়িয়ে ক্যারীকে কী যেন বলে গাড়ির দিকে গেল।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে ভিক্টরের গুণ্ডাটা এক্ষুনি জানবে যে টাকাভর্তি সুটকেস দুটো উধাও। এখন তার কী করা উচিত? দেখতে পেল ক্যারী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। রিফ গাড়ির দরজা খুলছে। ক্যারী যেন সহসা প্রাণ পেয়ে তীরবেগে তার দিকেই ছুটে আসছে। রিফ কী দেখে ফেলবে? গুলি চালাবে? কিন্তু না, রিফ খেয়ালই করল না যে ক্যারী, পালাচ্ছে।

ক্যারী তার কুড়ি গজের মধ্যে এলে, ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

ক্যারী! আমি ভিক্টর।

কোনোরকমে ভয়ার্ত চীৎকারটাকে চেপে তার দিকে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ভিক্টর আবার বলল, আমি, ডার্লিং!

ক্যারী তার বাহু বন্ধনের মধ্যে ছুটে এল। ভিক্টরকে আঁকড়ে ধরল। ভিক্টর রিফের দিকে তাকাল, রিফ এখনও টের পায়নি। সে হ্যাঁঙ্গারের দিকে চোখ ফেরাল। চিতাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরক্ষণেই পিস্তলের গর্জনে তারা চমকে উঠল। ভিক্টরের চোখের ওপর চিতা একবার কেঁপে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানওয়ের ওপর।

ভিক্টর বলল, চল, পালানো যাক। ক্যারীকে টানতে টানতে সে এয়ারপোর্টের প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে আদেশ শোনা গেল, থামো! পালাবার চেষ্টা করো না।

ভিক্টর এক টানে ক্যারীকে থামিয়ে দিল। পুলিশ অফিসার বেনিং পিস্তল হাতে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

মাটির বুকে চিতা আছড়ে পড়তেই রিফ এক তীব্র, অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করল। মনে হল যেন একটা ধারালো ছোরা তাকে–এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। দীর্ঘ ভয়াবহ কয়েকটা মুহূর্ত সে তার ভূলুণ্ঠিত বোনের দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। চিতার স্কার্ট অনেকখানি উঠে গেছে, তীব্র আলোয় তার সোনালী চুল নেচে বেড়াচ্ছে।

সহসা রিফের নিঃসঙ্গ মনে হল, সে আতঙ্কগ্রস্তের মত হ্যাঁঙ্গারের দিকে ছুটে চলল।

ল্যান্সিং পাইলটের আসনে বসে তাকে দেখতে পেল। একবার ইচ্ছে হল সোজা প্লেনশুদ্ধ চম্পট দিতে, কিন্তু বসউইকের কথা মনে পড়ে গেল। তাই সে চুপচাপ বসে রইল– প্লেনের ইঞ্জিন গর্জে উঠল, প্রপেলারের পাখা তীব্র গতিতে ঘুরে চলল।

বোনের কাছে এসে রিফ হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। চিতার পিঠের ঠিক মাঝখানে জামার ওপর লাল রক্তের ছোপ। রিফ হাঁটু গেড়ে বসে পিস্তল নামিয়ে খুব সাবধানে বোনকে চিৎ করল।

চিতা গুঙিয়ে উঠল। চোখ মেলে বলল, পালা, পুলিশ এসে গেছে। এই প্লেনে চেপে পালা–আমার জন্য ভাবিস না। পালিয়ে যা শীগগির।

রিফ কাঁপা গলায় বলল, টাকাটা কোথায়? কোথায় রেখেছিস? আমার সঙ্গে তুই এরকম কেন করলি?

চিতা মাথা নেড়ে অতিকষ্টে কী যেন বলতে গেল কিন্তু চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

রিফের গলা ভেঙ্গে গেল, চিতা। টাকাটা কোথায়? কী করেছিস তুই টাকাটা নিয়ে?

অনেক চেষ্টায় চিতা বলল, টাকা তো গাড়িতেই আছে কী বলছিস কী তুই? ওটা নিয়ে প্লেনে উঠে পড়, রিফ! আমায় গুলি করেছে ওরা।

রিফ সোজা হয়ে বসল। পাইলটের আসন থেকে তার দিকে তাকিয়ে ল্যাঙ্গিং শিউরে উঠল। তার মনে হল, ছেলেটা বুঝি এক্ষুনি উন্মাদ হয়ে যাবে।

রিফ চিৎকার করে উঠল তুই টাকাটা নিসনি? টাকাটা যে উধাও হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম তুই নিয়েছিস। শুনতে পাচ্ছিস? টাকা উধাও হয়ে গেছে।

চিতা তীব্র যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল, আমি নেব? আমি নিতে যাব কেন? ও তো আমাদেরই টাকা–তোর আর আমার। আমি নেব কেন?

দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে রিফ নিজের মাথায় ঘুষি মারতে লাগল। কানের ওপর বাঁধা নোংরা ব্যান্ডেজটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। অসহ্য দুঃখ ও যন্ত্রণা তাকে উন্মাদ করেছে।

চিতা–আমি ভাবলাম তুই ও টাকা চুরি করেছিস। আমিই তোক গুলি করেছি, বোনটি। আমায় মাফ করে দে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বোনটি। আমি তোকে এখান থেকে নিয়ে যাব, তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুই কিছু ভাবিসনে।

ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল, চিতারিফের একটাহাতনিজের হাতেরমধ্যে ধরে, তুই যা রিফ! এখন আর আমার জন্য কিছু করবার নেই। আমি সব বুঝতে পেরেছি-তুই এখন পালা।

আমি তোকে ফেলে কোথাও যাবো না। বলে পাগলের মত পিস্তলটা হাতে তুলে নিল। একসঙ্গেই যাব আমরা। মেক্সিকো পৌঁছলেই তোকে সারিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করব। সব ঠিক হয়ে যাবে, বোনটি! টাকা পয়সা সব চুলোয় যাক। আমরা আগের মত থাকব–তুই আর আমি।

চিতাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রিফ। চিতার মুখ থেকে এক চাপা কান্না বেরিয়ে এল, সমস্ত শরীর বেঁকে গেলো। তারপর মুখ দিয়ে আরো রক্ত বেরোলে–চোখ বুজে এল।

চিতার প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রিফ দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ওপর গরম রক্তের স্পর্শ পেল। তারপর আবার চিতাকে মাটিতে আস্তে করে শুইয়ে দিল।

চিতা মরে গেছে। চিতার মুখটা সে যেন আর চিনতে পারছে না। এই কি সেই চিতা! যাকে সে ভালবাসত, যার সঙ্গে সে ঝগড়া করেছে, চুরি করেছে, বড় হয়েছে। জীবনের সবকিছু ভাগ করে নিয়েছেনা, এ কখনো চিতা নয়।

তার গলা দিয়ে এক বন্য পাশবিক-আর্তনাদ বেরিয়ে এল। রিফ শোকে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে দুহাতে মাটির ওপর ঘুষি মারতে মারতে একটানা কেঁদে চলল।

.

হেলিকপ্টারের পাইলট আঙুল দেখিয়ে বলল, প্লেনের ইঞ্জিনের অত আওয়াজে ওরা কিছু শুনতে পাবে না। আমি আপনাদেরকে নামিয়ে দিতে পারি–কেউ টের পাবে না।

ডেনিসন বললেন, নামাও তাহলে।

এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচশো গজের মধ্যে হেলিকপ্টারটি আস্তে করে নামল। পিস্তল হাতে ডেনিসন ও হার্পার বেরিয়ে এলেন। প্লেনটা হ্যাঁঙ্গারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রিফ তার বোনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হঠাৎ একটা মৃদু শিসের আওয়াজ। টহলদারী অফিসার বেনিং অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

আমি বেনিং স্যার। আমার সাথে মিঃ ও মিসেস ডারমট আছেন। একটু আগে গুলির আওয়াজ পেলাম। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখব?

ডেনিসন ভিক্টর ও ক্যারীকে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, সব ঠিক আছে। এই অফিসারটি আপনাদের হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেবে। এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সেখানে আপনাদের বাচ্চা আছে। আপনারা রওনা হন। আমরা এখানকার বাকী কাজটুকু সেরে ফেলছি। বেনিং তুমি মিঃ এবং মিসেস ডারমটকে সোজা হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যাও।

ভিক্টর বলল, ঐখানে একটা ফাটলের মধ্যে ষোলো লাখ ডলার রাখা আছে।

হেসে ডেনিসন বললেন, টাকার কথা এখন বাদ দিন। আপনারা চটপট হেডকোয়ার্টার্সে যান। মনে হয়, আপনারা ওখানে পৌঁছলে আমার লোকেরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

বেনিং ভিক্টর ও ক্যারীকে নিয়ে তার গাড়ির দিকে রওনা হল। ডেনিসন রওনা হলেন প্লেনের দিকে, সঙ্গে হাপার।

চিতার দেহের চারিপাশে রিফ এখন চক্কর খাচ্ছে। সে যেন নিজেই জানে না সে কী করছে, সহসা একবার আহত জন্তুর মত আর্তনাদ করে উঠল। ল্যান্সিং-এর সবকটা লোম খাড়া হয়ে গেল।

এখন ডেনিসন ও হার্পার আর বেশীদূরে নেই। একজোড়া পিস্তল উঁচিয়ে উঠল রিফের ওপর। চড়া গলায় ডেনিসন বললেন, পিস্তল ফেলে মাথার ওপর দুহাত তোলো।

চট করে রিফ ঘুরে দাঁড়াল।মূঢ়ের মত গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ে দিশেহারা হয়ে সহসা সে উল্টোদিকে দৌড় লাগাল, অন্ধের মত ছুটে এসে পড়ল এরোপ্লেনের প্রপেলারের ওপর। বিশাল প্রপেলারটা তখননক্ষত্রবেগে ঘুরে চলেছে–কেউ কিছু বোঝবার আগেই সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত নেমে এল রিফের ওপর। কসাইয়ের ছুরির মত নির্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করে দিল রিফের মাথা।